ফোকলা দিগম্বর

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

BENGALI EBOOK

2021

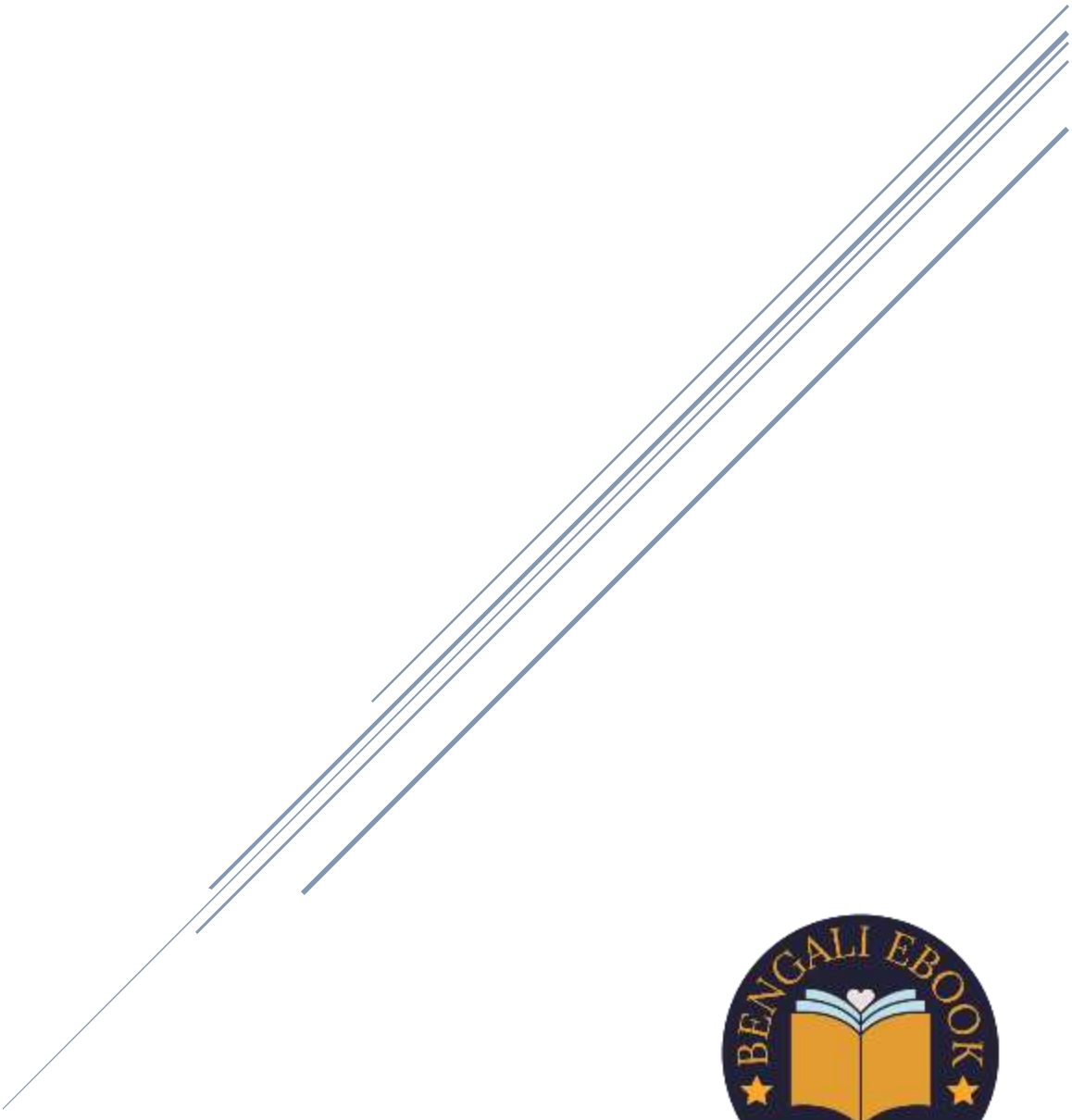

সূচিপত্র

প্রথম ভাগ 3
প্রথম পরিচ্ছেদ – বাঙ্গালীবালিকা 3
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ – আমি বড় বোকা 7
তৃতীয় পরিচ্ছেদ – এখন লজ্জা করিতে পারি না 11
চতুর্থ পরিচ্ছেদ – ঘরের কোণে তুমি দাঁড়াও 13
পঞ্চম পরিচ্ছেদ – ঘোরতর সন্দেহ 15
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ – বিপদের সম্ভাবনা আছে 18
সপ্তম পরিচ্ছেদ – অভিভাবকের অভাব 20
অষ্টম পরিচ্ছেদ – আমি ঘোর অপরাধী 23
দ্বিতীয় ভাগ 27
প্রথম পরিচ্ছেদ – রসময় রায় 27
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ – এত বড় কন্যা 30
তৃতীয় পরিচ্ছেদ – রসময়ের অনুতাপ 33
চতুর্থ পরিচ্ছেদ – কন্যা আমার সুখে থাকিবে 36
পঞ্চম পরিচ্ছেদ – আমার স্মরণ হইল 38
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ -কাশীর কুসী বটে 41
সপ্তম পরিচ্ছেদ – আমি করি কি 44
অষ্টম পরিচ্ছেদ – মাসীর খেদ 48
নবম পরিচ্ছেদ – কিঁষ্টা। কিঁষ্ট কুঁথায় রে 51
তৃতীয় ভাগ 58
প্রথম পরিচ্ছেদ – সূতিকাগার 58
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ – পীড়িতা প্রসূতি 61
তৃতীয় পরিচ্ছেদ – খুকীকে ভুলিও না 64
চতুর্থ পরিচ্ছেদ – নিবিড় বনে দেবকন্যা 67
পঞ্চম পরিচ্ছেদ – অপরাহ্নের অবগাহন 70
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ – পায়ে বড় ব্যথা 73
সপ্তম পরিচ্ছেদ – বাঙ্গাল দেশের মানুষ 76
অষ্টম পরিচ্ছেদ – রামপদর ক্রোধ 79

নবম পরিচ্ছেদ — নানা প্রতিবন্ধকতা 83
দশম পরিচ্ছেদ – তোমার কি মত 87
একাদশ পরিচ্ছেদ – সংসারের কথা 92
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ – The Die is cast 96
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ – শুভ সংবাদ বা মন্দ সংবাদ 101
চর্তুদশ পরিচ্ছেদ – ঘোরতর অপমান 105
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ – রেজিষ্টারি চিঠি 109
চতুর্থ ভাগ 115
প্রথম পরিচ্ছেদ – মৃত্যু নহে মূর্চ্ছা 115
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ – তুমি তো বড় তেরপেণ্ড 119
তৃতীয় পরিচ্ছেদ – দেখ না দাদা 123
চতুর্থ পরিচ্ছেদ – গলাভাঙ্গা দিগম্বরী 127
পঞ্চম পরিচ্ছেদ – সূতা বাঁধা কেন ড্যাক্‌রা 132
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ – রেল-ষ্টেশন 137
সপ্তম পরিচ্ছেদ – ঘোরা-বিকার 142
অষ্টম পরিচ্ছেদ – মাসীর চিন্তা 147
নবম পরিচ্ছেদ — তিন সত্য 152
দশম পরিচ্ছেদ – ভগবান রক্ষা করিয়াছেন 160
একাদশ পরিচ্ছেদ – হিপ্ হিপ্ হুরে 164
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ – ওটা ঠাওর হয় নাই 168
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ – অজ্ঞাতবাসের বিবরণ 173

প্রথম ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ – বাঙ্গালীবালিকা

এই বাটীতে ডাক্তারবাবু আছেন?

বাহির হইতে একজন এই কথা জিজ্ঞাসা করিল।

এ বাড়ীতে ডাক্তার আছেন?

আগ্রহেব সহিত পুনরায় কে এই কথা জিজ্ঞাসিল। বামা-কণ্ঠ বলিয়া বোধ হইল।

রাত্রি তখন প্রায় দশটা বাজিয়াছে। আমার আহারের স্থান হইযাছে। আমি আহার করিতে যাইতেছি।

কে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে, তাহা দেখিবার নিমিত্ত লণ্ঠনটি হাতে লইয়া, আমি বাহিরে আসিলাম। দ্বারের নিকট যাই গিয়া উপস্থিত হইয়াছি, আর পুনরায় সেই স্বর অতি আগ্রহ সহকারে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,–মহাশ্য কি ডাক্তার?

লণ্ঠণটি আমি তুলিয়া ধবিলাম। তখন আলোকের সহায়তায় দেখিতে পাইলাম যে, একটি স্ত্রীলোক এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিল। স্ত্রীলোক বটে; কিন্তু বয়স্কা নহে। পূর্ণযুবতীও তাহাকে বলিতে পারি না; কারণ, তাহার বয়স ত্রয়োদশ কি চতুর্দশ বৎসরের অধিক হইবে না।

www.bengaliebook.com

আমি বিস্মিত হইলাম। একে স্থান কাশী, তাহাতে রাত্রিকাল। রাত্রি দশটার সময় এরূপ অল্পবয়স্কা বাঙ্গালীব মেয়ে ঘর হইতে বাহিব হইয়াছে কেন? বালিকা কি হতভাগিনী? জঘন্য ব্যবসায়-অবলম্বিনী?

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্কভাবে আমি উত্তর করিলাম,–তুমি বোধ হয়, রামকমল ডাক্তারকে খুঁজিতেছ? এ বাড়ী তাহার নহে। আরও একটু আগে গিয়া বামদিকে যাইবে; সেই স্থানে জিজ্ঞাসা কবিলেই রামকমল ডাক্তারের বাড়ী লোকে তোমাকে দেখাইয়া দিবে।

আমার এই কথা শুনিয়া বালিকাটি কাঁদিয়া ফেলিল। চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে সে বলিতে লাগিল,–ও মা! তবে আমি কি কর? রামকমল ডাক্তার রামনগর গিয়াছেন। আজ তিনি ফিরিয়া আসিবেন না। আমি তাহার বাড়ীতে গিয়াছিলাম। তাহার চাকরেরা আমাকে এই কথা বলিল। তাহারা আমাকে বলিয়া দিল যে, এই বাড়ীতেও একজন ডাক্তার সম্প্রতি কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন, তাই আমি এখানে আসিয়াছি। ও মা, তবে কি হইবে? বিনা চিকিৎসায় বাবু হয়ত মারা পড়িবেন; তাহা হইলে আমার দশা কি হইবে?

বিদেশে সেই রাত্রিতে সেই বাঙ্গালী কন্যার খেদ শুনিয়া মনে আমার বড় দুঃখ হইল। কুচরিত্রা স্ত্রীলোক বলিয়া পূর্বে যে সন্দেহ হইয়াছিল তাহার কথা শুনিয়া এক্ষণে সে সন্দেহ অনেকটা দূর হইল। এতক্ষণ পর্যন্ত তাহার মুখশ্রী আমি নিরীক্ষণ করিয়া দেখি নাই। আমার খাবার প্রস্তুত ছিল; দুই-চারি কথায় তাহাকে বিদায় করিয়া দিব, কেবল এই ইচ্ছা করিতেছিলাম।

এক্ষণে লণ্ঠনটি পুনরায় তুলিয়া ধরিলাম। লণ্ঠনের আলোক পূর্বাপেক্ষা উজ্জ্বলভাবে বালিকার মুখের উপর পড়িল। বালিকার রূপ ও ভাবভক্তি দেখিয়া আমি চমকিত হইলাম। পূর্বেই বলিয়াছি যে, তাহার বয়স ত্রয়োদশ কি চতুর্দশ বৎসর। একখানি সামান্য সাদা কালাপেড়ে কাপড় সে পরিধান

www.bengaliebook.com

করিয়াছিল,। কাপখানি সামান্য বটে; কিন্তু পরিষ্কার ছিল। তাহাতে পাছা ছিল না। কাপড়ের ভিতর শেমিজ ছিল; কিন্তু গায়ে জ্যাকেট কিংবা অন্য কোনপ্রকার জামা ছিল না। বালিকার দুই হাতে দুইগাছি সোনার বালা ছিল। কানে দুইটি ইয়ারিং ছিল। শরীরের অন্য কোন স্থানে কোনরূপ গহনা ছিল না। মস্তকের অর্ধেকভাগ সেই কালাপেড়ে শাড়ী দ্বারা আবৃত ছিল। ঝিউড়ি মেয়ে ঘর হইতে বাহির হইলে যেরূপ লজ্জা করা উচিত বোধ করে, অথচ লজ্জা করিতে তাহার লজ্জা হয়, মস্তকের অধভাগ কাপড় দ্বারা আবরণে যেন সেইরূপ ভাব প্রকাশ পাইতেছিল। বালিকার হইয়া সেই কাপড়ের আবরণ যেন সকলকে বলিতেছিল,–লজ্জা করা আমার উচিত বটে; কিন্তু লজ্জা করিতে এখনও আমি শিক্ষা করি নাই, সেজন্য তোমরা সকলে আমার নিন্দা করিও না। বালিকা সেদিন বোধ হয় চুল বাঁধে নাই। সে নিমিত্তর কোকড়া কোঁকড়া কেশরাশি থোলো থোলো হইয়া, তাহার কাঁধের উপব পড়িয়াছিল। শুভ্রবর্ণ গলদেশের উপর সেই কেশরাশি পড়িয়া অপূর্ব শোভার আবির্ভাব হইয়াছিল। বালিকা গৌরবর্ণ, কিন্তু এখন বোধ হয়, অনেক দূর দৌড়িয়া আসিয়া থাকিবে; কারণ সেই গৌরবর্ণের ভিতর হইতে রক্তিম আভা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।

এরূপ মুখশ্রী বিশিষ্ট মানুষের চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ বালিকার তাহা নহে। ইহার চক্ষুর কিরূপ বর্ণ, তাহা আমি ঠিক প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না। নীলবর্ণ সাগরজলে সূর্যকিরণ মিশ্রিত করিলে যেরূপ এক নূতন প্রকার বর্ণের সৃষ্টি হয়, বালিকার চক্ষুতারা দুইটি সেইরূপ এক অদ্ভূত নূতন বর্ণে রঞ্জিত ছিল। আমার এত বয়স হইল, এরূপ চক্ষু কখন কাহারও দেখি নাই। চক্ষুর পাতাগুলি দীর্ঘ, নিবিড় ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। ভুযুগলও সেইরূপ; কিন্তু অধিক ঘন বা স্থূল নহে। ফল কথা, বালিকা বিলক্ষণ সুন্দরী। কথাবার্তা ও ভাবভঙ্গি দেখিয়া তাহাকে ভদ্রকন্যা বলিয়া বোধ হইল। পাপ, কপটতা বা কুচিন্তা কখনও যে তাহার মনে উদয় হয় নাই, তাহাও সেই ভাবভঙ্গি তে প্রকাশ পাইতেছিল। সত, সরলতা, সাধুতা ও শিশুভাব যেন

www.bengaliebook.com

তাহার মুখশ্রীতে দেদীপ্যমান ছিল। এই অপূর্ব রূপ, এই সরল ভাব দেখিয়া কে না বশ হইয়া পড়ে? তাহার উপর, যখন সে বিমল মুখজ্যোতিঃ মনোদুঃখে মলিনতার আচ্ছাদিত হয়, যখন সেই সূর্যকিরণমিশ্রিত সাগরজল-গঠিত চক্ষু দুইটি হইতে অশ্রুবারি বিগলিত হয়, তখন সেই বালিকার দুঃখ নিবারণের নিমিত্ত লোকে কি না করিতে পারে? ক্ষুধা-তৃষ্ণা আমি সব ভুলিয়া গেলাম। আমার অন্ন প্রস্তুত; তাহা পড়িয়া রহিল।

www.bengaliebook.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ – আমি বড় বোকা

বালিকার রূপ, বালিকার দুঃখ দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। আমি বলিলাম, রামকমলবাবু যখন বাড়ী নাই, তখন আমাকে যাইতে হইবে। আমি একজন ডাক্তার বটে; কিন্তু এ স্থানে আমি ডাক্তারি করি না। কলিকাতা হইতে কেবল দুইদিন আমি এ স্থানে আসিয়াছি।

বালিকা চক্ষু মুছিয়া কাতরস্বরে বলিল,–ও মহাশয়! তবে আসুন, তবে শীঘ্র আসুন; বিলম্ব করিলে তিনি মারা পড়িবেন; বিলম্ব করিবেন না, শীঘ্র আসুন।

বালিকার জুলুম দেখিয়া মনে মনে আমি একটু হাসিলাম। কিন্তু যাহার এরূপ দেবদুলভ সৌন্দর্য, পৃথিবীতে সে জুলুম করিবে না ত আর করিবে কে? আমি ত আমি, পৃথিবীর সকল লোককেই সেই অলৌকিক রূপলাবণ্য বিশিষ্ট বালিকার হুকুম যে আজ্ঞা বলিয়া মানিতে হয়। অতি নম্রভাবে আমি বলিলাম,–না, আমি বিলম্ব করিব না, শীঘ্র চাদরখানা লইয়া আসি।

তখন আমি ব্রহ্মদেশে কর্ম করিতাম। ছুটি লইয়া দেশে আসিয়াছিলাম। আমার পিতামহী কাশীবাসিনী হইয়াছিলেন। দুই-চারি দিনের নিমিত্ত তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিলাম। এক বৃদ্ধ চাকর ব্যতীত অন্য কাহাকেও আমি সঙ্গে আনি নাই। আমি মনে করিলাম যে বালিকার বাটী নিকটেই হইবে। সেজন্য গাড়ি আনিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিলাম না। চাদরখানি গায়ে দিয়া আমার ডাক্তারি ব্যাগটি ও লণ্ঠনটি নিজেই হাতে করিয়া ঘর হইতে বাহির হইলাম। রাত্রিকালে আমার সে বৃদ্ধ চাকরকে সঙ্গে লইতে ইচ্ছা করিলাম না। বালিকা দ্রুতবেগে আগে আগে চলিতে লাগিল, আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলাম। তাহার বয়স অল্প; সে প্রায় ছুটিয়া যাইতে লাগিল। আমি যদিও ঠিক বৃদ্ধ নাই, তথাপি আমার বয়ঃক্রম তখন পঞ্চাশের নিকট হইয়াছিল। শীঘ্রই আমার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। তাহাতে একহাতে ব্যাগ, অপর হাতে

লণ্ঠন,—দুই হাতে দুইটি লইয়া যাইতে আমার কষ্টবোধ হইতে লাগিল। তখন আমি বালিকাকে বলিলাম,—একটু ধীরে ধীরে চল; অতিদ্রুত আমি যাইতে পারিব না।

বালিকা তখন আমার দিকে চাহিয়া দেখিল। আমি যে বালক নই, কি যুবা নই, আমি যে বৃদ্ধ, বালিকা তখন প্রথম যেন তাহা বুঝিতে পারিল। কিন্তু অপ্রতিভ হইয়া সে আমার হাত হইতে লণ্টনটি কাড়িয়া লইল ও ব্যাগটি লইতেও হাত বাড়াইল। তাহাকে আমি ব্যাগ লইতে দিলাম না। তখন হইতে বালিকা একটু ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

এতক্ষণ পর্যন্ত কোন কথাই আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। অবসর পাইয়া এইবার আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,–কাহার পীড়া হইয়াছে? কি হইয়াছে?

বালিকা উত্তর করিল,–বাবু বড় পড়িয়া গিয়াছেন; বড় লাগিয়াছে, বড় রক্ত পড়িতেছে।।

বাবু অর্থে অনুমানে স্বামী বলিয়া বুঝিলাম। কিন্তু এরূপ বিপদের সময় বালিকা পাছে লজ্জা পায়, সে নিমিত্ত বিশেষ করিয়া আর সে কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। বাবু অর্থে না হয় স্বামী হইল; কিন্তু ভদ্রঘরের বাঙ্গালী কন্যা এত রাত্রিতে ঘর হইতে একলা ডাক্তার ডাকিতে কেন বাহির হইয়াছে? তাহার বাড়ীর অন্য কোন লোক আসে নাই কেন? অথবা চাকর-বাকর কেহ আসে নাই কেন? ইহার মর্ম আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অবশেষে আমি মনে মনে ভাবিলাম,–আমি ডাক্তার মানুষ, লোকের রোগ দূর করা, লোকের শারীরিক যাতনা নিবারণ করা আমার কাজ। আমরা সাধু জানি না, পাপী জানি না;—রোগের চিকিৎসা লইয়া আমাদের কথা। লোকের ঘর-সংসারের কথায় আমার প্রয়োজন কি? সে সকল কথা বালিকাকে আমি কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা করিব না।

www.bengaliebook.com

এইরূপ ভাবিয়া আমি তাহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম,–তোমার বাবু কখ পড়িয়া গিয়াছেন? কোথায় লাগিয়াছে? তাহার জ্ঞান আছে, না তিনি অজ্ঞান হইয়া গিয়াছেন?

বালিকা একেবারে সকল কথার উত্তর দিল না; ক্রমে ক্রমে একটি একটি করিয়া বলিতে লাগিল,-আজ প্রাতঃকালে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিলেন। দাঁড়াইতে পারেন না। কথা কহিতে পারেন না। আমি তাহাকে বিছানায় শয়ন করিতে বলিলাম। প্রথম সে কথা তিনি শুনিলেন না। তাহার পর শুইয়া পড়িলেন। চাদর ছিড়িয়া কঁাধে বাঁধিয়াছিলেন। তাহার ভিতর হইতে ক্রমাগত রক্ত পড়িতেছিল। আমি ডাক্তার আনিতে চাহিলাম। তিনি মানা করিলেন। সমস্ত দিন রক্ত পড়িল। মুখ তাহার সাদা হইয়া গেল। দুর্বল হইয়া পড়িলেন। তাহার পর এখন তিনি নিজেই ডাক্তার আনিতে বলিলেন। ডাক্তার আনিবার নিমিত্ত সমস্ত দিন আমি কতবার বলিয়াছিলাম, তিনি আনিতে দেন নাই। এখন ডাক্তারের জন্য নিজেই ব্যস্ত হইয়াছেন। কি যে কপালে আছে। তা বলিতে পারি নাই। আমি এখানে আর কখনও আসি নাই। কাহাকেও আমি জানি না। লোককে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে রামকমল ডাক্তারের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। রামকমল ডাক্তার বাড়ী নাই। তাহার চাকরেরা আপনার ঠিকানা বলিয়া দিল। সেজন্য আপনার নিকট দৌড়িয়া গেলাম।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,–তোমরা এ স্থানে থাক না? কাশীতে তোমরা কবে আসিয়াছ?

বালিকা উত্তর করিল,-না না, আমরা এখানে থাকি না, আমরা এখানে সম্প্রতি আসিয়াছি। এ স্থানে কাহাকেও আমরা, জানি না। ইস! করিলাম কি? আমরা কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, এ স পরিচয় দিতে বাবু মানা করিয়াছেন। পাছে

কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করে সেইজন্য বাবু ডাক্তার আনিতে ইচ্ছা করেন নাই। আমি বড় বোকা তাই এত কথা বলিয়া ফেলিলাম।

আমার মনে পুনরায় ঘোরতর সন্দেহ হইল,কাশী স্থান! কুকর্মান্বিত লোক দেশ হইতে পলায়ন করিয়া এইস্থানে আশ্রয় লাভ করে, এ বালিকাও সেইরূপ না কি? আহা তাই হইলে কি দুঃখের বিষয়! বালিকার প্রতি আমার মন এত আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, সেই কথা ভাবিয়া আমি ঘোর শোকাকুল হইয়া পড়িলাম। আবার ভাবিলাম, না, না, তাহা কখনই হইতে পারে না। লজ্জাশীলতা, কোমলতা, পতিব্রত্য সতী-সাবিত্রী ভাব বালিকার মুখশ্রীতে যেন অঙ্কিত রহিয়াছে। এরূপ লক্ষ্মীস্বরূপা কন্যা দুষ্কর্মান্বিতা হইতে পারে না। ইহারা কে, কি বৃতান্ত,–সে সমুদয় গোপন রাখিবার বোধ হয় কোন কারণ আছে।

www.bengaliebook.com

তৃতীয় পরিচ্ছেদ – এখন লজ্জা করিতে পারি না

আমি এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় বালিকা পুনরায় বলিল,–বাবু কে, কোথা হইতে আনিয়াছেন, সেসব তাঁহাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিবেন না। পাছে সে সব কথা কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, সেই ভযে তিনি এতক্ষণ ডাক্তার আনিতে দেন নাই। বাবু গোপনে আমাকে বিবাহ কবিয়াছেন। আমার মেসোমহাশ্য ও মাসী তাহার সহিত আমার বিবাহ দিয়াছেন। বাবুর পিতা জানিতে পারিলে বড়ই রাগ কবিবেন, সেই জন্য এখন তিনি এ কথা গোপন রাখিতেছেন! এইবার পাশ দিযা বাবু দেশে গিয়া, তাঁহার পিতাকে সকল কথা বলিবেন। তখন আর কোন কথা গোপন করিতে হইবে না। ঐ যা! পুনরায় অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম; কে জানে, লোকে কি করিয়া মনে কথা রাখে, আমি ত তা পারি না।

কথা গোপন রাখিবাব ভাব দেখিয়া আমি মনে মনে একটু হাসিলাম। যাহা হইক, বালিকা যে স্বামীর সহিত কাশী আসিযাছে, ইহার ভিতর যে কোন মন্দ বিষয় নাই, এই কথা শুনিয়া আমি আনন্দিত হইলাম। এই অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই বালিকার প্রতি আমার মনে একপ্রকার স্নেহের উদয় হইয়াছিল।

বালিকা পুনরায় বলিল,–বাবু বড়ই দুর্বল হইয়াছেন। মুখে যেন আর কিছু মাত্র রক্ত নাই। মুখ এমনই সাদা হইয়া গিয়াছে। আমার কপালে যে কি আছে, তা জানি না। আমাদের নূতন বিবাহ হইয়াছে। আমার লজ্জা করা উচিত; কিন্তু এই বিদেশে আমাদের কেউ নাই। তাহার উপর এই ঘোর বিপদ! এ বিপদের সময় আমি লজ্জা করিতে পারি না। তাহাতে আমাকে যে যাই বলুক!

এই কথা বলিয়া বালিকা যেন ঈষৎ রুষ্টভাবে আমার দিকে চাহিল। সেই রুষ্টভাবের যেন এইরূপ অর্থ,–তুমি আমাকে বেহায়া ভাবিতেছ! এখন আমার

বাবুর প্রাণ লইয়া টানাটানি! তোমার ইচ্ছা যে, এখন আমি একহাত ঘোমটা দিয়া বসিয়া থাকি! বটে।

বালিকা অবশ্য এরূপ কোন কথা প্রকাশ করিয়া বলে নাই। মনে মনে তাহার এরূপ চিন্তা উদয় হইয়াছিল কি না, তাহাও আমি জানি না। প্রকৃত সে কোপাবিষ্টভাবে আমার প্রতি চাহিয়াছিল কি না, তাহাও আমি ঠিক বলিতে পারি না; কিন্তু এই অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার উপর আমার এরূপ বাৎসল্যভাবের উদয় হইয়াছিল যে পাছে সে রাগ করে, আমার মনে সেই জ্ঞ হইল। আমি যেন কত দোষ করিয়াছি, আমি যেন কত অপরাধে অপরাধী হইয়াছি,সেইরূপ অতি বিনীতভাবে আমি বলিলাম,না, তোমাকে আমি বেহায়া ভাবি নাই। বরং এই বিপদের সময় এত রাত্রিতে অপরিচিত স্থানে তুমি যে সাহস করিয়া ঘর হইতে বাহির হইতে পারিয়াছ, তাহার জন্য তোমার আমি প্রশংসা করি।

বালিকা বলিল,–বিপদের সময় লোকের ভয় থাকে না। তাছাড়া আমি পল্লীগ্রামের মেয়ে। যখন আমি বালিকা ছিলাম, তখন মাঠে-মাঠে আমরা কত বেড়াইতাম। ঐ যা। আবার একটা কথা বলিয়া ফেলিলাম। দূর ছাই! কত সাবধান হইব?

যাইতে যাইতে এইরূপ কথাবার্তা হইতে লাগিল বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে আমরা দুইজনই দ্রুতপদে পথ চলিতেছিলাম। পথ আর ফুরায় না। কিন্তু কতদূর যাইতে হইবে, সে কথা আমি জিজ্ঞাসা করিলাম না। বালিকা কি করিয়া পথ চিনিয়া যাইতে পারিল, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। বোধ হয়, আমার মনের ভাব বুঝিয়া সে বলিল,–সন্ধ্যার পর এইসব রাস্তায় বাবু অনেকবার আমাকে বেড়াইতে আনিয়াছিলেন। এই পথ দিয়া মালীর স্ত্রীর সঙ্গে দুই-একবার বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখিতে গিয়াছিলাম। কাশীতে কোন দোষ নাই। সেজন্য আমি বাবুর সহিত বেড়াইতে আসিয়াছিলাম।

www.bengaliebook.com

চতুর্থ পরিচ্ছেদ - ঘরের কোণে তুমি দাঁড়াও

ক্রমে আমরা সহর পার হইলাম। মাঠ ও বাগান পড়িল। এতক্ষণ বড় রাস্তা দিয়া যাইতেছিলাম। বড় রাস্তার বামপার্শ্বে বৃহৎ একটি বাগান দেখিতে পাইলাম। বালিকা সেই বাগানের ভিতর প্রবেশ করিল। নিকটে গিয়া জানিতে পারিলাম যে, সে বাগানটি বিলাতী কুলের গাছে পরিপূর্ণ। অন্য কোনপ্রকার গাছ বড় দেখিতে পাইলাম না। জনমানবের সহিত সাক্ষাৎ হইল না। বাগানের মাঝখানে একস্থানে একটি খোলর বাড়ী ছিল। বালিকা সেই খোলার বাড়িতে প্রবেশ করিল। আমার বোধ হইল যে, খোলার বাড়ীটি তিন-চারটি কুঠরীতে বিভক্ত ছিল। তাহার একটি ঘরে বালিকা প্রবেশ করিল। ঘরের একপার্শ্বে একটি ল্যাম্প জ্বলিতেছিল। মেঝেতে বড় একটি চাটাই বিস্তৃত ছিল। ঘরের অন্য এক পার্শ্বে দুইখানি চারপাই ছিল। একখানি চারপাইয়ে একটি গৌরবর্ণ যুবক শয়ন করিয়াছিল। যুবকের বয়ঃক্রম ঊনিশ কি কুড়ি হইবে, তাহার অধিক হইবে না। রক্তস্রাবে মুখ এখন শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু যুবক যে সুন্দর পুরুষ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সেই খাটিয়ার নিকটে দাঁড়াইয়া বালিকা বলিল,-বাবু! ইনি ডাক্তার মহাশয়। ইহাকে আমি আনিয়াছি। ইনি এ স্থানের ডাক্তার নহেন। ইনি কলিকাতার ভাল ডাক্তার। সম্প্রতি ইনি এ স্থানে আসিয়াছেন। ইস্! তোমার মুখে যেন আর একটুও রক্ত নাই।

বাস্তবিক সেই যুবকের মুখ রক্তহীন হইয়াছিল। শরীর হইতে অধিক রক্তস্রাব হইলে মুখ যেরূপ উজ্জ্বল ও চঞ্চল হয়, যুবকের সেইরূপ হইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া আমার ভয় হইল।

যুবক বলিল,-মহাশয়! আসিয়াছেন, ভাল হইয়াছে।

তাহার পর সেই বালিকার দিকে চাহিয়া সে পুনরায় বলিল,–কুসী? তুমি একবার ঘরের বাহিরে যাও।

আমি বুঝিলাম যে, সেই বালিকার নাম কুসী, অন্ততঃ তাহার ডাকনাম কুসী। ভাল নাম কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এই সময়ে বালিকার মুখের দিকে আমার দৃষ্টি পড়িল। আমি দেখিলাম যে, তাহার বাম গালে একটি কৃষ্ণবর্ণের আঁচিল রহিয়াছে। শুভ্র গালের উপর সেই আঁচিলটি থাকায় মুখের সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। আঁচিলের উপর কেন আমার দৃষ্টি পড়িল, তাহা আমি জানি না, কিন্তু আঁচিল সংযুক্ত সেই গণ্ডদেশ যেন আমার মনে অঙ্কিত হইয়া গেল। বালিকা যুবককে বাবু বলিয়া সম্বোধন করিল। এখন হইতে আমিও তাহাকে বাবু বলিব।

বাবু বলিল,–কুসী! তুমি একবার ঘরের বাহিরে যাও ডাক্তারবাবু আমার কাধ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। রক্ত দেখিলে তোমার ভয় হইবে।।

কুসী উত্তর করিল,–না বাবু! তুমি আর যা বল তাই করিব, তোমাকে একেলা ছাড়িয়া আমি এ ঘরের বাহিরে যাইব না।।

বাবু বলিল,–আচ্ছা কুসী! তবে তুমি এক কাজ কর, ঘরের ঐ কোণে দাঁড়াইয়া প্রাচীরের দিকে মুখ করিয়া থাক, আমার দিকে চাহিও না। যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তোমাকে আমি ডাকব।

কুসী আস্তে আস্তে ঘরের কোণে গিয়া দাঁড়াইল। প্রাচীরের দিকে মুখ করিয়া রহিল।

www.bengaliebook.com

পঞ্চম পরিচ্ছেদ – ঘোরতর সন্দেহ

বাবু আপনার স্কন্ধের দিকে দৃষ্টি করিয়া, চক্ষু টিপিয়া আমার প্রতি ইসারা করিল। কিন্তু সে ইঙ্গিতের অর্থ কি, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। তাহার পর বাবু বলিল,–আমি বড় পড়িয়া গিয়াছি। কাশীর ঘাট উচ্চ। সেই ঘাট হইতে পড়িয়া গিয়াছি। নিম্নে একখণ্ড তীক্ষ্ণ প্রস্তর ছিল। আমার কাঁধে তাহা ফুটিয়া গিয়াছিল। অনেক রক্ত পড়িয়াছে।

এই কথা বলিয়া তাহার গায়ে যে বিছানার মোটা চাদরখানি ছিল, প্রথম সেই চাদরখানি বাবু খুলিয়া ফেলিল; তাহার পর স্কন্ধে আহত স্থানে যে ছিন্ন চাদর বাঁধা ছিল তাহাও খুলিয়া ফেলিল।

আমি দেখিলাম যে, স্কন্ধে একটি গোলাকার ছিদ্র হইয়াছে। প্রস্তরখণ্ড দ্বারা আহত হইলে সেরূপ ক্ষত হয় না; বন্দুক অথবা পিস্তলের গুলি লাগিলে যেরূপ গোলাকার ছিদ্র হয়, তাহাই হইয়াছিল।

বাবু বলিল,–সমস্ত দিন হইতে এরূপ রক্ত পড়ে নাই; অল্পক্ষণ হইল, অধিক শোণিতস্রাব হইতেছে।

এই কথা বলিয়া বাবু পুনরায় চক্ষু টিপিয়া আমার প্রতি ইঙ্গিত করিল। এবার আমি তাহার অর্থ বুঝিলাম। পিস্তলের গুলি দ্বারা সে যে আহত হইয়াছিল, এ কথা সে বালিকার নিকট গোপন করিতেছিল। বাবুর স্কন্ধে গুলির দাগ দেখিয়া পুনরায় আমার বড় সন্দেহ হইল। এই বালিকা প্রকৃত কি ইহার স্ত্রী নহে? অন্য কাহারও স্ত্রী অথবা কাহারও কন্যাকে বাবু কি বাহির করিয়া আনিয়াছে? সে নিমিত্ত কন্যার স্বামী, পিতা, ভ্রাতা অথবা কোন আত্মীয় ইহাকে কি গুলি মারিয়াছে? আমার মনে ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইল। আমি ভাবিলাম,–এই পাপিষ্ঠ নরাধম লক্ষ্মীরূপা বালিকার ইহকাল পরকাল নষ্ট করিয়াছে।

যাহারা ইহাকে গুলি করিয়াছিল, একবারে তাহারা ইহাকে বধ করে নাই কেন? আমি ইহার চিকিৎসা করিব না। রক্তস্রাব হইয়া এ মৃত্যুমুখে পতিত হউক। তাহার পর, বালিকাকে আমি তাহার পিতার নিকট পাঠাইয়া দিব। এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় বাবুর মুখের দিকে আমার দৃষ্টি পড়িল। তাহার মুখে ভয় অথবা কুর্মজনিত লজ্জার চিহ্ন লেশমাত্র দেখিতে পাইলাম না। কুকর্মন্বিত অপরাধীর মুখে এরূপ শান্তি বিরাজ করে না। বাবুর স্থির শান্ত মুখ দেখিয়াও বালিকার কথা স্মরণ করিয়া আমার ক্রোধের কিছু উপশম হইল। ভালমন্দ আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে বালিকা আমাকে নিষেধ করিয়াছিল। আমি ভাবিলাম,—ইহাদেব ভিতর কি গুপ্ত কথা আছে তাহা জানিয়া আমার প্রয়োজন কি? আমি ডাক্তার, ডাক্তারি করিতে আসিয়াছি, ডাক্তাবি করিয়া চলিয়া যাই।

এইরূপ ভাবিয়া আমি বলিলাম,—গুরুতর আঘাত লাগিযাছে বটে। সেটা—সেই বস্তুটা এখনও কি ইহার ভিতর আছে?

আমার প্রশ্নের মর্ম এই যে, গুলিটা বাহির হইয়া গিয়াছে, না এখনও স্কন্ধের ভিতর আছে?

বাবু উত্তর করিল,—পাথবের টুকরো ভিতরে নাই আমি নিজে তাহা বাহির করিয়া ফেলিয়াছি।

এই কথা বলিয়া বালিসের নীচে হইতে যুবক একটি গুলি বাহির করিয়া চুপি চুপি আমাকে দেখাইল।

বন্দুক অথবা পিস্তলের গুলি মানুষের গায়ে লাগিলে এত শোণিস্রাব হয় না। এত রক্ত কেন পড়িল, সেই কথা আমি ভাবিতেছিলাম। ক্ষতস্থানের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখিতে পাইলাম যে, তাহার একপার্শ্বে কাটা দাগ রহিয়াছে। পরীক্ষা

www.bengaliebook.com

করিয়া দেখিলাম যে গুলির আঘাত হইতে অধিক শোণিতপাত হয় নাই; সেই কর্ত্তিত স্থান হইতেই শোণিতধারা বহিতেছিল।

বাবুকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—এ কি? এ দাগ কোথা হইতে আসিল?

বাবু উত্তর করিল,—ঐ দ্রব্যটা (অর্থাৎ গুলিটা) আমার স্কন্ধের ভিতর রহিয়া গিয়াছিল, আমি আপনি ছুরি দিয়া কাটিয়া তাহাকে বাহির করিয়াছি। এই কথা বলিয়া বাবু হাসিয়া উঠিল। হাসি শেষ হইতে সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

নিজে ছুরি চালনা করিয়া, বাবু বড় অন্যায় কাজ করিয়াছিল। কারণ, সেই ছুরির আঘাত হইতে শোণিস্রাব হইতেছিল; গুলির আঘাত হইতে বড় নয়। ছুরি চালনার রক্তস্রাব হইতে বাবুর চাই কি মৃত্যু ঘটিতে পারিত।

www.bengaliebook.com

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ - বিপদের সম্ভাবনা আছে

যাই হউক, বাবুর মূর্ছায় আমার পক্ষে সুবিধা হইল। মূর্হিত অবস্থা না হইলে আমি ক্ষতস্থান ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে পারিতাম না, অন্ততঃ রোগীর বড় যাতনা হইত। সেই মূচ্ছিত অবস্থায় তাহাকে রাখিয়া, আমি রক্তবন্ধ করিলাম ও আহত স্থান ভাল করিয়া ড্রেস করিলাম। পকেট-কেস হতে ছোট একশিশি ব্র্যাণ্ডি ও চারি-পাঁচটি নিতান্ত প্রয়োজনীয় ঔষধ আমার ব্যাগের ভিতর থাকে। যখন আমি বিদেশে গমন করি, তখন এই ব্যাগটি সর্বদাই আমার কাছে বাখি। বাবুর মুখে একটু ব্রাণ্ডি দিয়া তাহার আমি চৈতন্য উৎপন্ন করিলাম।

বাবু চক্ষু উন্মীলিত করিয়া বলিল,-এ কি! আমি কোথায় আসিয়াছি? এ কাহাদের বাড়ী? কুসী! কুসী কোথায়?

এতক্ষণ ধরিয়া কুসী ঘরের কোণে দাঁড়াইয়া ছিল। বাবু যে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিল সে তাহার বিন্দুবিসর্গ জানিতে পার নাই। কুসী বলিয়া বাবু যাই ডাকিল, আর সে বিছানার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল।

কুসী বলিল,-কেন বাবু! আমাকে ডাকিলে কেন? তুমি কেমন আছ?

মৃদুস্বরে বাবু বলিল,-এখন আমার সব মনে পড়িতেছে। আমি বুঝিয়াছি, আমি অনেক ভাল আছি, কুসী!

আমি ভাল আছি এই কথা বলিবার সময় বাবু আমার মুখপানে চাহিল। চক্ষুপলকের সহায়তায় আমাকে যেন জিজ্ঞাসা করিল,সত্য সত্য কি আমি ভাল আছি? না কোন বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে?

www.bengaliebook.com

তাহার মনের ভাব বুঝিয়া আমি বলিলাম,—এ ঘা শীঘ্রই ভাল হইয়া যাইবে। ইহাতে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই! তবে দিনকত তোমাকে স্থিরভাবে শয়ন করিয়া থাকিতে হইবে।

দুইজনেই বালক-বালিকা,সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এ স্থানে তাহাদের যে কেহ আত্মীয়-স্বজন অথবা বন্ধু-বান্ধব নাই, বালিকার মুখে পূর্বেই তাহা আমি শুনিয়াছিলাম। বালিকার উপর আমার স্নেহ পড়িয়াছিল; তাহার অনুরোধে বাবুর প্রতিও আমার ভালবাসা হইয়াছিল। বাবুর স্কন্ধে আঘাতটি গুরুতর;—যদিও মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। যাহা হউক, ইহাদের আত্মীয়-স্বজনের নিকট সংবাদ প্রেরণ করা কর্তব্য। ইহারা প্রকৃত আমার দয়া ও স্নেহের পাত্র কি না, প্রথম তাহা আমাকে জানিতে হইবে।

এইরূপ মনে করিয়া আমি বাবুকে বলিলাম,-দেখ তোমাকে আমি একটা কথা বলি। তোমরা উভয়েই ভদ্রলোকের পুত্র-কন্যা বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। কিন্তু তোমরা যে অবস্থায় কাশীর বাহিরে এই বনের ভিতর একাকী রহিয়াছ, তাহা দেখিয়া আমার বড় সন্দেহ হইতেছে। ইহার ভিতর যদি কোন পাপ থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয় আমি তাহার প্রতিবিধান করিব। তোমাকে আমি হাসপাতালে পাঠাইয়া দিব। তারপর এই বালিকার পিতামাতার সন্ধান করিয়া তাহাদিগের নিকটে ইহাকে আমি পাঠাইয়া দিব।

www.bengaliebook.com

সপ্তম পরিচ্ছেদ - অভিভাবকের অভাব

আমার এই কথা শুনিয়া বালিকা মস্তক অবনত করিয়া ঈষৎ হাসিতে লাগিল। বাবু হো হো করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। তাহার সে হাসি আর থামে না। আমায় ভয় হইল, পুনরায় পাছে রক্তস্রাব আরম্ভ হয়। কিছু রাগত হইয়া আমি বলিলাম,–হাসি তামাসার কথা আমি কিছু বলি নাই। আমি তোমাদের পিতার বয়সের লোক, আমার কথায় এরূপ বিদ্রুপ করা তোমার উচিত নয়।

এই কথা বলিলাম বটে, কিন্তু কুসীর ভাব ও বাবুর হাসি দেখিয়া আমার নিশ্চয় প্রতীতি হইল যে, ইহাদের মধ্যে কোন প্রকার পাপ নাই।

বাবু আমাকে বলিল, মহাশয়! এইরূপ কথা উঠিবে বলিয়াই আমি সমস্ত দিন ডাক্তার আনিতে দিই নাই। যাই হউক, আমি সত্য সত্য আপনাকে বলিতেছি যে, কুসী আমার বিবাহিতা স্ত্রী। বাপ রে! আপনি যা মনে করিতেছেন, কুসী যদি তা হইত, তাহা হইলে এ প্রাণ কি আমি রাখিতে পারিতাম? আমার কুসী পাপিনী। এ কথা ভাবিতে গেলেও আমার বুক ফাটিয়া যায়। ভিতরের কথা এই যে, পিতার অমতে আমি কুসীকে বিবাহ করিয়াছি; অর্থাৎ কি না, আমার পিতা এ কথার বিন্দু বিসর্গ জানেন না। আমার পিতা বড় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তেজস্বী ব্যক্তি। তাঁহাকে না বলিয়া আমি এই কাজ করিয়াছি। তিনি জানিতে পারিলে বোধহয়, আমার বিশেষ ক্ষতি হইবে আমাদের অন্ততঃ। আমার নিবাস বঙ্গদেশে। আমি কলেজে অধ্যয়ন করি! তিনি হয়ত আমার খরচপত্র বন্ধ করিয়া দিবেন। তখন আমি কি করিব? সেইজন্য মনে করিয়াছি যে, এবার বি-এল, পরীক্ষা দিয়ে যখন দেশে যাইব, তখন পিতাকে সকল কথা বলিব। তখন পিতা বাড়ী হইতে দূর করিয়া দেন দিবেন। বি-এল পরীক্ষা দিতে পারিলে ওকালতী করিয়া কি অন্য কাজ করিয়া কোনমতে কুসীকে প্রতিপালন করিতে পারিব। এক্ষণে আপনাকে মিনতি করি যে, আর অধিক কথা আমাকে

জিজ্ঞাসা করিবেন না। কি করিয়া আমি আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাও জিজ্ঞাসার প্রয়োজন

নাই।

বাবুর এই সকল কথা শুনিয়া আমার সন্দেহ দূর হইল। কুসীকে একবার আমি বাহিরে যাইতে বললাম। কুসী অন্তরালে গমন করিলে, আমি বাবুকে পুনরায় বলিলাম,একে বিদেশ, তোমার এ স্থানে পরিচিত লোক কেহ নাই; তাহার উপর তুমি এইরূপ গুরুতর আহত হইয়াছ। যদিও সে ভয় নাই, তথাপি দৈবের কথা কিছুই বলিতে পারা যায় না। যদি কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটে, তাহা হইলে এই বালিকার গতি কি হইবে? এ অবস্থায় হয় তোমার অভিবাবদিগকে, না হয় বালিকার অভিভাবকদিগকে তারযোগে সংবাদ প্রেরণ করা কর্তব্য।

যুবক উত্তর করিল-আমার অভিভাবকবর্গকে সংবাদ দিতে পারি না। কেন পারি না, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। কুসীর অভিভাবক নাই; একমাত্র মেসোমহাশয় আছেন; তিনি শয্যাধরা পীড়িত। যদি আমার ভালমন্দ হয়, তাহা হইলে মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া একখানি টিকিট কিনিয়া, স্ত্রীলোকের গাড়ীতে কুসীকে বসাইয়া দিবেন। কুসী দেশে চলিয়া যাইবে। কোথাকার টিকিট কিনিতে হইবে, কুসী তখন আপনাকে বলিয়া দিবে। কিন্তু বিপদ ঘটিবার কোনরূপ সম্ভাবনা আছে কি?

আমি উত্তর করিলাম,–না, সে ভয় নাই, এরূপ আঘাতে কোন ভয়ের কারণ নাই। তাহার পর আমি বালিকাকে ডাকিয়া বলিলাম,-তোমার স্বামী পীড়িত, এ অবস্থায় তোমার একলা থাকা উচিত নয়; তোমার কাছে থাকে, এমন লোক এখানে কি কেহই নাই?

www.bengaliebook.com

বালিকা উত্তর করিল,–মালীর স্ত্রী আমার কাজকর্ম করে; কিন্তু সে রাত্রিতে থাকে। তাহার ছোট ছোট ছেলে-পিলে আছে; সন্ধ্যা হলেই সে চলিয়া যায়।

আমি বলিলাম,-আমার একজন বৃদ্ধ চাকর আছে। আমার নিকট সে অনেক দিন আছে; যদি বল ত তাহাকে আমি পাঠাইয়া দিই; কিন্তু পথ চিনিয়া সে আসিবে কি করিয়া, আমি তাই ভাবিতেছি।

বাবু বলিল,-রাত্রিতে এ স্থানে কেহ থাকে, তাহা কি নিতান্ত প্রয়োজন?

আমি উত্তর করিলাম,–নিতান্ত প্রয়োজন নয়, তবে এই অল্পবয়স্কা বালিকা একেলা থাকিবে, তাই বলিতেছি।

বাবু বলিল,-তবে কাজ নাই, কাহাকেও পাঠাইতে হইবে না।

www.bengaliebook.com

অষ্টম পরিচ্ছেদ - আমি ঘোর অপরাধী

আমি পুনরায় বলিলাম,–আর একটি কথা আছে; রাত্রিতে যাহাতে ভালরূপ তোমার নিদ্রা হয়, আমি সেই প্রকার কোনরূপ ঔষধ তোমাকে দিব। কারণ জুর যাহাতে না হয়, সে বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। আমার ব্যাগে সেরূপ ঔষধ নাই। কোন ডাক্তারখানায় গিয়া সে ঔষধ আনিতে হইবে। কে সে ঔষধ আনিবে? আমি নিজে না হয় ডাক্তারখানা হইতে ঔষধ লইলাম; কিন্তু কাহার দ্বারা পাঠাইয়া দিব? আমার চাকরকে দিয়া পাঠাইতে পারিতাম; কিন্তু সে পথ চিনিয়া আসিতে পারিবে না। আমরাও এখানে কেবল দুইদিন আসিয়াছি। আমার চাকর একে বৃদ্ধ, তাহাতে পথঘাট জানে না। এ রাত্রিকালে কিছুতেই সে এতদূর আসিতে পারিবে না।

এই কথা শুনিয়া কুসী বলিল,–আপনার সঙ্গে আমি না হয় যাই।

বাবু বলিল,–তা কি কখন হয়? এত রাত্রিতে পুনরায় তোমাকে আমি ততদুর পাঠাইতে পারি না। প্রাণের আশঙ্কা হইয়াছিল, তাই একবার পাঠাইয়া ছিলাম! কাশী স্থান! এ রাত্রিতে আবার তোমাকে পাঠাইতে পারি না।।

কুসী আমার পানে চাহিল। তাহার সেই অদ্ভুত নয়নযুগল ছলছল করিয়া আসিল। যেন যত দোষ আমার, এইভাবে কুসী আমাকে বলিল,–ঔষধ না খাইলে বাবুর যদি নিদ্রা না হয়। যদি জ্বর আসে, তাহা হইলে কি হইবে?

কথাগুলিতে যেন আমার প্রতি ভৎসনার ভাব মিশ্রিত ছিল। কিন্তু কুসী যাহা বলে, তাহাই মিষ্ট। কুসীর উপর রাগ করিবার যো নাই। ক্ষুধায় আমি প্রপীড়িত হইয়াছিলাম, রাত্রি অধিক হইয়াছিল। এক ক্রোশের অধিক পথ চলিয়া আমি শ্রান্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু কুসীর কাঁদ কাঁদ মুখ ও ছল্‌ছল্‌ চক্ষু দেখিয়া সে সব আমি ভুলিয়া যাইলাম। আমি বলিলাম,–আচ্ছা, তবে আমিই না হয় আর

একবার আসিব। ডাক্তারখানা হইতে ঔষধ লইয়া, আমি নিজেই পুনরায় আসিব।।

বাবু বলিল,–তা কি কখন হয়! অনুগ্রহ করিয়া আপনি যে একবার আসিলেন, তাহাই যথেষ্ট। পুনরায় আপনাকে আমি কষ্ট দিতে পারি না।

কুসী বলিল,–ঔষধ না আনিলে চলিবে কেন? যদি তোমার জ্বর হয়, তখন কি হইবে?

কুসীর সকলতাতেই আব্দার। তাহার বাবুর অসুখ!–পৃথিবীশুদ্ধ লোকের বাবুর জন্য পরিশ্রম করা উচিত, কুসীর ইচ্ছা এইরূপ। যাহা হউক, ঔষধ লইয়া আমাকে পুনরায় আসিতে হইবে তাহাই স্থির হইল।

আসিবার সময় বাবু আমার হাতে একখানি কুড়ি টাকার নোট পুঁজিয়া দিল। বাবু বলিল–এই রাত্রিতে আপনাকে বড় কষ্ট দিয়াছি। যাহা দিলাম তাহা আপনার উপযুক্ত নহে। কিন্তু অধিক টাকা আমার সঙ্গে নাই, অনুগ্রহ করিয়া ইহাকে গ্রহণ করুন।

আমি টাকা লইলাম না। আমি বলিলাম,–ব্রহ্মদেশে আমি কর্ম করি। সেই স্থানের আমি সরকারী ডাক্তার। সেস্থানে লোকের বাটী গিয়া ভিজিট গ্রহণ করি সত্য; কিন্তু এ স্থানে আমি টাকা লইব না। ছুটি লইয়া আমি দেশে আসিয়াছিলাম। কার্যোপলক্ষ্যে অল্পদিনের নিমিত্ত কাশী আসিয়াছি। এ স্থানে ডাক্তারী করিতে আমি আসি নাই। এ বালিকার অনুরোধে তোমাকে আমি দেখিতে আসিলাম। আমাকে টাকা দিতে হইবে না। তবে দুইদিন পরে আমি দেশে প্রতিগমন করিব। রামকমল ডাক্তারকে তোমার কথা বলিয়া যাইব। তাহাকে বোধ হয়, টাকা দিতে হইবে।

www.bengaliebook.com

এই কথা বলিয়া আমি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। টাকা লইলাম না বটে; কিন্তু বাবু যে ধনবান্ লোকের পুত্র, তাহা বুঝিতে পারিলাম। সামান্য লোকে একেবারে কুড়ি টাকা বাহির করিয়া দিতে পারে না। যতক্ষণ কুসীর নিকট ছিলাম, ততক্ষণ আমার মন ঠিক যেন কাদার ন্যায় কোমল ছিল। সেই মন লইয়া কুসী যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছিল। কুসী যাহা আজ্ঞা, করিতেছিল, তাহাই আমি স্বীকার করিতেছিলাম। কিন্তু যাই বাহিরে আসিলাম, আর আমার অন্তঃকরণ কঠিন ভাব ধারণ করিল। ক্ষুধায় পেট জুলিয়া উলি। শ্রন্তিজনিত দুর্বলতা অনুভব করিতে লাগিলাম। মনে মনে করিলাম,কি পাগল আমি যে, এই রাত্রিতে পুনরায় এতদূর আসিতে অঙ্গীকার করিয়া বসিলাম।।

যাহা হউক, যখন অঙ্গীকার করিয়াছি, তখন তাহা করিতেই হইবে। পথে ডাক্তারখানা হইতে যথা প্রয়োজন ঔষধ লইলাম। তাহার পর আমার বাসায় আসিয়া আহার করিলাম। আহার করিয়া পুনরায় সেই একক্রোশ পথ গিয়া ঔষধ দিয়া আসিলাম। সে রাত্রিতে আর ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম না। দ্বারে কুসীকে ডাকিয়া তাহার হস্তে ঔষধ দিয়া চলিয়া আসিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে পুনরায় সেই বাগানে যাইলাম। রাত্রিতে বাবু নিদ্রা গিয়াছিল। তাহার জ্বর হয় নাই। যুবকাল। বাবু যে সত্বর আরোগ্যলাভ করিতে পারিবে সম্পূর্ণ সেই সম্ভাবনা হইল।

আমি আর দুইদিন কাশীতে রহিলাম। বাবু উঠিয়া বসিতে সমর্থ হইল। যাহা হউক, তবুও আমি রামকমল ডাক্তার মহাশয়কে বাবুর জন্য অনেক করিয়া বলিয়া আসিলাম।

বিদায় হইবার সময় বাবু আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। কুসী আমার জন্য কাঁদিতে লাগিল। আমি বলিলাম,–কুসী! তোমাকে প্রথম দেখিয়াই আমার মনে এক অপূর্ব স্নেহের উদয় হইয়াছিল। সেই অবধি তোমাকে আমি ঠিক

আমার কন্যার মত স্নেহ করি। লোকের সহিত কত কি পাতায়, আমি তোমাকে মেয়ে বলিয়া জানিব, তুমি আমাকে পিতা বলিয়া জানিও। কিন্তু দুঃখেব বিষয় এই যে, জীবনে আর বোধ হয় তোমাদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে না।।

কুসী উত্তর করিল,—আপনি মহাত্মা লোক। আমি আমার নিজের পিতাকে জানি না, তাহাকে কখনও দেখি নাই। আমার বড় ভাগ্য যে, আজ আমি পিতা পাইলাম।

এই কথা বলিয়া কুসী চক্ষু মুছিতে লাগিল। তাহার পর নিতান্ত উৎসুক নেত্রে সে বাবুর পানে চাহিল। আমাকে তাহাদের নাম-ধাম প্রকাশ করিয়া বলে, কুসীর সেইরূপ ইচ্ছ। কিন্তু বাবু তাহাকে নিষেধ করিল। বাবু বলিল,-কুসী! তাড়াতাড়ি করিও না। একটু অপেক্ষা কর। এখন পরিচয় দিয়া লাভ কি? তাহার পর আমার দিকে দৃষ্টি করিয়া বাবু পুনরায় বলিল,-ভগবান যদি দিন দেন, তাহা হইলে আপনাকে শীঘ্রই পত্র লিখিব। মহাশয়ের নাম ও ঠিকানা আমি আমার পুস্তকে লিখিয়া লইতেছি।

আমি বলিলাম,আমার নাম যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী। লোকে আমাকে যাদব ডাক্তার বলিয়া জানে। ব্রহ্মদেশে যে স্থানে আমি কর্ম করিতাম, সেই ঠিকানা আমি বাবুকে বলিলাম। বাবু আপনার পুস্তকে তাহা লিখিয়া লইল।

এইরূপে কুসী ও বাবুর নিকট বিদায় লইয়া আমি চলিয়া আসিলাম। বাঙ্গালা ১৩০২ সালের পূজার সময় কাশীতে কুসী ও বাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়।

www.bengaliebook.com

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ – রসময় রায়

সেইদিন আমি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলাম। তাহার পর ছুটি ফুরাইলে আমি পুনরায় ব্রহ্মদেশে যাইলাম। প্রথম প্রথম কুসী ও বাবুকে সর্বদাই মনে হইত। বাবু আমাকে চিঠি লিখিবে বলিয়াছিল। কিন্তু তাহার নিকট হইতে চিঠিপত্র কিছুই পাইলাম না। তাহার নাম-ধাম ঠিকানা আমাকে বলে নাই। আমি যে কোন অনুসন্ধান করিব, সে উপায়ও ছিল না; সুতরাং যত দিন গত হইতে লাগিল, ততই তাহারা আমার স্মৃতিপথ হইতে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। অবশেষে আমি তাহাদিগকে একেবারেই ভুলিয়া যাইলাম। কুসী ও বাবু বলিয়া পৃথিবীতে যে কেউ আছে, তাহা আর আমার মনে বড় হইত না।

দুই বৎসর কাটিয়া গেল। ১৩০৩ সালে আমি সরকারী কর্ম পরিত্যাগ করিলাম। পেনসন লইয়া কিছুদিন দেশে আসিয়া স্বগ্রামে বাস করিলাম। কিন্তু চিরকাল বিদেশে থাকা আমার ভাল লাগিল না। তার পর ম্যালেরিয়া জ্বরের উপদ্রবেও বিলক্ষণ উৎপীড়িত হইলাম। সেজন্য ১৩০৪ সালের শীতকাল আমি বায়ু পরিবর্তন ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের নানা স্থান দর্শন করিবার নিমিত্ত ঘর হইতে বাহির হইলাম। এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, আগ্রা, দিনী, অমৃতসর প্রভৃতি নানা স্থান হইয়া অবশেষে লাহোরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। লাহোরে আসিয়া খাইবার প্রভৃতি সীমান্তের গিরিসঙ্কট দেখিতে আমার বড়ই সাধ হইল। কিন্তু দুরন্ত পাঠানদিগের গল্প শুনিয়া সে বাসনা আমাকে পরিত্যাগ করিতে হইল। গ্রীষ্মকাল পড়িলেই কাশ্মীর যাইব। এইরূপ মানস করিলাম।

চৈত্র মাসের প্রথমে একদিন আমি লাহোরের পথে বেড়াইতেছি, এমন সময় রসময়বাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। অনেক দিন ব্রহ্মদেশে আমরা

www.bengaliebook.com

একসঙ্গে একস্থানে ছিলাম। তাহার সহিত আমার বিশেষ বন্ধুতা ছিল না, কারণ, তাহার প্রকৃতি একরূপ, আমার প্রকৃতি অন্যরূপ। তবে বিদেশে একসঙ্গে অল্পসংখ্যক বাঙ্গালী থাকিলে পরস্পর অনেকটা ঘনিষ্ঠতা হয়। ব্রহ্মদেশে থাকিতে রসময়বাবুর সহিত আমার সেইরূপ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। অবশ্য একথা বলা বাহুল্য যে, তাহার নাম প্রকৃত রসময় নহে। এই গল্পে যে, সমুদয় নামের উল্লেখ হইতেছে তাহা প্রকৃত নহে। কারণ, অন্ততঃ দুইটি সংসারের কথা ইহাতে রহিয়া কত নাম দিয়া লোকের সংসারের কথা সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করা উচিত নহে।

দুর হইতে রসময়বাবু আমাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া আমার হাত ধরিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, রসময়বাবু। আপনি এখানে কি করিয়া আসিলেন?

রসময়বাবু-উত্তর করিল,-কেন? আপনি শুনেন নাই? আমি পাঞ্জাবে বদলি হইয়াছি। প্রথম একটি বড় ছাউনিতে আমাদের অফিস ছিল। এক্ষণে সীমান্তে সামান্য একটি স্থানে আছি। কিন্তু যাদববাবু! আপনি এ স্থানে কি করিয়া আসিলেন?

আমি বলিলাম,-পেনসন লইয়া আপনাদের নিকট হইতে চলিয়া আসিলাম। তাহার পর দিনকতক দেশে রহিলাম। ম্যালেরিয়া জ্বরে বড়ই ভুগিতেছিলাম, সেইজন্য পশ্চিম বেড়াইতে আসিয়াছি।

রসময়বাবু পুনরায় বলিলেন,-আর শুনিয়াছেন? না,—বলিলে আপনি উপহাস করিবেন, আপনাকে সে কথা বলিব না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,-কি কথা? উপহাস করিবার কি কথা আছে?

www.bengaliebook.com

রসময়বাবু উত্তর করিলে,—আমি পুনরায় বিবাহ করিয়াছি। এই বয়সে পুনরায় বিবাহ করিয়াছি।

আমি বলিলাম,–তবে বর্মাণীকে ভুলিয়া গিয়াছেন? তাহার শোকে সেদিন যে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিলেন?

www.bengaliebook.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ – এত বড় কন্যা

ব্রহ্মদেশে থাকিতে রসময়বাবুর স্ত্রী-পুত্র-পরিবার ছিল না। বহুদিন পূর্বে তাহার স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছিল। ব্রহ্মদেশে একজন স্ত্রীলোক লইয়া সে স্থানে তিনি ঘরসংসার করিয়াছিলেন। রসময়বাবুর আর একটি দোষ ছিল। অতিরিক্ত পান দোষটাও তাঁহার ছিল। সেইজন্য পূর্বেই বলিয়াছি যে আমার সহিত তাহার বিশেষ মিত্রতা ছিল না। তাহার স্বভাব একরূপ, আমার স্বভাব অন্যরূপ! ব্রহ্মদেশে থাকিতে পুনরায় বিবাহ করিবার নিমিত্ত দুইএকবার তাঁহাকে আমরা অনুরোধ করিয়াছিলাম; কিন্তু বর্মাণী তাঁহার সংসারে সদাচারে থাকিয়া একপ্রকার স্ত্রীর ন্যায় ঘরকন্না করিতেছিল। পাছে তাহার প্রতি নিষ্ঠুরতা হয়, সেজন্য রসময়বাবুকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি নাই। আর জোর করিয়া বলিলেই বা তিনি আমাদের কথা শুনিবেন কেন? আমি পেনসন লইয়া ব্রহ্মদেশ হইতে চলিয়া আসিবার অল্পদিন পূর্বে বর্মাণীর মৃত্যু হয়। সেই শোকে রসময়বাবু ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিলেন।

রসময়বাবু বলিলেন,–সত্য বটে, বর্মাণীর শোকে আমি ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিলাম। পুনরায় বিবাহ করিবার কারণও তাই। মন আমার যেন সর্বদাই উদাস থাকিত। সংসারে আমার কেহ নাই, সর্বদাই যেন সেইরূপ বোধ হইত। পরিবার বিয়োগ হইলে লোকে যে বলে, গৃহ-শূণ্য হইয়াছে, সে সত্য কথা। গৃহ-শূণ্য হওয়ার ভোগও আমি একবার ভুগিয়াছি। আমার শরীরটা কিছু মায়াবী। সহজেই আমি কাতর হইয়া পড়ি। আমার প্রথম পত্নীর যখন বিয়োগ হয়, তখনও আমি পাগলের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছিলাম।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,–কবে সে ঘটনা ঘটিয়াছিল?

রসময়বাবু উত্তর করিলেন,–সে অনেক দিনের কথা। তখন আপনার সহিত আমার আলাপ হয় নাই। সেই পরিবারের শোকে আমি দেশত্যাগী হই।

নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে ব্রহ্মদেশে গিয়া উপস্থিত হই। কমিসেরি বিভাগে ভাল কর্ম মিলিল, সেজন্য সেই স্থানেই রহিয়া যাইলাম। আপনি এখন এ স্থানে কিছুদিন থাকিবেন?

আমি উত্তর করিলাম,না শীঘ্রই কাশ্মীরে যাইব বলিয়া মানস করিতেছি। সীমান্তের কথা খবরের কাগজে অনেক পড়িয়াছি। সেই সীমান্ত কিরূপ, তাহা দেখিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সে দিকে কাহাকেও আমি জানি না। পাঠানদের উপদ্রবের কথা শুনিয়া অপরিচিত স্থানে একেলা যাইতেও সাহস করি না। সেজন্য কাশ্মীর যাইব মনে করিতেছি।

রসময়বাবু বলিলেন,–তার ভাবনা কি? আমি উজিরগড়ে থাকি। সে স্থান একেবারে সীমান্তে। আমাদের পল্টন এখন সেই স্থানে রহিয়াছে গুিজিরগড় ছোট একটি ছাউনি চৌকি বলিলেও চলে। সে স্থানে বাঙ্গালী অধিক নাই, আমরা কেবল আটজন সেখানে আছি। আপনাকে অতি আদরে রাখিব। দেখিবার যাহা কিছু আছে তাহা দেখাইব। আমি বিবাহ করিতে কলিকাতা গিয়াছিলাম। নববিবাহিতা স্ত্রী লইয়া উজিরগড়ে প্রত্যাগমন করিতেছি! আপনি আমার বাসায় থাকিবেন। কি বলেন? উজিরগড়ে যাইবেন তো?

আমি উত্তর করিলাম,–আচ্ছা, যাইব। কিন্তু কাশ্মীর দেখিতে আমার মন হইয়াছে। কাশ্মীর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া আপনার নিকটে যাইব।

রসময়বাবু বলিলেন,-১৫ই বৈশাখের পূর্বে যদি আমার নিকট গমন করেন তাহা হইলে আমার বড় উপকার হয়। সেইদিন আমার কন্যার বিবাহ হইবে। আপনারা পাঁচজনে দাঁড়াইয়া থাকিলে সেই কাজ সুচারুরূপে নির্বাহিত হইবে।

www.bengaliebook.com

আমি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার কন্যা? আপনার আবার কন্যা কোথা হইতে আসিল? সগর্ভা সপুত্রা সকন্যা স্ত্রী বিবাহ করিয়া আনিলেন না কি?

রসময়বাবু একটু হাসিয়া উত্তর করিলেন,—তা নয়। এ আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর কন্যা।

আমি বলিলাম, আপনার প্রথম পক্ষের স্ত্রী তো বহুকাল গত হইয়াছে। বর্ষায় তেরচৌদ্দ বৎসর আমরা একত্রে ছিলাম। আপনি এই বলিবেন, তাহার পূর্বে আপনার স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছিল। এত বড় অবিবাহিতা কন্যা আছে? ব্রহ্মদেশে থাকিতে আপনার এ কন্যার কথা কখনও শুনি নাই।

রসময়বাবু উত্তর করিলেন,—সে সকল কথা আমি আপনাকে পরে বলিব। কন্যা বড় হইয়াছে সত্য। এদেশে একটি ভাল পাত্র স্থির করিয়াছি। বিবাহ করিতে তিনি দেশে যাইতে পারিবেন না। তাই আমি কন্যা আনিতে গিয়াছিলাম। দেশে সেইজন্যই আমি গিয়াছিলাম। নিজে বিবাহ করিব বলিয়া যাই নাই। কিন্তু দেশে উপস্থিত হইয়া একটি বড় পাত্রী মিলিয়া গেল। আমার মন উদাসী ছিল। আমি নিজেও বিবাহ করিলাম। বিদেশে বিবাহ দিবার নিমিত্ত কেবল কন্যাকে ঘাড়ে করিয়া আনা ভাল দেখায় না, সেই কারণে নববিবাহিতা স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া আনিলাম। তবে কেমন? বৈশাখ মাসের প্রথমে আপনি উজিরগড়ে যাইবেন তো?

আমি বলিলাম,—যাইতে খুব চেষ্টা করিব।

www.bengaliebook.com

তৃতীয় পরিচ্ছেদ - রসময়ের অনুতাপ

এইরূপ কথাবার্তার পর রসময়বাবু প্রস্থান করিলেন। চৈত্র মাসের প্রথমে লাহোরে রসময়বাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। দুই-চারি দিন পরে আমি কাশ্মীর গমন করিলাম। কাশ্মীরে পর্বত, হ্রদ, বন, উপবনের সৌন্দর্য দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইলাম। বৈশাখ মাসের প্রথমে কাশ্মীর হইতে প্রত্যাগমন করিলাম, ৫ই বৈশাখ উজিরগড়ে গিয়া উপস্থিত হইলাম। অতি সমাদরে রসময়বাবু আমাকে তাহার বাসায় স্থান দিলেন। ১৫ই বৈশাখ রসময়বাবুর কন্যার বিবাহ হইবে। আমি যখন উজিরগড়ে গিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন বিবাহের আয়োজন হইতেছিল।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা রসময়বাবু আমাকে বলিলেন,–আপনি এ স্থানে আসায় আমার আর একটি উপকার হইয়াছে। দুই-চারি দিন বিশ্রাম করিয়া আপনার পথশ্রান্তি দূর হইলে, আমার কন্যাকে একবার দেখিতে হইবে। কন্যার ভাবগতিক আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। তাহার শরীরে কোনরূপ পীড়া আছে বলিয়া বোধ হয়। মুখ মলিন, শরীর রুগ্ন ও কৃশ। তাহার পর কোনরূপ বায়ুর ছিট আছে কি না, তাহাও জানি না; মুখে তাহার কথা নাই, সর্বদাই ঘাড় হেঁট করিয়া থাকে, সর্বদাই যেন ঘোর চিন্তায় মগ্ন। ইহার পূর্বে আমি আমার কন্যাকে কখন দেখি নাই।।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,–আপনার কন্যা এতদিন কোথায় ছিল?

রসময়বাবু উত্তর করিলেন,–আপনারা সকলেই জানেন যে, আমি নিতান্ত সাধু ছিলাম না। এই ন্যার প্রতি আমি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছি সেজন্য এখন আমার বড়ই অনুতাপ হয়। নিজের দোষ স্বীকার করাই ভাল, একঝুড়ি মিথ্যা কথা বলিয়া তাহা আর গোপন করা উচিত নয়।

www.bengaliebook.com

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,–কন্যার প্রতি আপনি কি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলেন?

রসময়বাবু উত্তর করিলেন,–এই কন্যা যখন ছয় দিনের, তখন আমার স্ত্রী সুতিকাগারে পরলোকপ্রাপ্ত হয়। শোকে আমি অধীর হইয়া পড়িলাম। আমার এক আত্মীয় ও তাহার স্ত্রী নিঃসন্তান ছিলেন। নব-প্রসূতা শিশুকে তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া আমি দেশ হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে ব্রহ্মদেশে গিয়া উপস্থিত হইলাম। কন্যার প্রতিপালনের নিমিত্ত প্রথম প্রথম তাহাদিগের নিকট কিছু খরচ পাঠাইতাম। তাহার পর বন্ধ করিয়া দিলাম।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার সে আত্মীয় কি সঙ্গতিপয় লোক?

রসময়বাবু উত্তর করিলেন, কিছুমাত্র নয়। সামান্য একটু চাকরী করিয়া তিনি দিনযাপন করিতেন। যখন কন্যা বিবাহযোগ্যা হইল, তখন তিনি আমাকে বার বার পত্র লিখিলেন। আমি পত্রের উত্তর দিলায় না। বিবাহের নিমিত্ত একটি টাকাও প্রেরণ করিলাম না। তিনি গরীব, টাকা কোথায় পাইবেন যে, আমার কন্যার বিবাহ দিবেন। শেষকালটায় তিনি রোগগ্রস্ত হইয়া অনেকদিন শয্যাশায়ী হইয়াছিলেন। এইসব কারণে আমার কন্যা বড় হইয়া পড়িয়াছে; আজ পর্যন্ত তাহার বিবাহ হয় নাই। তাহার পর আমার সেই আত্মীয়ের পরলোক হয়। তাহার স্ত্রী আমার কন্যাটিকে লইয়া একেবারে নিঃসহায় হইয়া পড়েন। তিনি পুনরায় আমাকে পত্র লিখিলেন সেই সময় বর্মাণীর মৃত্যু হইয়াছিল। আমার চক্ষু উন্মুক্ত হইয়াছিল। আমি খরচপত্র পাঠাইয়া দিলাম ও একটি সুপাত্র অনুসন্ধান করিতে আমার সেই আত্মীয়কে লিখিলাম। কিন্তু ভালরূপ পাত্রের সন্ধাহইল না। এই সময়ে আমি পাঞ্জাবে বদলি হলাম। মনে করিয়াছিলাম যে, এ স্থানে আসিবার সময় কলিকাতায় দিনকত থাকিব। সেই স্থানে থাকিয়া, ভাল একটি পাত্রের অনুসন্ধান করিয়া, কন্যার বিবাহ দিয়া তবে

www.bengaliebook.com

পাঞ্জাবে আসিব। কিন্তু কলিকাতায় কিছুদিন অবস্থিতি করিবার নিমিত্ত ছুটি পাইলাম না। বরাবর আমাকে পঞ্জাবে আসিতে হইল। প্রথম একটি বড় ছাউনিতে আমাদের অফিস হইয়াছিল। সেই স্থানে দিগম্বরবাবুর সহিত আমার আলাপ হয়।

www.bengaliebook.com

চতুর্থ পরিচ্ছেদ - কন্যা আমার সুখে থাকিবে

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,-দিগম্বরবাবু কে? রসময়বাবু উত্তর করিলেন,-দিগম্বরবাবু কে? কেন, ফোক্‌লা দিগম্বর। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,-ফোক্‌লা দিগম্বর কে?

রসময়বাবু কিছু বিস্মিত হইয়া উত্তর করিলেন,-ফোক্‌লা দিগম্বর কে? ফোক্‌লা দিগম্বরের নাম শুনেন নাই? তাহার যে অনেক টাকা। এ অঞ্চলে সকলেই যে তাহাকে

জানে।

আমি বলিলাম,-না, আমি কখনও ফোক্‌লা দিগম্বরের নাম শুনি নাই। তিনি কে?

রসময়বাবু উত্তর করিলেন,-দিগম্বরবাবু আমার হবু জামাতা। তিনিও কমিসেরি বিভাগে কর্ম করেন। কিছুদিন পূর্বে এলাহাবাদ কি আগ্রা হইতে পঞ্জাবে আসিয়াছেন। বিলক্ষণ সঙ্গতি করিয়াছেন। আমি যখন পাঞ্জাবে আগমন করি, সেই সময় তাহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,-দিগম্বরবাবু সুপাত্র?

রসময়বাবু উত্তর করিলেন,-দেখিতে তিনি সুপুরুষ নহেন, বয়সও হইয়াছে, তবে সঙ্গ তিশম লোক। কন্যা আমার সুখে থাকিবে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,-আর-পক্ষের তাহার পুত্রাদি আছে?

www.bengaliebook.com

রসময়বাবু বলিলেন,–আছে। পুত্র-কন্যা কেন, শুনিয়াছি, পৌত্র-দৌহিত্রও আছে। পাছে এ বিবাহে তাহারা আপত্তি করে, সেইজন্য দিগম্বরবাবু দেশে গিয়া বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। সেইজন্য আমাকেও এই স্থানে কন্যার বিবাহ দিতে হইল।

আমি বলিলাম,–এরূপ পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া কি উচিত হয়?

রসময়বাবু বলিলেন,–কি করি! সেদিন হিসাব করিয়া দেখিলাম যে আমার কন্যার বয়ঃক্রম বোল বৎসর হইয়া থাকিবে। দেশে আমার এমন কোন অভিভাবক নাই যে, তাঁহাকে ভাল পাত্রের অনুসন্ধান করিতে বলি। চাকরী ছাড়িয়া আমি নিজেও যাইতে পারি না। তাহা ভিন্ন ভাল পাত্রের সহিত বিবাহ দিতে অনেক টাকার প্রয়োজন। সে টাকা আমার নাই। দিগম্বরবাবু বৃদ্ধই হউন আর যাহাই হউন, কন্যার বিবাহ না দিয়া আর আমি রাখিতে পারি না।।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,–দিগম্বরবাবুর বয়স কত হইবে?

রসময়বাবু উত্তর করিলেন,–তা ঠিক বলিতে পারি না। ষাট হইয়াছে কি হয় নাই।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,–তাঁহার দাঁত নাই সেইজন্য লোকে তাহাকে ফোক্‌লা দিগম্বর বলে?

রসময়বাবু উত্তর করিলেন,–কেবল তা নয়। তাহার দন্তহীন মাড়ি কৃষ্ণবর্ণ ও কিছু উচ্চ। অল্পবয়স্ক যুবকের মত দেখাইবে বলিয়া সর্বদা তিনি হাস্য-পরিহাস করিয়া থাকেন। সেইসময় মাড়ি দুইটি বাহির হইয়া পড়ে। সেইজন্য লোক তাঁহাকে ফোল্লা দিগম্বর বলে। কিন্তু তাঁহার অনেক টাকা আছে। কন্যা আমার সুখে থাকিবে। আমি আর কি বলিব! আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

www.bengaliebook.com

পঞ্চম পরিচ্ছেদ - আমার স্মরণ হইল

দিগম্বরবাবু বৃদ্ধই হউন আর যুবাই হউন, তাহার প্রাণে যে সখ আছে, পরদিন তাহা আমি জানিতে পারিলাম। কারণ, প্রাণে সখ না থাকিলে, কেহ আর হবু স্ত্রীর ফটোগ্রাফ দর্শন করিতে ইচ্ছা করে না। এ পর্যন্ত তিনি রসময়বাবুর কন্যাকে দেখেন নাই। কন্যা না দেখিয়াই সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। মনে করিলেই এ স্থানে আসিয়া অনায়াসে কন্যা দেখিয়া যাইতে পারিতেন; কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই।।

রসময়বাবু কন্যা আনিতে যখন দেশে গিয়াছিলেন, তখন কন্যার ফটোগ্রাফ লইবার নিমিত্ত তিনি অনুরোধ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় সেই ফটোগ্রাফ গৃহীত হইয়াছিল। আজ ডাকে সেই ফটোগ্রাফ আসিয়া উপস্থিত হইল পুলিন্দাটি খুলিয়া সেই ছবি সকলে দেখিতে লাগিলেন। তাহাতে রসময়বাবুর নিজের তাহার নববিবাহিতা পত্নীর ও কন্যার ছবি এ স্থানে রসময়বাবুর সংসারে অভিভাবকস্বরূপ একজন বয়স্কা বিধবা স্ত্রীলোক ছিলেন। তিনি কে, তখন তাহা আমি জানিতে পারি নাই। তাহার ফটোগ্রাফ ছিল না। এক-একজনের ছয় ছয়খানি করিয়া ছবি ছিল। একখানি ছবি আমার হাতে দিয়া রসময়বাবু বলিলেন,-ইহা আমার কন্যার ছবি। কেমন, আমার কন্যা সুন্দরী নয়?

ছবিখানি হাতে লইয়া আমি চমকিত হইলাম। যাহার ছবি, তাহাকে যেন কোথায় দেখিয়াছি, এইরূপ আমার মনে হইল। কিন্তু কবে কোথায় দেখিয়াছি, তাহা আমি স্মরণ করিতে পারিলাম না। চিন্তা করিয়া স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় রসময়বাবু পুনরায় বলিলেন,-চুপ করিয়া রহিলেন যে? কন্যা আমার সুন্দরী নহে?

www.bengaliebook.com

আমি বলিলাম,–সুন্দরী। চমৎকার রূপবতী কন্যা। ছবিখানি তুলিয়াছেও ভাল। কিন্তু বাম গালের এই স্থানে একটু যেন মুছিয়া গিয়াছে। আর একখানি দেখি?

রসময়বাবু কন্যার আর পাঁচখানি ছবি আমার হাতে দিলেন একে একে সকল গুলিরই বাম গালের এক স্থানে সেই মোছা দাগটি দেখিতে পাইলাম। তখন রসময়বাবু হাসিয়া বলিলেন,–বাম গালে এ স্থানটা মুছিয়া যায় নাই আমার কন্যার এই স্থানে ক্ষুদ্র একটি আঁচিল আছে, ইহা তার দাগ।

যাহার এ ফটোগ্রাফ, তাহাকে কোথায় যে দেখিয়াছি তবুও আমার মনে হইল না। সকলের দেখা হইলে রসময়বাবু দুইখানি ছবি সেই দিনের ডাকেই দিগম্বরবাবুর নিকট প্রেরণ করিলেন। তাহার পরদিন রসময়বাবু পরিবারবর্গ নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। বেলা প্রায় এগারটা বাজিয়া গিয়াছিল। রসময়বাবু আফিসে গিয়াছিলেন। বাহিরের ঘরে আমি একাকী বসিয়া আছি, এমন সময় রসময়বাবুর পরিবারবর্গ যে এক্কাতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন, সেই এক্কা ফিরিয়া আসিল। রসময়বাবুর বাসার সম্মুখে সামান্য একটু বাগানের মত ছিল। বাগানের পর বাড়ী। প্রথম বৈঠকখানা, তাহার পশ্চাতে অন্দরমহলে যাইবার নিমিত্ত বাগানের ভিতর বৈঠকখানার পার্শ্বে একটি খিড়কি দ্বার ছিল। এক্কা সেই খিড়কির দ্বারে গিয়া লাগিল। এক্কা হইতে নামিয়া স্ত্রীলোকেরা একে একে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। স্ত্রীলোকেরা সকলেই এতক্ষণে বাটীর ভিতর গিয়া থাকিবে, এই মনে করিয়া, আমি বৈঠকখানার বারান্দায় দাঁড়াইলাম। এক্কা চলিয়া যায় নাই। বৈঠকখানার বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেই এক্কা, তাহার গেড়াও ভীমসদৃশ দেহবিশিষ্ট সেই এক্কাওয়ালাকে দেখিতে লাগিলাম। এমন সময় সেই খিড়কি দ্বারের নিকট বাটীর ভিতর হইতে কে বলিল,–ও কুসুম! একার উপর ভিজা গামছাখানা পড়িয়া আছে। নিয়ে এস তো মা?

www.bengaliebook.com

রসময়বাবুর পরিবারের মধ্যে যে অভিভাবক স্বরূপ একজন বয়স্কা বিধবা স্ত্রীলোক আছেন, এ কণ্ঠস্বর তাহার। তিনি রসময়বাবুর ভগিনী কি কে, এখন পর্যন্ত তাহা আমি জানিতে পারি নাই।

তাহার সেই কথা শুনিয়া একটি যুবতী স্ত্রীলোক বাটীর ভিতর হইতে ধীরে ধীরে ঘাড় হেঁট করিয়া বাহির হইল। এক্কার পর্দা তুলিয়া তাহার ভিতর হইতে গামছাখানি লইয়া পুনরায় সেইরূপ ঘাড় হেঁট করিয়া বাটীর ভিতর সে চলিয়া গেল। গামছা লইয়া যাইতে এক মিনিট কালও অতিবাহিত হয় নাই। কিন্তু তাহার ঘোমটা ছিল না, মাথায় কাপড় পর্যন্ত ছিল না। মাথা হেঁট করিয়া ছিল বটে, তথাপি আমি তাহার মুখ দেখিতে পাইলাম। তাহার মুখ দেখিয়া আমার আঁৎ করিয়া পূর্বকথা সমুদয় স্মরণ হইল।

www.bengaliebook.com

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ -কাশীর কুসী বটে

এইমাত্র আমি যাহাকে দেখিলাম, সে কুসী ভিন্ন আর কেহ নয়। সেদিন যাহার ছবি দেখিয়াছিলাম, সে-ও কুসী ব্যতীত আর কেহ নয়। সেই মুখ, সেই বাম গালে আঁচিল।

কুসী বটে, কিন্তু সে কুসী আর নাই! কেবল তিন বৎসর পূর্বে তাহাকে আমি দেখিয়াছিলাম। ইহার মধ্যেই সে বিশ্রী হইয়া গিয়াছে। সে পুরন্ত গাল তাহার নাই। রক্তিমআভা-সম্বলিত সে বর্ণ এখন নাই। চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, চক্ষের কোলে কালি মাড়িয়া দিয়াছে। সঙ্কটাপন্ন পীড়া হইলে লোক যেরূপ হয়, কুসীর আকার এখন সেইরূপ হইয়া গিয়াছে।

এ কি সেই কাশীর কুসী? ঠিক সেইরূপ মুখ বটে, কিন্তু কুসীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পুনরায় তাহার বিবাহ কি করিয়া হইবে? এ কুসী কি না, এই বিষয়ে আমার মনে বড় সন্দেহ উপস্থিত হইল। একবার মনে হয়, এ আর কেহ নহে, নিশ্চয় কুসী। আবার মনে হয় যে, না, তা নয়, কুসীর সহিত রসময়বাবুর কন্যার সাদৃশ্য আছে, এই মাত্র। সেই সাদৃশ্য দেখিয়া আমি এইরূপ ভ্রমে পতিত হইতেছি। আবার মনে হয় যে, কেবল মুখশ্রীর সাদৃশ্য নয়,–তাহার নাম কুসী, ইহার নাম কুসুম কুসুমের সংক্ষেপে কুসী। তাহার পর, সেই বাম গণ্ডদেশে আঁচিল। নাম এক, বয়স এক, মুখশ্রী এক, ঠিক এক স্থানে এক প্রকার আঁচিল। এ নিশ্চয় আমার সেই পাতানো কন্যা কুসী।

কিন্তু আবার যখন ভাবি যে, তবে পুনরায় বিবাহ হইতেছে কেন, তখন আবার মনে বড় সন্দেহ হয়! বয়স অধিক হইয়াছিল, সেজন্য রসময়বাবুর কন্যা কাহারও সম্মুখে বাহির হয় না। গোপনে যে তাহার সহিত কোন কথা কহিব, সে উপায় ছিল না। আমি বাটীর ভিতর যখন আহার করিতে যাই, কুসী তখন অবশ্য আমায় দেখিতে পায়। যদি প্রকৃত সে কুসী হয়, তাহা হইলে আমার

সহিত সে দেখা করে না কেন? পুনরায় বিবাহ করিতেছে; সেই লজ্জায় দেখা করে না? যাহা হউক, রসময়বাবু যখন কন্যাকে দেখাইবেন, তখন এ রহস্য ভেদ করিতে চেষ্টা করিব।

রসময়বাবু বাটী আসিলে, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,–কৈ আপনার কন্যাকে দেখাইলেন না?

রসময়বাবু উত্তর করিলেন,–পথশ্রমে আপনি শ্রান্ত ছিলেন, সেইজন্য দেখাই নাই; তাহার পর, আজ তাহারা নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিল। সন্ধ্যার সময় দেখাইব।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার কন্যার কি হইয়াছে, ভাল করিয়া বলুন দেখি, শুনি।

রসময়বাবু উত্তর করিলেন,–কি হইয়াছে, তাহা আমি নিজেই জানি না। সেদিন কলিকাতায় তাহার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হইল। শুনিয়াছি যে, দুই বৎসর পূর্বে তাহার জ্বর-বিকার হইয়াছিল; তাহার পর, একপ্রকার পাগলের মত হইয়া আছে। শরীর দিন দিন শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। কাহারও সহিত সে কথা কয় না। আমার সহিত এ পর্যন্ত সে একটিও কথা কয় নাই। তবে সেদিন আমার নিকট আসিয়া বলিল–বাবা আমার বিবাহ দিবেন না; বিবাহের পূর্বেই আমি মরিয়া যাইব। সকলের সাক্ষাতে সে ক্রমাগত এই কথা বলিতেছে! কিন্তু বিবাহ হইলেই বোধ হয়, সব ভাল হইয়া যাইবে। সেইজন্য বিবাহের নিমিত্ত আমি তারও ব্যস্ত হইয়াছি।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,–আপনার কন্যার নাম কুসুম?

রসময়বাবু উত্তর করিলেন,–হাঁ।

www.bengaliebook.com

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা রসময়বাবু ও আমি দুইজন্নে বৈঠকখানায় বসিয়াছিলাম। সেই সময় তিনি কন্যাকে ডাকিয়া আনিলেন। কুসুম অবগুণ্ঠিত হয় নাই সত্য, কিন্তু যতদূর পারিয়াছিল, ততদূর শরীরকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়াছিল। অতি ভয়ে ভয়ে মস্তক অবনত করিয়া সে আমার সম্মুখে দাঁড়াইল। সেই কাশীর কুসী বটে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সে কুসী আর নাই তাহার ছায়া মাত্র রহিয়া গিয়াছে। তাহার শরীর অতিশয় কৃশ হইয়া গিয়াছে। চক্ষু বসিয়া গিয়াছে। তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। যেন ঠিক মৃত লোকের আকার হইয়াছে। কতবার তাহাকে আমি মস্তক তুলিতে বলিলাম। কিন্তু কিছুতেই সে মস্তক উত্তোলন করিল না, ঘাড় হেঁট করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। আমি নানারূপ প্রশ্ন করিলাম। কিন্তু সকল কথাতেই হয় হ্যাঁ, আর না হয় নাএইরূপ উত্তর দিল। আমার দিকে একবার চাহিয়া দেখিল না। অবশেষে সে কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার শরীরের অবস্থা দেখিয়া আমার বড় দয়া হইল। সে কোন কথা বলিবে না, সুতরাং আর তাহাকে কষ্ট দেওয়া বৃথা। সে নিমিত্ত আমি তাহাকে বাটীর ভিতর যাইতে বলিলাম।

www.bengaliebook.com

সপ্তম পরিচ্ছেদ – আমি করি কি

কুসী বাটীর ভিতর চলিয়া যাইলে, তাঁহার পিতা আমাকে বলিলেন,–দেখিলেন তো মহাশয়! ইহার মনের গতিক ভাল নহে। সেই বিকারের পর হইতে ইহার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া গিয়াছে; কিয়ৎ পরিমাণে বায়ুগ্রস্ত হইয়াছে। বিবাহ হইয়া গেলে, নানারূপ বসন-ভূষণ পাইয়া, বোধহয় সারিয়া যাইবে।

আমি উত্তর করিলাম,বায়ুগ্রস্ত হইয়াছে কি না, তাহা আমি জানি না, কিন্তু ইহার মনের অবস্থা যে নিতান্ত মন্দ, তাহা নিশ্চয় কথা। সে নিমিত্ত শরীরের অবস্থাও ভাল নহে। আপনার কন্যা যাহা বলে, সত্য সত্য তাহাই বা ঘটে।

যাহা হউক, আমি ঔষধাদি প্রদান করিলাম না। কোনরূপ ঘোরতর দুশ্চিন্তার নিমিত্ত শরীরের এইরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে ঔষধ দিয়া কি হইবে? বোধ হয়, দ্বিতীয়বার এই বিবাহই যত অনর্থের মূল। রসময়বাবু কেন এ কাজ করিতেছেন তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। কুসীর স্বামী বাবু কোথায় গেল, তাহাও জানি না। এ বিধবা বিবাহ নহে। তাহা যদি হইত, তাহা হইলেও না হয়, এ ব্যাপারে অর্থ বুঝিতে পারিতাম। কুসীর যে একবার বিবাহ হইয়াছে, সে কথা গোপন রাখা হইতেছে। কাশীতে কুলীর সহিত যখন আমার সাক্ষাৎ হয়, রসময়বাবু সে সময় ব্রহ্মদেশে ছিলেন। কুসীর যে একবার বিবাহ হইয়াছে তিনি কি তা জানেন না? ফল কথা, ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। যাহা ইচ্ছা হউক, আমার এত ভাবনার আবশ্যক কি? এই বিবাহের শেষ পর্যন্ত দেখিয়া, আমি এ স্থান হইতে চলিয়া যাইব। এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি চুপ হইয়া রহিলাম, আর কুসীকে দেখিতে চাহিলাম না। তবে কুসী কেমন আছে, সে কথা প্রতিদিন জিজ্ঞাসা করিতাম। রসময়বাবু প্রতিদিন বলিতেন,–সেইরকম আছে; কথা তো সে কয় না, তবে মাঝে মাঝে

www.bengaliebook.com

বলে যে,তাহার বিবাহ দিতে হইবে না, বিবাহের পূর্বেই সে মরিয়া যাইবে। বৃথা সকল আয়োজন হইতেছে।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম বটে, কিন্তু মন আমার বড়ই উদ্বিগ্ন হইল। এ বিবাহ যাহাতে না হয় সম্পূর্ণ সেই ইচ্ছা হইল। কাশীর কথা প্রকাশ করিয়া এ বিবাহ নিবারণ করি, সে ইচ্ছা বার বার আমার মনে উদয় হইল। কিন্তু বাবু যদি ইহার যথার্থ স্বামী না হয়? সে বিষয়েও যদি কোনরূপ গোল থাকে? তাহা হইলে, কাশীর কথা প্রকাশ করিয়া আমি নিজেই ঘোর বিপদে পড়িব। মাঝে মাঝে এ সন্দেহ আমার মনে উদয় হইল বটে, কিন্তু কুসী যে দুশ্চরিত্রা, সে কথা আমার কিছুতেই বিশ্বাস হইল না। যাহা হউক, আমি দুইদিনের জন্য এ স্থানে বেড়াইতে আসিয়াছি। পরের কথায় হস্তক্ষেপ করিয়া কেন আমি সকলের বিরাগভাজন হইব? কুসীর প্রতি কোনরূপ অত্যাচার কি হইতেছে? তাহা যদি হয়, আর কুসী যদি একটা কথা আমাকে বলে, তাহা হইলে, যেমন করিয়া পারি, আমি এ বিবাহ নিবারণ করিব! কুসী আমাকে হয় চিঠি লিখিবে, না হয় গোপন কিছু বলিবে, প্রতিদিন এই আশা করিতে লাগিলাম। কিন্তু দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। বিবাহের দিন নিকটবর্তী হইল। তবুও কুসী আমাকে কিছু বলিল না। এ অবস্থায় আমি কি করিতে পারি? ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে, এই কথা ভাবিয়া আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। বরযাত্রীদিগের থাকিবার নিমিত্ত রসময়বাবু নিকটে একখানি বাটী ভাড়া করিলেন। বিবাহের পূর্বদিন বর ও বরযাত্রিগণ আসিয়া উপস্থিত হইবে। খাদ্যসামগ্রী প্রভৃতির তদনুযায়ী আয়োজন হইতে লাগিল। উজিরগড়ে পুরোহিত ছিল না যে স্থান হইতে বর আসিবে, কন্যাপক্ষের পুরোহিতও সে স্থান হইতে আসিবে। রসময়বাবুর বৈঠকখানাটি বড় ছিল তাহার একপার্শ্বে কন্যাদান হইবে। অপর পার্শ্বে ও বারান্দায় সভা হইবে।

www.bengaliebook.com

ক্রমে বিবাহের পূর্ব দিন উপস্থিত হইল। অপরাহ্ন চারিটার গাড়ীতে বর ও বরযাত্রিগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বরের পরিধানে মূল্যবান চেলি, গায়ে ফুলকাটা কামিজ, গলায় দীর্ঘ সোনার চেন হাতে পাথর বসান পানিপথের যাঁতি। ফল কথা, বরসজ্জার কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। যুবা বর হইলে এরূপ সজ্জা করে কি না, সন্দেহ। কিন্তু সজ্জা হইলে কি হয়, বরের রূপ দেখিয়া আমার ভক্তি উড়িয়া গেল। বয়স ষাট বৎসরের কম নহে, কৃষ্ণকায়, মুখে একটিও দাঁত নাই, মাথায় একগাছি কাল চুল নাই; অতি কদাকার বৃদ্ধ। তাহার পর সেই ফোল্লা মাড়ি বাহির করিয়া বিবাহের আনন্দে যখন তিনি রসিকতা করিয়া হাস্য করিতেছিলেন, তখন এরূপ কিম্ভূত কদাকার রূপ বাহির হইতেছিল সে সত্য কথা বলিতে কি, তাহার দুই গালে দুই থাবড়া মারিতে আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইতেছিল। দিগম্বরবাবু আমার কি ক্ষতি করিয়াছেন যে, তাহার উপর আমার এত রাগ? আমার পাতানো মেয়ে কুসী,বাবু হেন সুন্দর সুশীল যুবকের হাত হইতে এইরূপ কদাকার হোদল কুকুতের হাতে গিয়া পড়িবে, সেই চিন্তা আমার অসহ্য হইয়াছিল। যাহা হউক, এসব চিন্তা আমি মন হইতে দূর করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

বিবাহ সম্বন্ধে কোন কথায় লিপ্ত না থাকিয়া, কেবল অভ্যাগত বরযাত্রীদিগের যাহাতে কোন কষ্ট না হয়, সে কার্যে ব্যস্ত রহিলাম।

বর ও বরযাত্রিগণ তাহাদিগের বাসায় উপবেশন করিলে, সে স্থানে সহসা একটু গোলযোগ উপস্থিত হইল। কি হইয়াছে, জানিবার নিমিত্ত তাড়াতাড়ি আমি সে স্থানে গমন করিলাম। সে স্থানে গিয়া দেখিলাম যে, ফোল্লা মহাশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া একজন যুবক বরযাত্রীকে ভৎসনা করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি কিছু অপ্রস্তুত হইয়া ধীরভাবে মিনতি করিয়া সে যুবককে বলিলেন,-দে না ভাই, রসিক এ কি তামাসার সময়?

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,কি হইয়াছে মহাশয়?

www.bengaliebook.com

বর উত্তর করিলেন,এই দেখুন দেখি মহাশয়! আমার যাতিখানি লুকাইয়া রাখিয়াছে। যাঁতিখানি, এই এই এই এমনি করিয়া ট্যাকে পুঁজিয়া রাখিতে হয়। যাঁতিখানি ট্যাকে খুঁজিয়া

রাখিলে বরের অকল্যাণ হয়।

কি করিয়া যতিখানি ট্যাকে গুজিয়া রাখিতে হয়, বর আমাকে দেখাইলেন। আমি দেখিলাম বরযাত্রিগণ সকলেই চুপে চুপে হাসিতে ছিলেন। বর পুনরায় আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,–মহাশয়! যাঁতিখানি ফিরাইয়া দিতে আপনি রসিককে বলুন। এ সময় কিছু লোহার দ্রব্য শরীরে না রাখিলে ভূতে পায়।

একজন বরযাত্রী আস্তে আস্তে বলিলেন,–ভূত,আপনার চেহারা দেখিলে ভয়ে পলাইবে না?

আমি আর কি বলিব, লজ্জায় ঘৃণায় আমি সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলাম। মনে মনে কহিলাম, হায় হায়! কুসীর কপালে কি এই ছিল!

www.bengaliebook.com

অষ্টম পরিচ্ছেদ - মাসীর খেদ

সন্ধ্যার পর রসময়বাবু বরযাত্রীদিগের বাসায় আসিয়া, হব জামাইবাবুকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিজের বাটীতে গমন করিলেন। তাঁহাকে বাটীর ভিতর লইয়া অতি সমাদরের সহিত জলখাবার খাইতে দিলেন। জলযোগ করিয়া দিগম্বরবাবু বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। সেই সময় আমিও সে স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বৈঠকখানার ভিতর অন্তঃপুরের দিকে দ্বারের নিকট আমি গিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছি, এমন সময় বাড়ীর ভিতর হইতে অল্প অল্প ক্রন্দনের শব্দ আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। রসময়বাবুর সংসারে অভিভাবকস্বরূপ সেই যে বয়স্কা স্ত্রীলোকটি আছেন, তিনিই কাঁদিতেছিলেন। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তিনি বলিতেছিলেন,–হতভাগি! কেন যে এত রূপ লইয়া জগতে আসিয়াছি। তোকে ছয়দিনের রাখিয়া তোর মা আঁতুড়ঘরে মরিয়া গেল। সেইদিন হইতে তোকে আমি প্রতিপালন করিলাম। তোর বাপ তোকে ফেলিয়া চলিয়া গেল। নিজে না খাইয়া তোকে আমি মানুষ করিলাম। একবার যা তোর কপালে ছিল, তা হইল। তোর জন্য ধর্ম কর্ম সব জলাঞ্জলি দিলাম। কত মিথ্যা কথা বলিলাম। কত কথা মনে রাখিলাম। তোর সুখের জন্য আমি ইহকাল পরকাল সব নষ্ট করিলাম, শেষে একটা বুড়ো চাড়ালের হাতে পড়িবি বলিয়া কি, আমি এতসব করিলাম? ছিঃ! ছিঃ কি তোর অদৃষ্ট।

দিগম্বরবাবু এ কথা শুনিতে পাইলেন কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না। বোধ হয়, তিনি শুনিতে পান নাই; কারণ, সেই সময় তিনি রসময়বাবু প্রভৃতির সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। আমি নিজেও সকল কথা শুনিতে পাই নাই; কেবল গুটিকতক কথা আমার কানে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু তাহাতেই আমি বুঝিলাম যে এই স্ত্রীলোক রসময়বাবুর ভগ্নী নহেন; ইনি তাহার সেই আত্মীয়ের স্ত্রী, যিনি কুসীকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ফল কথা, ইনি আর কেহ নহেন, ইনি কুসীর মাসী,–যাহার কথা কাশীতে যখন আমি খবর দিতে

ইচ্ছা করি, তখন কুসী ও বাবু আমাকে বলিয়াছিল যে, মেসোমহাশয় ও মাসী ভিন্ন সংসারে কুসীর আর কেহ নাই; তাহারাই বাবুর সহিত কুসীর বিবাহ দিয়াছিলেন। সেই সময় আরও শুনিয়াছিলাম যে কুসীর মেসোমহাশয় পীড়িত ছিলেন। রসময়বাবুও সেদিন এই কথা বলিয়াছিলেন কুসীর প্রতিপালকদিগকে তিনি কেবল আমার আত্মীয় এই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। এখন আমি বুঝিলাম যে, সেই আত্মীয় তাহার ভায়রাভাই ও প্রথমপক্ষের শালী ব্যতীত অন্য কেহ নহে।

বিবাহের দিন বৈকাল বেলা রসময়বাবু আমাকে বলিলেন যে,–কুসুম আজ সমস্ত দিন বিছানায় পড়িয়া আছে, কিছুতেই উঠিতেছে না। ক্রমাগত বলিতেছে যে, এ সব উদ্যোগ বৃথা, বিবাহের পূর্বেই সে মরিয়া যাইবে। আপনি পূর্বে বলিয়াছিলেন যে তাহার আকার ঠিক মৃতলোকের ন্যায়। কিন্তু আজ একবার দেখিবেন চলুন। সত্য সত্যই সে মরিয়া যাইবে না কি?

রসময়বাবুর সহিত আমি বাটীর ভিতরে যাইলাম। কুসী বিছানায় পড়িয়া আছে। কিন্তু তাহার চক্ষে জল নাই। মুখ পূর্বেই বিবর্ণ ছিল, আজ আরও হইয়াছে। আমাকে দেখিয়া সে চক্ষু মুদ্রিত করিল। তাহাকে আরও শবের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। কুসীকে বিছানা হইতে উঠিতে আমি বার বার অনুরোধ করিলাম।

তাহার পিতার সাক্ষাতেই আমি তাহাকে বলিলাম,–কুসুম! আমি ডাক্তার! বুড়ো মানুষ। আমার এখন কাশীবাস হইলেই হয়। কাশী জান তো? সেই কাশীতে গিয়া থাকিলেই হয়। তোমার মনে যদি কোন কথা থাকে তো চুপি চুপি আমাকে বল আমি সত্য করিয়া বলিতেছি যে, নিশ্চয় তোমার মত আমার একটি পাতানো কন্যা ছিল। তাহাকে আমি বড় ভালবাসিতাম। তাহার জন্য আমি সর্বস্বান্ত হইতে প্রস্তুত আছি কুসুম, মা যদি তোমার মনে কোন কথা

থাকে, তাহা হইলে আমাকে গোপনে বল। তোমার পিতাকে বাহিরে যাইতে বলি।

এই শেষকালেও যদি বিবাহ নিবারণ করিতে পারি, সেই আশায় আমি এত কথা বলিলাম। কিন্তু এই ঘটনার প্রকৃত অর্থ কি, তাহা আমি জানিতে না পারিলে, কি করিয়া আমি প্রতিবন্ধকতা করি? আমার প্রতি কুসীর বিশ্বাশ হইবে, নির্ভয়ে সে আমাকে মনের কথা বলিতে সাহস করিবে, সেই জন্য আমি কাশী শব্দ কয়বার উচ্চারণ করিলাম, সেই জন্য পাতানো মেয়ের কথা উল্লেখ করিলাম। কিন্তু কুসী চক্ষু উন্মীলিত করিল না, একটি কথাও বলিল না, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঠিক যেন মৃতলোকের মত পড়িয়া রহিল আমি কুসীর হাত দেখিলাম, নাড়ী অতি দুর্বল বটে, কিন্তু তাহাতে কোনরূপ রোগের চিহ্ন অথবা আশু মৃত্যলক্ষণ কিছুই দেখিতে পাইলাম না। বাহিরে আসিয়া রসময়বাবুকে বলিলাম যে, আপনার কন্যার যেরূপ নাড়ী আমি দেখিলাম, তাহাতে মৃত্যু হইবার কোন ভয় নাই।

www.bengaliebook.com

নবম পরিচ্ছেদ – কিঁষ্টা। কিঁষ্ট কুঁথায় রে

কুসীর যে আর একবার বিবাহ হইয়াছে, কাশীতে তাহার পতিকে যে আমি দেখিয়াছি, সেই সব কথা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত সে দিনও আমার বার বার ইচ্ছা হইল। কিন্তু রসময়বাবু সে কথা অবগত আছেন কি না-আছেন, তাহা আমি জানিতে পারি নাই। সকল কথা প্রকাশ করিলে কুসীর পক্ষে ভাল হইবে কি মন্দ হইবে, তাহাও আমি স্থির করিতে পারিলাম না। তাহার পর ইহাদের সহিত আমার কোন সুবাদ সম্পর্ক নাই। বৃথা পরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন কি? এরূপ ভাবিয়া-চিন্তিয়া আমি চুপ করিয়া রহিলাম। কিন্তু এই কয় দিন ধরিয়া, যাহাতে এ বিবাহ না হয়, সে নিমিত্ত নিয়তই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছিলাম। কোনরূপ দৈবঘটনা সূত্রে এ বিবাহ নিবারিত হইবে, কয় দিন ধরিয়া সেই আশা আমার মনে বলবতী ছিল। কিন্তু বিবাহলগ্ন যতই নিকটবর্তী হইতে লাগিল, ততই সে আশা আমার মন হইতে তিরোহিত হইতে লাগিল। তবুও সন্ধ্যা পর্যন্ত, একটু কোনরূপ শব্দ হয়, কি কেহ উচ্চৈঃস্বরে কথা কয়, কি কেহ কোন স্থান হইতে দৌড়িয়া আসে, আর আমার হৃৎপিণ্ড দুড় দুড় করিয়া উঠে, আর আমি মনে ভাবি, এইবার বুঝি এই কাল-বিবাহ-নিবারণের ঘটনা ঘটিল।

আর একটি কথা। বাবুর সহিত হয় তো কুসীর বিবাহ হয় নাই। এই সব ব্যাপারের ভিতর হয় তো কোন মন্দ কথা আছে। সে সন্দেহও আমার মনে বার বার উদয় হইতে লাগল। কিন্তু যখন আবার কুসীর সেই মধুমাখা মুখ আর বাবুর সেই সরল ভাব চিন্তা করিয়া দেখি, তখন সে সন্দেহ আমার মন হইতে তিরোহিত হয়। ফল কথা, আমি কিনুই বুঝিতে পারিলাম না।

কোনরূপ দৈব ঘটনা ঘটিয়া এ কাল-বিবাহ বন্ধ হইয়া যাইবে, অনুক্ষণ আমি সেই আশা করিতেছিলাম; কিন্তু আমার সকল আশা বৃথা হইল। সন্ধ্যা উপস্থিত

www.bengaliebook.com

হইল, বিবাহ নিবারণের নিমিত্ত কোনরূপ ঘটনা ঘটিল না। বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইল।

যথাসময়ে সভায় বরকে আনিবার নিমিত্ত রসময়বাবু আমাকে প্রেরণ করিলেন। বরযাত্রীদিগের বাসায় গমন করিয়া বর ও বরযাত্রীদিগকে আমি গাত্রোখান করিতে বলিলাম। আর সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বর উঠিলেন না। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন,–কিঁষ্টা। ও কিঁষ্টা।

আমি হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। মনে মনে কহিলাম যে, এ হতভাগা ফোলার সব বিটকেল!

বর পুনরায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন,–কিঁষ্টা! কিঁষ্টা কুঁথায় রে! যে বাটীতে বরযাত্রীদিগের বাসা হইয়াছিল, সেই স্থানে ফুলের বাগান ছিল। বৈশাখ মাস। সেই বাগানে অনেক যুঁই, চামেলি, বেলা প্রভৃতি ফুটিয়া ছিল। সেই ফুলবাগান হইতে এক জন চীৎকার করিয়া উঠিল,–ঐঃ! এই পদাই আজ্ঞে।

তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে, দিগম্বরবাবুর সঙ্গে যে বাঙ্গালী চাকর ছিল, তাহার নাম কিঁষ্টা বা কৃষ্ণ। তাহাতে তিনি ডাকিতেছিলেন। কিঁষ্টার বাড়ী বোধ হয় পশ্চিমবংগে। দিগম্বরবাবু পুনরায় চীৎকার করিয়া বলিলেন, ঐঃ। শীগগির আয়! লগ্ন ভম্ম হয় যে রে।

কিঁষ্টা তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহার হাতে একছড়া ফুলের মালা দিল। বাগান হইতে ফুল লইয়া চুপি চুপি একছড়া মালা গাঁথিতে চাকরকে তিনি আজ্ঞা করিয়াছিলেন। সেই মালার জন্য ব্যস্ত হইয়া তিনি চাকরকে ডাকিতেছিলেন। মালা পাইয়া হৃষ্টচিত্তে তাহা গলায় পরিয়া বর গাত্রোত্থান করিলেন।

www.bengaliebook.com

বর গাত্রোত্থান করিয়াছেন এমন সময় রসময়বাবু হাঁপাইতে হাঁপাইতে দৌড়িয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন ঠিক সন্ধ্যা হইয়াছিল; সন্ধ্যার পরেই বিবাহের লগ্ন ছিল। রাত্রি দশটার পর আর এক লগ্ন ছিল। রসময়বাবু আমার কানে কানে বলিলেন,–কুসুম কিরূপ করিতেছে, শীঘ্র চলুন।

তাহার পর বরযাত্রীদিগকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন—মহাশয়গণ! আমার কন্যার শরীর সহসা কিছু অসুস্থ হইয়াছে। এ প্রথম লগ্নে বোধ হয় বিবাহ হইবে না। রাত্রি দশটার পর যে লগ্ন আছে, সেই লগ্নে বিবাহ হইবে।

রসময়বাবুর সহিত তাড়াতাড়ি আমি তাহার বাটীতে যাইলাম। যে ঘরে কুলী শয়ন করিয়াছিল, সেই ঘরে তিনি আমাকে লইয়া গেলেন। আমি দেখিলাম যে, কুসীর মুখ নিতান্ত রক্তহীন হইয়া বিবর্ণ হইয়াছে। চক্ষু বুজিয়া সে শয়ন করিয়া আছে। ডাকিলে উত্তর প্রদান করে না। হাত ধরিয়া দেখিলাম যে, তাহার নাড়ী আরও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। ঘর হইতে বাহির হইয়া আমি রসময়বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—আপনার বাড়ীতে অভিভাবক-স্বরূপ যে স্ত্রীলোকটি আছেন, তিনি কি আপনার শালী, কুসুমের মাসী? তিনিই কি কুসুমকে প্রতিপালন করিয়াছেন?

রসময়বাবু উত্তর করিলেন,–হাঁ! তিনিই কুসুমের মাসী, তিনিই কুসুমকে প্রতিপালন করিয়াছেন।

আমি বলিলাম,–আপনার কন্যার লক্ষণ আমি ভাল দেখিলাম না। তাহাকে কিছু ঔষধ দিতে হইবে। কিন্তু কুসুমের মাসীকে আমি গোপনে দুই চারিটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি। স্ত্রীলোকদিগের নানা প্রকার রোগ হয়। ডাক্তার ভিন্ন অন্য লোকের সে সব কথা শুনিয়া আবশ্যক নাই। কুসুমের মাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়া, তাহার পরে আমি ঔষধের ব্যবস্থা করিব।

www.bengaliebook.com

বাড়ীর ভিতর একপার্শ্বে ছোট একটি ঘর ছিল, সেই ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। দুই জন পাঞ্জাবী খ্রীলোক তাহার ভিতর বসিয়া কি করিতেছিল। রসময়বাবু তাহাদিগকে সে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন। ঘরের ভিতর দ্বারের নিকট একখানি চারপাই ছিল। আমাকে সেই চারপাইয়ে বসিতে বলিয়া রসময়বাবু চলিয়া গেলেন।

অল্পক্ষণ পরে কুসুমের মাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্পূর্ণভাবে নয়, কিন্তু ঘোমটা দ্বারা কতকটা তিনি মুখ আবৃত করিয়াছিলেন।

আমি তাঁহাকে বলিলাম,–কুসুমের প্রাণ সংশয় হইয়াছে। আপনি বোধ হয় জানেন যে, আমি একজন ডাক্তার। আপনাকে সকল কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি তাহাকে ঔষধ দিতে পারিতেছি না। তাহার সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। আপনি বসুন। দাঁড়াইয়া থাকিলে হইবে না।

মাসী মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন,–কুসুমকে তুমি ভাল কর, বাবা! কুসুমকে লইয়া আমি সংসারে আছি। ছয় দিনের মেয়েকে আমার হাতে দিয়া তাহার মা মারা পড়িয়াছে। সেই অবধি আমি তাহাকে মানুষ করিয়াছি। তুমি তাকে ভাল কর, বাবা!

আমি উত্তর করিলাম,–রসমময়বাবুর সহিত আমার ভাই সম্পর্ক। কুসুমকে আমি কন্যার মত দেখি। সে জন্য আপনি আমাকে বাবা বলিতে পারেন না। কুসুমকে ভাল করিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। তাহার রোগের কারণ কি, তাহা জানিতে না পারিলে কি করিয়া আমি ঔষধ দিব?

মাসী বলিলেন,–আর বৎসর এই সময় তাহার জুর-বিকার হয়। তাহার পর–

www.bengaliebook.com

আমি বলিলাম,-সে কথা নয়। আমি আপনাকে যে যে কথা জিজ্ঞাসা করিব, তাহার উত্তর ঠিক দিবেন কি না?

মাসী উত্তর করিলেন,—তা কেন দিব না। আমার কুসীর প্রাণ বড়, না আর কিছু বড়।

আমি বলিলাম,-তবে আপনি বসুন। অনেক কথা আমি জিজ্ঞাসা করিব।

মাসী দ্বারের নিকট ভূমিতে উপবেশন করিলেন। আমি চারপাইয়ের উপর বসিয়া রহিলাম।

আমি বলিলাম,-কুসুমকে আমি ইহার পূর্বে দেখিয়াছি। দুই বৎসরের অধিক হইল, তাহার সহিত কাশীতে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহার সহিত সে সময় একজন অল্পবয়স্ক পুরুষ মানুষ ছিল। কুসুম তাকে বাবু বলিয়া ডাকিত। কুসুম আমাকে বলিয়াছিল যে, বাবু তাহার স্বামী। সে কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এ সব আবার কি?

আমার পা দুইটি ভূমিতে ছিল। কুসুমের মাসী শশব্যস্ত হইয়া সেই পা জড়াইয়া ধরিলেন।

মাসী বলিলেন,-পাপ হউক, পূণ্য হউক, কুসীর ভালর জন্য আমি কাজ করিতেছি। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি কোন কথা প্রকাশ করিও না। প্রকাশ করিলে বড় কেলেঙ্কারি হইবে। পৃথিবীতে আমি আর মুখ দেখাইতে পারিব না। যতক্ষণ না তুমি আমার কথা স্বীকার করিবে, ততক্ষণ আমি তোমার পা ছাড়িব না।

www.bengaliebook.com

ও কি করেন? ও কি করেন! বলিয়া আমি আমার পা সরাইয়া লইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু মাসী কিছুতেই আমার পা ছাড়িলেন না। আমি বড় বিপদে পড়িলাম।

আমি বলিলাম,–আপনি স্থির হউন। কেহ যদি এ স্থানে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে সে কি মনে করিবে! যদি কুসুমের প্রতি নিতান্ত কোনরূপ অন্যায় না দেখি, তাহা হইলে আমি প্রকাশ করিব না। আপনাদের ঘরের কথায় আমার প্রয়োজন কি? পাপ হয়, পূণ্য হয়, তাহার জন্য আপনারা দায়ী। আমার হাতে কি? কিন্তু কুসীর প্রতি আপনারা কোন অত্যাচার করিতেছেন কি না, তাহা আমাকে বুঝিয়া দেখিতে হইবে।

মাসী উত্তর করিলেন,–কুসীর প্রতি অত্যাচার! যাহার জন্য এই কলঙ্কের পসরা আমি মাথায় লইতেছি, তাহার প্রতি আমি অত্যাচার করিব! রায় মহাশয় কোন কথা জানে না।

আমি বলিলাম,-রসময়বাবু যে কিছু জানেন না, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। এখন বলুন, সে বাবু কে? সে প্রকৃত কুসুমের স্বামী কি না? যদি কুসুমের সহিত তাহার বিবাহ হইয়া তাকে, তাহা হইলে পুনরায় বিবাহ দিতেছেন কেন?

ইতিপূর্বে মাসী আমার পা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এখন তিনি পুনরায় দ্বারের নিকট গিয়া বসিলেন। কাহাকেও আসিতে দেখিলে তিনি সাবধান হইতে পারিবেন, সে নিমিত্ত দ্বারের একটু বাহিরে বারেতে তিনি উপবেশন করিলেন! তাহার পর তিনি পুর্ব বৃত্তান্ত আমাকে বলিতে লাগিলেন।

www.bengaliebook.com

এই পূর্ব বৃত্তান্ত আমি আমার নিজের কথাতে বলিব; কুসুমের মাসী যে ভাবে বলিয়াছেন, সে ভাবে বলিব না। তাহার কারণ এই যে তিনি সংক্ষেপে সকল কথা বলিয়াছিলেন।

এই সমুদয় ঘটনার পরে অন্যান্য লোকের মুখ হইতে আমি যে সকল কথা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাও আমি এই বিবরণে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলাম।

www.bengaliebook.com

তৃতীয় ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ – সূতিকাগার

কুসীর পূর্ব বৃত্তান্ত অবগত হইতে হইলে, আমাদিগের চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তঃপাতী সামান্য একখানি গ্রামে গমন করিতে হইবে। সেই গ্রামে একটি একতালা সেই কোটা বাড়ীতে দুইটি ঘর আছে। তাহার সম্মুখে একখানি চালা ঘর আছে। সেই চালার এক ভাগ দমা দ্বারা আবৃত। সেই ভাগে রাম হয়। অপর ভাগ আবৃত নহে, তাহাতে কাঠ পাতা খুঁটে প্রভৃতি দ্রব্য থাকে।

চালার সে ভাগে এখন কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্রব্য নাই। কাচা নারিকেল পাতা দিয়া এখন সেই ভাগ সামান্যভাবে আবৃত করা হইয়াছে। আস্ত নারিকেল পাতাগুলি এরূপ দূরে দূরে সন্নিবেশিত হইয়াছে যে, তাহা দ্বারা কেবল একটু আড়াল হইয়াছে মাত্র।

আমি এখনকার কথা বলিতেছি না; পনর ষোল বৎসর পূর্বে যাহা ঘটিয়াছিল, সেই কথা বলিতেছি। এ সমুদয় ঘটনা আমি চক্ষে দেখি নাই; সে স্থানে আমি উপস্থিতও ছিলাম না। কুসীর মাসী ও অন্যান্য লোকের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই আমি বলিতেছি।

বর্ষাকাল। দুর্জয় বাদল। টিপ টিপ করিয়া সর্বদাই জল পড়িতেছে। মাঝে মাঝে এক একবার ঘোর করিয়া প্রবল ধারায় বৃষ্টি হইতেছে। হু-হু করিয়া শীতল পূর্ব বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। ঘর হইতে বাহির হয়, কাহার সাধ্য? এই দুর্যোগে নারিকেল পত্র দ্বারা আবৃত সেই চালার ভিতর এক ভদ্রমহিলা শয়ন করিয়া আছে। একখানি গলিত, নানা স্থানে ছিন্ন পুরাতন ময়লা বস্ত্র স্ত্রীলোকটি পরিধান করিয়াছিলেন। সেইরূপ একখানি ছিন্ন, পুরাতন মাদুর ও ছোট একটি ময়লা বালিশ ভিন্ন আর কিছু বিছানা ছিল না। যে মৃত্তিকার উপর এই মাদুরটি

www.bengaliebook.com

বিস্তৃত ছিল, তাহা নিতান্ত আর্দ্র ছিল। তাহা ব্যতীত নারিকেলপাতার ফাক দিয়া, মাঝে মাঝে জলের ঝাপটা আসিতেছিল; তাহাতে বিছানা, স্ত্রীলোকটির পরিধেয় কাপড় ও সর্বশরীর ভিজিয়া যাইতেছিল, পাতার ফাক দিয়া সর্বদাই বাতাস আসিতেছিল। সেই ভিজা মেঝেতে, ভিজা মাদুরের ভিজা কাপড়ে স্ত্রীলোকটি পড়িয়া ছিল। এরূপ অবস্থায় সহজ মানুষের কম্প উপস্থিত হয়। কিন্তু সে স্ত্রীলোকটির অবস্থা সহজ ছিল না। বিছানার নিকট কিঞ্চিৎ দূরে কাঠের আগুন জ্বলিতেছিল বটে, কিন্তু তাহাতে সে চালার ভিতর বিন্দুমাত্র উত্তাপের সঞ্চার হয় নাই। স্ত্রীলোক এবং আগুন এই দুইয়ের মধ্যস্থলে ছিন্ন বস্ত্র দ্বারা আবৃত একটি নবপ্রসূত শিশু নিদ্রা যাইতেছিল। আজ চারিদিন এই শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহাই সূতিকাগার। যে স্ত্রীলোকটি মাদুরে শয়ন করিয়াছিলেন, তিনিই প্রসূতি। এই সঙ্কট সময়ে তিনি এইরূপ আর্দ্র নারিকেলপাতায় সামান্যভাবে আবৃত চালাঘরে পড়িয়া ভিজিতেছিলেন। কেবল তাহা নহে। তিনি উকট রোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন। প্রসবের একদিন পরে তাহার জ্বর হয়, তাহার পরদিনই সেই জ্বর,-বিকারে পরিণত হয়; এক্ষণে তিনি একেবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। জ্ঞানশূন্য হইয়া ক্রমাগত এ পাশ ওপাশ করিতেছেন; ক্রমাগত তাহার মস্তক সেই ক্ষুদ্র বালিশের উপর হইতে পড়িয়া যাইতেছেন। কখনও উচ্চৈঃস্বরে কখনও বা বিড়বিড় করিয়া তিনি বকিতেছেন। তাহার শিয়রদেশে আর একটি স্ত্রীলোক বসিয়া আছেন। তিনি দাই নহেন, ভদ্র-কন্যা বলিয়া তাহাকে বোধ হয়। পীড়িতা স্ত্রীলোকের সহিত তাহার মুখের সাদৃশ্য দেখিয়া, তাহাকে বড় ভগিনী বলিয়া বোধ হয়। পীড়িতার মস্তক যখন বালিশ হইতে নীচে পড়িয়া যাইতেছিল, তখন তাহার মস্তক পুনরায় তিনি বালিশের উপর তুলিতেছিলেন। ঘোর তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পীড়িতা তখন হাঁ করিতেছিলেন, তখন একটু জল দিয়া তিনি তাহার শুষ্ক মুখ ক্ষণকালের নিমিত্ত সিক্ত করিতেছিলেন। পীড়িতা যখন বিড়বিড় করিয়া বকিতেছিলেন, তখন তিনি তাহার মস্তক অবনত করিয়া তাহার মুখের নিকট আপনার কান রাখিয়া কথা বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু সে

www.bengaliebook.com

সমুদয় প্রলাপ বাক্য, সে কথার কোন অর্থ ছিল না। বিকারের বলে পীড়িতা যখন উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছিলেন, তখন তিনি মাঝে মাঝে তাহাকে প্রবোধ দিয়া বলিতেছিলেন,—ক্ষান্ত। স্থির হও; ক্ষান্ত। স্থির হও। রোগীর সেবা করিতে করিতে মাঝে মাঝে তিনি সেই নবপ্রসূত শিশুটিকে তুলিয়া পালিতা দ্বারা গাভীদুগ্ধ পান করাইতেছিলেন। পীড়িত ও অপর সেই স্ত্রীলোকটি ব্যতীত এ বাড়ীতে জনমানব আর কেহ ছিল না। অপর স্ত্রীলোকটি পীড়িতার বড় ভগিনী বটেন। তাহার বাটী এই গ্রাম হইতে আট দশ ক্রোশ দূরে। ভগিনীর পূর্ণ গর্ভাবস্থা উপস্থিত হইলে, তাহার শুশ্রুষার নিমিত্ত তিনি আসিয়াছিলেন। তাহার পর এই বিপদ!

www.bengaliebook.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ - পীড়িতা প্রসূতি

পীড়িতা প্রসূতির এইরূপ অবস্থা। সে সংসারের এইরূপ অবস্থা। অপরাহ্ন হইয়াছে, বেলা প্রায় ছয়টা বাজিয়া গিয়াছে। বৃষ্টি নিয়তই পড়িতেছে। মেঘাচ্ছন্ন পৃথিবীকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঢাকিবার উপক্রম করিতেছে। এই সময় একজন প্রতিবাসিনী ভিজিতে ভিজিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রতিবাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন,-বৌ এখন কেমন আছে গা?

পীড়িতার ভগিনী উত্তর করিলেন,আর বাছা! কেমন থাকার কথা আর নেই। এখন রাতটি কাটিলে হয়।

এই বলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। চক্ষু দিয়া তাহার টপ টপ করিয়া, জল পড়িতে লাগিল। পীড়িতার মাথা পুনরায় বালিশের নিম্নে গিয়া পড়িল। আঁচল দিয়া চক্ষু মুছিয়া তাড়াতাড়ি তিনি মাথাটি তুলিয়া বালিশের উপর রাখিলেন।

প্রতিবাসিনী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,-রসময়ের কোন খবর নাই?

ভগিনী উত্তর করিলেন,পর তাহাকে পত্র দিয়াছি। চিঠিখানি রেজোরি করিয়াছি, কাল সে পাইয়া থাকিবে। আজ তাহার আসা উচিত ছিল, কিন্তু এ দুর্যোগে সে কি করিয়া আসিবে, তাই ভাবিতেছি।

প্রতিবাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন,-খুকী কেমন আছে?

ভগিনী উত্তর করিলেন,-সে আছে ভাল। পোড়ারমুখী মাকে খাইতে আসিয়াছিল। দেখ গা পৃথিবীতে আর আমাদের কেহ নাই; মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই। সংসারে আমরা কেবল এই ক্ষান্ত ছিল। দিদি বলিতে ক্ষান্ত অজ্ঞান হইত। আমার ছেলে-পিলে নাই। মনে করিয়াছিলাম, ক্ষান্তর পাচটা হইবে;

তাদের মুখ দেখিয়া আমি সুখী হইব। কর্তাও ক্ষান্তকে বড় ভালবাসেন। রায় মহাশয়ের পত্র যাই তিনি পাইলেন, আর তৎক্ষণাৎ আমাকে পাঠাইয়া দিলেন। ক্ষান্তর ছেলে হইবে, মনে মনে কত আশা করিয়া আমি আসিলাম। ক্ষান্ত

যে আমাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইবে, এ কথা কখনও মনে ভাবি নাই।

এই কথা বলিয়া তিনি পুনরায় কাঁদিতে লাগিলেন। প্রতিবাসিনী প্রবোধ দিয়া বলিলেন,–ভয় নাই, ভাল হইবে। মানুষের রোগ কি হয় না! যদুর স্ত্রীর আঁতুড়ে এইরূপ হইয়াছিল। ভাল হইয়া আবার কত ছেলে-পিলে তাহার হইয়াছে। দাই কোথায় গেল?

ভগিনী উত্তর করিলেন,–দুই প্রহরের সময় খাইবার নিমিত্ত সে বাটী গিয়াছে। সেই পর্যন্ত এখনও আসে নাই; বোধ হয় শীঘ্রই আসিবে।

প্রতিবাসিনী বলিলেন,–ঔষধ-পালা কিছুই হয় নাই?

ভগিনী উত্তর করিলেন, এ গ্রামে ডাক্তার নাই, কবিরাজ নাই, ঔষধ-পালা কি করিয়া হইবে? দাই কি ঔষধ দিয়াছিল।

প্রতিবাসিনী বলিলেন,–দাই আসিলে, তেল গরম করিয়া সর্ব শরীরে মাখাইয়া উত্তমরূপে তাপ দিতে বলিবে। এই বলিয়া প্রতিবাসিনী চলিয়া গেলেন।

বলা বাহুল্য যে, এই পীড়িতা স্ত্রীলোকটি আর কেহ নহেন, ইনি রসময়বাবুর প্রথম পক্ষের স্ত্রী। রসময়বাবু তখন কলিকাতায় কর্ম করিতেন। তিনি তখন অতি অল্প বেতন পাইতেন। দাস দাসী রাখিবার তখন তাহার ক্ষমতা ছিল না। তাহার জন্য অভিভাবকও কেহ ছিলেন না। অগত্যা স্ত্রীকে একেলা ছাড়িয়া কলিকাতায় তাহাকে থাকিতে হইত। কিন্তু তাহার জন্য বিশেষ ভাবনার কোন কারণ ছিল না; প্রতিবাসী ও প্রতিবাসিনীগণ সকলেই তাঁহার স্ত্রীর তত্ত্বাবধান

www.bengaliebook.com

করিতেন। এই বিপদের সময়ও তাহারা দিনের মধ্যে ভিজিতে ভিজিতে অনেক বার আসিয়া তত্ত্ব লইতেছিলেন। আবশ্যক হইলে তাহারা ডাক্তার আনিয়া দিতেন। কিন্তু চারি ক্রোশ দূরে একখানি গণ্ডগ্রাম হইতে ডাক্তার আনিতে হইত। একবার ডাক্তার আনিতে দশ টাকা খরচ হয়। সে টাকা রসময়বাবুর স্ত্রীর ভগিনীর হাতে ছিল না। প্রসবকালে ভগিনীর সেবা করিবার নিমিত্ত সম্প্রতি তিনি সেই গ্রামে আসিয়াছিলেন। তাহার স্বামী অল্প বেতনে সামান্য একটি চাকরী করিয়া দিনপাত করিতেন। সেজন্য টাকাকড়ি লইয়া তিনি ভগিনীর গৃহে আগমন করেন নাই। বাধা দিয়া টাকা কর্জ করিবেন এরূপ গহনাও তাহার নিকট ছিল না। সময়বাবুর নিকট তিনি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। ভগিনীপতি শীঘ্রই আসিয়া উপস্থিত হইবে। সে আসিয়া ডাক্তার আনবে, সেই প্রতীক্ষায় তিনি পথপানে চাহিয়া ছিলেন।

রসময়বাবু সন্ধ্যার পর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্ত্রীর অবস্থা দেখিয়া তিনি অধীর হইয়া পড়িলেন। সেই রাত্রিতেই তিনি চারি ক্রোশ দূরে ডাক্তার আনিতে দৌড়িলেন। কিন্তু সে দুর্যোগে পালকী-বেহারাগণ বাহির হইতে সম্মত হইল না। স্ত্রীর অবস্থা বলিয়া ডাক্তারের নিকট হইতে কিছু ঔষধ লইয়া বিরস বদনে রাত্রি দুইটার সময় তিনি প্রত্যাগমন করিলেন।

www.bengaliebook.com

তৃতীয় পরিচ্ছেদ - খুকীকে ভুলিও না

পরদিন প্রাতঃকালে ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এরূপ লোগ আমি অনেক দেখিয়াছি; ভালরূপ চিকিৎসা হইলেও এ রোগে কচিৎ কেহ রক্ষা পাইয়া থাকে। ডাক্তার আসিয়া প্রথম সূতিকাঘর দেখিয়াই জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন,-এরূপ স্থানে সুস্থ মানুষ থাকিলেও মরিয়া যায়। কোন্ প্রাণে পীড়িতা প্রসূতিকে আপনারা এরূপ স্থানে রাখিয়াছেন?

রসময়বাবু কোন উত্তর করিলেন না। কিন্তু একজন প্রবীণ প্রতিবাসী বলিলেন,-আপনি যে বিলাতী সাহেব দেখিতে পাই। আপনার বাড়ীতে কি হয়? আপনি যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন আপনার আঁতুড় ঘরের জন্য মাবেল পাথরের মনুমেন্ট প্রস্তুত হইয়াছিল না কি?

ডাক্তার কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,-প্রসূতিকে আপনারা ঘরের মধ্যে লইয়া যাইতে পারেন না?

রসময়বাবু উত্তর করিলেন,-পল্লীগ্রাম। দুই-চারিটা নাকরকেলপাতা দিয়া চিরকাল আমাদের আঁতুড় ঘর হয়। আজ যদি আমি তাহার অন্যথা করি, তাহা হইলে সকলে আমার নিন্দা করিবে।

ডাক্তার আর কোন কথা বলিলেন না, বলিবার বড় প্রয়োজনও ছিল না; কারণ, পীড়িতার তখন আসন্নকাল উপস্থিত হইয়াছিল। ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন।

পীড়িতা প্রসূতি যে এপাশ ওপাশ করিতেছিলেন ক্রমে তাহা স্থির হইয়া আসিল। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস কার্য অতি কষ্টে সম্পন্ন হইতে লাগিল। রসময়বাবু ও তাহার শালী বুঝিলেন যে, আর অধিক বিলম্ব নাই। দুইজনে দুই পার্শ্বে বসিয়া

রহিলেন। অবিরল ধারায় চক্ষুর জল পড়িয়া, দুইজনের বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

অপরাহ্ন প্রায় তিনটা বাজিয়া থাকিবে, এমন সময় রোগিণীর সহসা একটু জ্ঞানের উদয় হইল। বিস্মিত মনে তিনি চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। তাহার পর অতি ধীরে ধীরে তিনি বলিলেন,–এ কি। আমি কোথায়?

মস্তক অবনত করিয়া রসময়বাবু তাঁহার মুখের নিকট আপনার কর্ণ রাখিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ তিনি আর কোন কথা বলিলেন না। স্থিরভাবে তিনি যেন চিন্তা করিতে লাগিলেন।

বলিলেন। তাই হাঁপাতে হাঁপাতে ঐফুলিও না। তবে

চিন্তা করিয়া তাহার যেন সকল কথা মনে হইল। তখন ভগিনীর মুখের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন,–দিদি।

নিকটে অগ্রসর হইয়া, ভগিনী মস্তক অবনত করিয়া, কান পাতিয়া রহিলেন। রোগিণী অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,–যা হইয়াছিল, তা আছে?

ভগিনী উত্তর করিলেন,–আছে বই কি।

এই বলিয়া তিনি তাড়াতাড়ি খুকীকে লইয়া তাহার সম্মুখে ধরিলেন। রোগিণী আস্তে আস্তে খুকীর ক্ষুদ্র হস্তটি ধরিয়া ভগিনীর হস্তের উপর রাখিয়া বলিলেন, তোমাকে দিলাম।

তাহার পর রসময়বাবুর হাতটি ধরিয়া তিনি সেইরূপ মৃদুস্বরে বলিলেন,–বাবু। তবে যাই। কিছু মনে করিও না। তুমি পুনরায় বিবাহ করিবে। আমাকে

www.bengaliebook.com

একেবারে ভুলিও না। খুকী দিদির কাছে থাকিবে? খুকীকে ভুলিও না। তবে যাই।

অতি কষ্টে, হাঁপাতে হাঁপাতে, এক একটি করিয়া এই কথাগুলি তিনি রসময়বাবুকে বলিলেন। তাহার পর আর তিনি কথা কহিতে পারিলেন না। পরমুহূর্তেই তাহার ভগিনী কাঁদিয়া উঠিলেন। এই অল্প বয়সেই তাহার ইহলীলা সমাপ্ত হইয়া গেল। কাঁদিতে কাঁদিতে রসময়বাবু সে স্থান হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

কিছুদিন পরে রসময়বাবু শালী, খুকীকে লইয়া স্বগ্রামে প্রস্থান করিলেন। রসময়বাবুও কলিকাতা চলিয়া গেলেন। রসময়বাবু একবার আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তাহার অন্তঃকরণ নিতান্ত কোমল। সে কথা সত্য। বর্মাণীর মৃত্যুর পর তিনি যে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিলেন, তাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম। আমি শুনিয়াছি যে, তাহার এই প্রথম স্ত্রীবিয়োগের পরেও তিনি শোকে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। সূতিকাগারে পত্নীর পীড়া হইয়াছে, এই কথা শুনিয়া রোগিণীর নিমিত্ত কলিকাতা হইতে তিনি এক বোতল ব্রাণ্ডি লইয়া গিয়াছিলেন। শোক-নিবারণের নিমিত্ত সেই ব্র্যাণ্ডি তিনি একটু একটু পান করিতে আরম্ভ করিলেন। মদ্যপান করিতে তিনি এইরূপে শিক্ষা করিলেন। পত্নীবিয়োগে রসময়বাবু এতদূর অধীর হইয়া পড়িলেন যে, কাজ-কর্ম তিনি আর কিছুই করিতে পারিলেন না। চাকরী ছাড়িয়া পাগলের ন্যায় তিনি দেশ-পর্যটনে বাহির হইলেন। বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া, অবশেষে তিনি ব্রহ্মদেশে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে রসময়বাবুর সহিত আমার আলাপ পরিচয় হয়।

www.bengaliebook.com

চতুর্থ পরিচ্ছেদ - নিবিড় বনে দেবকন্যা

রসময়বাবুর শালী,-কন্যাটিকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। যখন সে ছয় মাসের হইল, তখন তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষ পরামর্শ করিয়া, তাহার নাম কুসুমকুমারী রাখিলেন। বলা বাহুল্য যে, তাহাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত ফোক্‌লা দিগম্বর মহাশয়ের শুভাগমন হইয়াছে। ব্রহ্মদেশে কর্ম পাইয়া রসময়বাবু প্রথম প্রথম ভায়রাভাইকে চিঠিপত্র লিখিতেন। কুসীর প্রতিপালনের নিমিত্ত মাঝে মাঝে টাকাও পাঠাইতেন। কুশীর যখন পাঁচ বৎসর বয়স, তখন বর্মাণী তাহার গৃহের গৃহিণীত্ব-পদ প্রাপ্ত হইল। সেই সময় হইতে তাহার পান-দোষও দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল! ক্রমে ক্রমে তিনি ভায়রাভাইকে পত্রাদি লেখা বন্ধ করিয়া দিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি কুসীকে বিস্মৃত হইলেন। সেই সময় হইতে কন্যার প্রতিপালনের নিমিত্ত আর একটি পয়সাও তিনি প্রেরণ করিলেন না।

কুসীর মেসোমহাশয় আট টাকা বেতনের সামান্য একটি চাকরী করিতেন। পল্লীগ্রামের খরচ অল্প, সেই আট টাকাতেই কোনরূপে তাহার দিনপাত হইত। ইহাতে কষ্টে সংসার চলে বটে, কিন্তু সঞ্চয় কিছু হয় না। সে নিমিত্ত কুসীর বয়ঃক্রম যখন দশ বৎসর হইল, তখন তাহার বিবাহের নিমিত্ত ইনি বড়ই চিন্তিত হইলেন। তিনি দেখিলেন যে অতি সংক্ষেপে বিবাহ দিলেও দুই শত টাকার কমে হয় না। কিন্তু যখন দুইটি পয়সা হাতে নাই, তখন দুই শত টাকা তিনি কোথায় পাইবেন? কুসীর বিবাহের নিমিত্ত রসময়বাবুকে ইনি বার বার পত্র লিখিলেন। রসময়বাবু একখানি পত্রেরও উত্তর দিলেন না। কুসীর বয়স বারো বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তবুও তাহার বিবাহ হইল না। এই সময় আর একটা বিপদ ঘটিল। কুসীর মেসোমহাশয় পীড়াগ্রস্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। কুসীর বিবাহ দেওয়া দূরে থাকুক, তাহাদের দিন চলা ভার হইয়া উঠিল।

www.bengaliebook.com

আমাদের চিন্তা করা বৃথা, যিনি মাথার উপরে আছেন, তিনি যাহা করেন, তাহাই হয়। মেসোমহাশয়ের বাটী হইতে কিছুদূরে গ্রামের প্রান্তভাগে বৃহৎ একটি বাগান আছে? সেই বাগানের মাঝখানে একটি পুষ্করিণী আছে। উপরে আম, কাঁঠাল, নারিকেল প্রভৃতি ফলের গাছ, নিম্নে ঘোট ঘোট বন-গাছ নানা প্রকার তরু-পল্লীর সম্বলিত নিবিড় বন দ্বারা পুকুরটির চারি ধার আবৃত রহিয়াছে। পুকুরটিতে বাঁধা ঘাট নাই; সে স্থানে বড় কেহ স্নান করিতে অথবা জল আনিতে যায় না। দুই ধারে বন মাঝখানে গরু ও মানুষ-জন যাইবার নিমিত্ত সামান্য একটু সঙ্কীর্ণ পথ। সেই পথ পুষ্করিণীর এক পার্শ্বে একটি মেটে ঘাটে গিয়া শেষ হইয়াছে। মানুষে এ ঘাটটি প্রস্তুত করে নাই, গরু-বাছুর নামিয়া সামান্য একটু ঘাটের মত হইয়াছে এই মাত্র। স্থানটি নির্জন।।

একদিন অপরাহ্নে, এই নির্জন স্থানে, জলের ধারে সেই মেটে ঘাটে বসিয়া, একটি বালিকা হাপুশ-নয়নে কাঁদিতেছিল। বালিকা? বালিকা বটে, কিন্তু বয়ঃক্রম দ্বাদশ উত্তীর্ণ হইয়া থাকিবে। তবে তাহার সিঁথিতে সিন্দুর ছিল না। আমি অবশ্য তাহা দেখি নাই; কারণ, আমি সে স্থানে উপস্থিত ছিলাম না। কিন্তু পুষ্করিণীর অপর পার্শ্বে বনের ভিতর লুকায়িত থাকিয়া, ছোট একগাছি ছিপ লইয়া, যে লোকটি সমুদয় দেখিয়াছিল। কি নিমিত্ত বালিকা ক্রন্দন করিতেছিল, তাহাও সে বুঝিতে পারিয়াছিল। একবার ঐ লোকটিকে ভাল করিয়া দেখ। ফুট গৌরবর্ণ বিমলকান্তি, সত্য-উচ্চভাব-দয়া-মায়া-পূর্ণ মুখশ্রী,নানা গুণ সম্পন্ন ঐ যে যুবক বনের ভিতর বসিয়া আছে, উহাকে একবার ভাল করিয়া দেখ। যেদিন কুলী মাতৃহীনা হয়, সেই রাত্রিতে বিধাতা আসিয়া উহারই নাম শিশুর ললাটে লিখিয়াছিলেন।, যুবকের বয়ঃক্রম সতের কি আঠারো হইবে। কিছুক্ষণ পূর্বে বাম হস্তে একটু ময়দা মাখিতে মাখিতে দক্ষিণ হস্তে পুঁটিমাছ ধরিবার ছোট ছিপ গাছটি লইয়া, সে এই পুষ্করিণীর ধারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। প্রথম ঘাটের নিকট গিয়া দেখিল যে সে স্থানে

অতিশয় রৌদ্র। সে নিমিত্ত পুকুরের বিপরীত দিকে গিয়া অতি কষ্টে জঙ্গল ঠেলিয়া, বনের ভিতর সে মাছ ধরিতে বসিয়াছিল।

অল্পক্ষণ পরেই ঘাটের দিকে মানুষের পদশব্দ হইল। সে চাহিয়া দেখিল। আলৌকিক রূপলাবন্য সম্পন্ন এক বালিকাকে সেই নির্জন স্থানে একাকী আসিতে দেখিয়া যুবক চমকিত হইল। বালিকার যৌবন আগতপ্রায়! এ নিবিড় বনে—এই নির্জন স্থানে কোন দেবকন্যা আগমন করিলেন না কি! এমন রূপ তো কখনও দেখি নাই। অনিমেষ নয়নে সে বালিকার দিকে চাহিয়া রহিল। সামান্য একখানি পাছা-পেড়ে বিলাতী শাড়ী সেই বালিকা পরিধান করিয়াছিল।

কিন্তু তাহার উজ্জল শুভ্র দেহের উপর স্থানে কাপড়ের কালো পাড়টি পড়িয়া, কি এক অপূর্ব সৌন্দর্যের আবির্ভাব হইয়াছিল। হাতে গাছকত কাচের চুড়ী ব্যতীত তাহার শরীরে অন্য কোন অলঙ্কার ছিল না। কিন্তু সেই গোল কোমল শুভ্র হস্তে কৃষ্ণবর্ণের চুড়ী-কেমন অপূর্ব লোভর সৃষ্টি করিয়াছিল। নিবিড় চাকচিক্যশালী কেশগুলি, মস্তকের মধ্যস্থলে কেমন একটি সুক্ষ্ম রেখা দ্বারা দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল। ললাটের উপর সাঁথির আরম্ভ-স্থলে সিন্দুরবিন্দু ছিল না। নিমেষের মধ্যে তাহাও যুবকের নয়নগোচর হইয়াছিল। মস্তক অবনত করিয়া বালিকা আসিতেছিল, সে নিমিত্ত চক্ষুদ্বয় ভূমির দিকে অবনত ছিল। ঘোর কৃষ্ণবর্ণের সুদীর্ঘ ঘন অবনত সেই চক্ষু-পল্লবশ্রেণী দেখিলেই মানুষের মন মোহিত হইয়া যায়। কিন্তু তাহার অন্তরালে যে তরল অনল গঠিত নীলপঙ্কজ-সদৃশ্য নয়ন দুটি রহিয়াছে। তাহা দেখিলে মানুষের কি হয়? আর গোপন করিবার আবশ্যক কি? এই বালিকা আমাদের কুসী। তাই বলি, হে ফোগলে! আর জন্মে তুমি কিরূপ তপস্যা করিয়াছিলে?

www.bengaliebook.com

পঞ্চম পরিচ্ছেদ - অপরাহ্নের অবগাহন

পুষ্করিণীর অপর পার্শ্বে বসিয়া ছিপগাছটি হাতে করিয়া, যুবক অনিমেষ-নয়নে কুসীর দিকে চাহিয়া রহিল। বামকক্ষে কলসী লইয়া ভূমির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কুসী দ্রুতবেগে সেই সামান্য ঘাট দিয়া জল অভিমুখে নামিতে লাগিল। ঘাটের সঙ্কীর্ণ পথ পিচ্ছিল ছিল, সহসা পদস্খলিত হইয়া কুসী ভূমির উপর পতিত হইল। পতিত হইয়া সেই নিম্নগামী পথ দিয়া আরও কিছুদূর সে হড়িয়া পড়িল। কক্ষদেশ হইতে কলসীটি পৃথক হইয়া গেল, পরক্ষণেই তাহা গড়াইয়া জলে গিয়া পড়িল। আশ্বিন মাস। পুষ্করিণী তখন জলপূর্ণ ছিল। যে স্থানে কলসীটি ডুবিয়া গেল, সে স্থানে গুটিকত বুদবুদ উঠিল। কুসী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। সেই বুদবুদের দিকে চাহিয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

যুবক মনে করিল যে, বালিকাকে অতিশয় আঘাত লাগিয়া থাকিবে, সেজন্য সে কাঁদিতেছে। সেই মুহূর্তে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। কোন কথা না বলিয়া, বন ভাঙ্গিয়া অতি দ্রুতবেগে সে উপরে উঠিতে চেষ্টা করিল। বনে ছিপের সূতা জড়াইয়া গেল। ব্যস্ত হইয়া এক টান মারিয়া সে সূতা ছিড়িয়া ফেলিল। ছিপগাছটি এক গাছে লাগিল। ক্রোধভরে ছিপটি ভাঙ্গিয়া সে দূরে নিক্ষেপ করিল। বন পার হইয়া সে উপরে উঠিল; বন পার হইয়া পুষ্করিণীর পাড় প্রদক্ষিণ করিয়া, যথাসাধ্য দ্রুতবেগে সে ঘাটের দিকে দৌড়িতে লাগিল। কাটা-খোঁচায় তাহার পরিধেয় কাপড় ফালাফালা হইয়া ছিড়িয়া গেল; পদদ্বয়ের নানাস্থান হইতে রক্তধারা পড়িতে লাগিল। সে সমুদয়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া সে বন-জঙ্গল অতিক্রম করিতে লাগিল। অবশেষে ব্যস্ত হইয়া, সে সেই ঘাটের উপরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর বালিকার নিকট যাইবার নিমিত্ত সেই পিচ্ছিল নিম্নগামী পথ দিয়া সে-ও দ্রুতবেগে নামিতে লাগিল। কিন্তু হায়! কথায় আছে,-দেবি তুমি যাও কোথা? না, তাড়াতাড়ি যেথা। তাড়াতাড়িতে যুবকেরও পদস্খলিত হইল, যুবকও পড়িয়া গেল; সেই

পিচ্ছিল নিম্নগামী পথ দিয়া একেবারে সে জলে গিয়া পড়িল। কিনারার অতি অল্পদূরেই গভীর জল ছিল। ক্ষণকালের নিমিত্ত যুবক একেবারে ডুবিয়া গেল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাসিয়া উঠিল। যদি সে সাঁতার না জানিত, তাহা হইলে, আজ এই স্থানে ঘোর বিপদ ঘটিত। তাহা হইলে, আমার এ পুস্তকও আর লেখা হইত না।

যাহা হউক, সামান্য একটু সন্তরণ দিয়া, যুবক পুনরায় কুলে আসিয়া উপনীত হইল। সে স্থানে আসিয়া অতি সাবধানে অতি ধীরে ধীরে, পায়ের নখ আর্দ্র মৃত্তিকার উপর প্রোথিত করিয়া, পুনরায় সে উঠিতে লাগিল। যে স্থানে বালিকা উপবেশন করিয়াছিল তাহার নিকটে আসিয়া সে-ও তাহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িল।

যুবক যখন মাছ ধরিতেছিল, তখন কুসী তাহাকে দেখে নাই। তাহার পর বনে যখন শব্দ হইতে লাগিল, তখন সে মনে করিল যে, গরু-বাছুরে বুঝি এইরূপ শব্দ করিতেছে। ঘাটের উপর আসিয়া যুবক উপস্থিত হইলে, কুসী সেই দিকে চাহিয়া দেখিল। সেই নির্জন স্থানে অকস্মাৎ একজন মানুষ দেখিয়া তাহার অতিশয় ভয় হইল; পরক্ষণেই যখন সেই মানুষ উপবিষ্ট অবস্থায় দুই হাত দুই দিকে মাটিতে রাখিয়া হড়হড় শব্দে অতি দ্রুতবেগে জল অভিমুখে নামিতে লাগিল, তখন কুসী ঘোরতর বিস্মিত হইল। অবশেষে যখন সে জলে ডুবিয়া গেল, তখন তাহার ভয়ের আর সীমা রহিল না। লোক ডাকিবার নিমিত্ত সে চীৎকার করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই সে-মানুষ ভাসিয়া উঠিল। এ সমুদয় ঘটনা অতি অল্পকালের মধ্যেই ঘটিয়া গেল। একটি ঘটনার পর আর একটি ঘটনা এত সত্বর ঘটিয়া গেল যে, কোন্ অবস্থায় কি করা কর্তব্য, সে কথা ভাবিবার চিন্তিবার নিমিত্ত কুসী আর সময় পাইল না। সাঁতার দিয়া কুলে উপনীত হইয়াও যুবক সহজে উপরে উঠিতে পারে নাই। স্থানটি এমনি পিচ্ছিল ছিল, আর নিকটেই জল এত গভীর ছিল যে, দুই তিন বার চেষ্টা করিয়াও সে

www.bengaliebook.com

সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। নিকটে গিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে তুলিবার নিমিত্ত কুলী এই সময় উঠিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সে উঠিতে পারিল না। তাহার দক্ষিণ পায়ের গাঁঠিতে অতিশয় বেদনা হইল। পড়িয়া গিয়া তাহার পায়ে যে আঘাত লাগিয়াছে, পুর্বে সে জানিতে পারে নাই। উঠিতে গিয়া এখন সে তাহা জানিতে পারিল।

www.bengaliebook.com

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ - পায়ে বড় ব্যথা

যাহা হউক, অতি কষ্টে উপরে উঠিয়া যুবক বালিকার নিকট আসিয়া বসিল। ইহার পূর্বেই কুসীর ক্রন্দন থামিয়া গিয়াছিল। এখন আর বিপদের আশঙ্কা নাই। যেভাবে যুবকের পতন হইয়াছিল, কুসীর এখন তাহাই স্মরণ হইল। কুসীর গণ্ডদেশে কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত হইয়া ওষ্ঠদ্বয়ে ঈষৎ হাসির চিহ্ন উদিত হইল। যুবকও হাসিয়া ফেলিল।

তাহার পর যুবক বলিল,-তুমিও তো পড়িয়া গিয়াছিলে! তুমি মনে করিয়াছ, তাহা আমি দেখি নাই। কিন্তু পুষ্করিণী ও-পারে বনের ভিতর বসিয়া আমি সব দেখিয়াছি। তোমাকে কি বড় লাগিয়াছে? তাই কি তুমি কাঁদিতেছিলে?

কুসীর এখন লজ্জা হইল। লজ্জায় তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। ঘাড় হেঁট করিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

যুবক পুনরায় বলিল,আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমাকে কি বড় লাগিয়াছে? সেই জন্য কি তুমি কাঁদিতেছিলে?

কুসী দেখিল যে, উত্তর না দিলে আর চলে না। আস্তে আস্তে সে বলিল,-আমি সেজন্য কাঁদি নাই।

যুবক জিজ্ঞাসা করিল,-তবে কি জন্য কাঁদিতেছিলে?

কুসী পুনরায় চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু যুবক ছাড়িবার পাত্র নহে। বার বার সে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—তবে কেন তুমি কাঁদিতেছিলে?

www.bengaliebook.com

নিরূপায় হইয়া কুসী সেইরূপ মৃদুস্বরে উত্তর করিল,—আমি জল লইতে আসিয়াছিলাম। আমার কলসী জলে পড়িয়া গিয়াছে। আমাদের বাড়ীতে আর কলসী নাই।

যুবক বলিল,-ওঃ! দুই পয়সার একটা মেটে কলসীর জন্য তুমি কাঁদিতেছিলে? তাহার জন্য আবার কান্না কি?

কুসী উত্তর করিল, মাসী-মা আমাকে বকিবেন?

যুবক উত্তর করিল,হঠাৎ তুমি পড়িয়া গিয়াছ; তাই কলসীও গিয়াছে, সেজন্য তিনি বকিবেন কেন।

কুলীর ইচ্ছা নয় যে, সকল কথার উত্তর প্রদান করে। কিন্তু সে অপরিচিত যুবক কিছুতেই তাহাকে ছাড়ে না। বাড়ী পলাইবার নিমিত্ত, কুসীর এখন চেষ্টা হইল, কিন্তু তাহার পায়ে অতিশয় ব্যথা হইয়াছিল।

যুবক বলিল,-তুমি বাড়ী পলাইবার জন্য ইচ্ছা করিতেছ। কিন্তু আমার সকল কথার উত্তর না দিলে কিছুতেই আমি পথ ছাড়িয়া দিব না। তুমি বলিলে তোমাদের বাড়ীতে আর কলশী নাই; পিত্তলের ঘড়া আছে?

কুসী উত্তর করিল,-না।

যুবক জিজ্ঞাসা করিল,-কখনও ছিল?

কুসী উত্তর করিল,-ছিল।

যুবক জিজ্ঞাসা করিল,—সে ঘড়া কি হইয়াছে? চোরে লইয়া গিয়াছে?

কুসী বলিল, আমি বাড়ী যাই।

যুবক দেখিল যে, বালিকা বিরক্ত হইতেছে। আর অধিক কথা সে জিজ্ঞাসা করিল না। সে বলিল,–রও! তোমার কলসী আমি তুলিয়া দিতেছি।

কুসী তাহাকে নিবারণ করিতে না করিতে, সে জলে ঝাপ দিল। ডুব দিয়া কলসী তুলিল, কিন্তু পূর্ণঘড়া গভীর জল হইতে উপরে তুলিতে না তুলিতে, দুই খণ্ড হইয়া ভাঙ্গি য়া গেল।

তখন যুবক বলিল,–ঐ যা! কলসীটি ভাঙ্গিয়া গেল। এবার কিন্তু আমার দোষ।

পুনরায় অতি সাবধানে পদক্ষেপ করিয়া যুবক উপরে উঠিয়া কুসীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। বাটী প্রত্যাগমন করিবার নিমিত্ত কুসী এইবার দাঁড়াইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সে দাঁড়াইতে পারিল না, একটু উঠিয়া পুনরায় বসিয়া পড়িল; তাহার পায়ে অতিশয় বেদনা হইল। কুসী কাঁদিতে লাগিল।

যুবক জিজ্ঞাসা করিল,–তোমার পায়ে অতিশয় লাগিয়াছে?

কুসী উত্তর করিল,–আমি দাঁড়াইতে পারিতেছি না। উঠিতে গেলেই আমার পায়ের গাঁটিতে বড় লাগে। আমি কি করিয়া বাড়ী যাইব।

যুবক বলিল,–চল! আমি তোমার হাত ধরিয়া লইয়া যাই।

কুসী বলিল,–না। তুমি আমার বাড়ীতে যদি খবর দাও।

যুবক জিজ্ঞাসা করিল,–কোন্ বাড়ী? কাহার বাড়ী?

কুসী উত্তর করিল,–নিমাই হালদারের বাড়ী আমার মাসীকে বলিবে।

www.bengaliebook.com

সপ্তম পরিচ্ছেদ – বাঙ্গাল দেশের মানুষ

আর কোন কথা না বলিয়া, যুবক তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল; নিমাই হালদারের বাটী অনুসন্ধান করিয়া, কুসীর মাসীকে সে সংবাদ প্রদান করিল। মাসী আসিয়া কুসীকে কোলে লইয়া গৃহে গমন করিলেন।

শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়া কিছুক্ষণ পরে যুবক, পুনরায় নিমাই হালদারের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। হালদার মহাশয়ের কেবল একখানি মেটে ঘর ছিল। ঘরের ভিতর তজোপোষের উপর তিনি শয়ন করিয়াছিলেন। সেই ঘরের দাওয়া বা পিড়াতে একটি মাদুরের উপর পা ছড়াইয়া, দেওয়ালের গায়ে কাষ্ঠ পিড়া ঠেস দিয়া, কুসী তখন বসিয়াছিল। মাসী তাহার নিকটে বসিয়া পৈতা কাটিতেছিলেন।

মাসীকে যুবক জিজ্ঞাসা করিল,–তোমাদের মেয়েটি বড় পড়িয়া গিয়াছিল। তাহাকে কি অধিক আঘাত লাগিয়াছে।

মাসী উত্তর করিলেন,–কুসী দাঁড়াইতে পারিতেছে না। সে জন্য বোধ হয়, অধিক লাগিয়া থাকিবে। হালদার মহাশয় বড় পিটপিটে লোক। তিনি বলেন যে, যে পুষ্করিণীতে অধিক লোক স্নান করে, গায়ের তেল- ময়লা সব ধুইয়া যায়, সে পুকুরের জল খাইতে নাই। তাই কুসী ঐ বাগানের পুষ্করিণী হইতে জল লইয়া আসে। কিন্তু যে ঘাট! ভাগ্যে মেয়ে আমার জলে পড়ে নাই। বোসোনা বাছা!

এই বলিয়া মাসী একখানি তালপাতার চটি সরাইয়া দিলেন। যুবক সেই চটির উপর উপবেশন করিল।

মাসী পুনরায় বলিলেন,–কুসী তোমার অনেক সুখ্যাতি করিতেছিল। তুমি তাহাকে তুলিতে গিয়া নিজে পড়িয়া গিয়াছিলে? তাহার পর ডুব দিয়া কলসী তুলিতে গিয়াছিলে? কলসীর জন্য কুসী কাঁদিতেছিল। কি করিব, বাছা! এখন আমাদের বড় অসময় পড়িয়াছে। কর্তা বিছানায় পড়িয়া আছেন। সংসার চলা আমাদের ভার হইয়াছে। দুই পয়সার কলসীর বটে, কিন্তু এখন আমাদের দুইটি পয়সা নয়, দুইটি মোহর। তুমি বুঝি রামপদদের বাড়ীতে আসিয়াছ?

যুবক উত্তর করিল,হাঁ গো। আমি রামপদর বন্ধু। কলিকাতায় আমরা এক বাসায় থাকি, এক কলেজে পড়ি। এবার পূজার ছুটির সময় আমি বাড়ী যাই নাই। রামপদ আমাকে এ স্থানে ধরিয়া আনিয়াছে।

মাসী বলিলেন,–কলিকাতা হইতে রামপদর একজন বন্ধু আসিয়াছে তা শুনিয়াছি কিন্তু তোমাকে দেখি নাই। তোমাদের বাড়ী কোথায়?

যুবক উত্তর করিল,–আমাদের বাড়ী বাঙ্গালা দেশে। আমরা হ্যান ক্যান করিয়া কথা বলি। বাঙ্গালা কথা কখনও শুনিয়াছেন?

কুসী শুনেনি?

মেয়েটির নাম বুঝি কুসী?

বাঙ্গাল কথার নাম শুনিয়া কুসী ইষৎ হাসিল, কিন্তু কোন উত্তর করিল না। মস্তক অবনত করিয়া সে পায়ের নখ খুঁটিতে লাগিল।

মাসী বলিলেন,–হাঁ, বাছা! ছদিনের মেয়ে আমার হাতে দিয়া কুসীর মা চলিয়া গিয়াছে। আমি ইহাকে প্রতিপালন করিয়াছি। আমরাই ইহার নাম কুসুমকুমারী রাখিয়াছি। দুঃখের কথা বলিব কি, বাছা! ইহার বাপ বেশ দু-পয়সা রোজগার করে, কিন্তু মেয়ের খোঁজ-খবর কিছুই লয় না। এই এত বড় মেয়ে হইল,

www.bengaliebook.com

এখনও ইহার আমরা বিবাহ দিতে পারি নাই। একবার সাগরে গিয়া, আমি বাঙ্গাল দেশের মানুষ দেখিয়াছিলাম। কিন্তু তোমার কথা তো বাছা সেরূপ নয়। তোমার কথা খুব মিষ্ট, শুনিলে প্রাণ শীতল হয়। তোমার নাম কি বাছা?

যুবক উত্তর করিল,–আমার নাম হীরালাল। আমরা ব্রাহ্মণ, বাঁড়ুয্যে।

এইরূপ কথাবার্তার পর হীরালাল চলিয়া গেল।

সে রাত্রিতে কুসীর অনেকক্ষণ পর্যন্ত কি নিদ্রা আসে নাই? হীরালালের মুখ বারবার তাহার মনে কি উদয় হইয়াছিল? হীরালাল কখন্ কি বলিয়াছিল তাহার এক একটি কথা কি তাহার মনে অঙ্কিত হইয়াছিল? আবার হীরালাল আসিবে কি না, আবার তাহার সহিত দেখা হইবে কি না, এ কথা সে কি বার বার ভাবিয়াছিল? পাছে তাহার সহিত আর দেখা

হয়, সেই চিন্তা করিয়া তাহার চক্ষুদ্বয় কি ছল্‌ছল্ করিয়াছিল? হীরালাল ব্রাহ্মণ, বাঁড়ুয্যে। ইহা শুনিয়া কুসীর মনে কি কোনরূপ আশার সঞ্চার হইয়াছিল? আমি এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না।

www.bengaliebook.com

অষ্টম পরিচ্ছেদ - রামপদর ক্রোধ

এক প্রতিবাসীর পুত্রের নাম রামপদ। রামপদ কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে বিদ্যা অধ্যয়ন করে। হীরালাল ও রামপদ এক বাসায় থাকে, এক কলেজে পড়ে; দুই জনে বড় ভাব। এবার পূজার ছুটিতে হীরালাল দেশে গমন করে নাই। অনেক অনুরোধ করিয়া, রামপদ তাহাকে আপনার বাটীতে আনিয়াছে।

কলিকাতায় সর্বদা আবদ্ধ থাকিতে হয়; সে জন্য পল্লীগ্রামে আসিয়া হীরালালের আর আনন্দের সীমা নাই। সকাল, সন্ধ্যা, সে মাঠে-ঘাটে ভ্রমণ করিত; এর বাড়ী, যাইত। আর যখন তখন পুটুলে ছিপগাছটি লইয়া, এ-পুকুর সে-পুকুর করিয়া বেড়াইত বড় মাছ ধরিবার নিমিত্ত ছিপ ফেলিয়া, তীর্থের কাকের ন্যায় একদৃষ্টে ফাতাপানে চাহিয়া থাকিবার ধৈর্য্য তাহার ছিল না।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা হীরালাল ও রামপদ পুস্তক হাতে লইয়া বসিল। অধ্যয়ন করিতেছি এই কথা বলিয়া, মনকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত তাহারা পুস্তক হাতে লইয়াছিল, পড়িবার নিমিত্ত নহে; পুস্তক হাতে করিয়া গল্প-গুজব করিলে, বড় একটা দোষ হয় না। দুই জন্যেই কিন্তু সুবুদ্ধি বালক। বিদ্যালয়ে ইহাদের বিলক্ষণ সুখ্যাতি আছে। ছুটির সময় দিন-কত আলস্যে কাটাইলে বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না;—এইরূপ মনে করিয়া পড়াশুনা আপাততঃ তাহারা তুলিয়া রাখিয়াছে।

অন্যমনস্ক ভাবে পুস্তকখানির পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে হীরালাল বলিল,-রামপদ। আজ ভাই আমি এক □□□□□□□□□-য়ে (ঘটনায়) পড়িয়াছিলাম।

রামপদ বলিল,-এক প্রকাণ্ড বাঘ তোমাকে গ্রাস করিতে আসিয়াছিল? আর তুমি অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া তাহার পা ধরিয়া আছাড় মারিয়াছিলে?

হীরালাল কিছু রাগতঃ হইয়া উত্তর করিল,–তামাসার কথা নয়। বড়ই শশাচনীয় অবস্থা। আহা! এরূপ সোনার প্রতিমা কতই না কষ্ট পাইতেছে। তাহার সেই মলিন মুখখানি মনে করিলে, আমার বুক ফাটিয়া যায়।

রামপদ বলিল,–বুঝিয়াছি কি হইয়াছে, তুমি লভে (ভালবাসায়) পড়িয়াছ। তুমি কুসীকে দেখিয়াছ। আমার অনুমান যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে তোমাকে দোষ দিই না। পথের লোকও কুসীর রূপে মোহিত হয়; শত্রুকেও মুগ্ধ হইয়া তাহার পানে চাহিয়া দেখিতে হয়। কেন যে এখনও কোনও বড়মানুষের ঘরে তাহার বিবাহ হয় নাই, তাহাই আশ্চর্য্য কথা। যদি এক গোত্র না হইত, তাহা হইলে আমি নিজেই কুসীকে বিবাহ করিতাম।

হীরালাল উত্তর করিল,–লভে পড়ি আর না পড়ি, কিন্তু এরূপ লক্ষ্মীরূপিণী বালিকা যে অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট পাইতেছে, তাহা শুনিলে বড় দুঃখ হয়। এই পাড়াগাঁয়ে, গরীবের ঘরে, এমন অদ্ভুত সুন্দরী কন্যা কি করিয়া জন্মগ্রহণ করিল, তাই আমি ভাবিতেছি।

রামপদ বলিল,–

Full many a gem of purest ray serene,
The dark unfathomed caves of occan dear;
Full many a flower is born to blush unseen,
And waste its sweetness in the desertair.

[কত শত মণি যার কিরণ উজ্জ্বল,
সিন্ধু মাঝে আছে যথা সলিল অতল।
কত শত ফুল ফুটে অরণ্য-ভিতর,
বৃথা নষ্ট হয় যার গন্ধ মনোহর।।]

www.bengaliebook.com

কুসীকে তুমি কোথায় দেখিলে?

হীরালাল যে স্থানে মাছ ধরিতে গিয়াছিল, সেই পুকুরে কুসী কিরূপে পড়িয়া গিয়াছিল, অবশেষে মাসীর সহিত কিরূপ কথাবার্তা হইয়াছিল, আদ্যোপান্ত সমুদয় কথা সে রামপদর নিকট বর্ণনা করিল।

তাহার পর হীরালাল বলিল,–ইংরাজী পুস্তকে সেকালের নাইট (বীর) দিগের কথা অনেক পড়িয়াছি। কিরূপে কোন দুবৃত্ত দানব পরমাসুন্দরী কোন রাজকন্যাকে হরণ করিয়া দুর্গমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিত, কিরূপে কোন্ বীর তুমুল যুদ্ধ করিয়া সেই দানবকে নিধন করিয়া রাজকন্যার উদ্ধারসাধন করিত, কিরূপ অশ্রুপূর্ণ নয়নে সেই যুবতী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিত, সেই ঢুলু ঢুলু নয়নের কুটিল কটাক্ষে দিশাহারা হইয়া কিরূপে বীর আপনার মনপ্রাণ তাহার পায়ে সঁপিত, আজ সেই সকল কথা ক্রমাগত আমার মনে উদিত হইতেছে।

রামপদ বলিল,–দেখ হীরালাল! তাহারা গরীব, তাহারা পীড়িত, তাহারা বিপন্ন। তাহাদের কথা লইয়া এরূপ তামাসা-ফষ্টি করা তোমার উচিত নয়। তাহারা আমাদের প্রতিবাসী। আমরা ও গ্রামের সকলে তাহাদের রক্ষক।

হীরালাল বলিল,–তুমি রাগ কর, এমন কথা আমি কিছু বলি নাই। আমি প্রকৃতই তাহাদের দুঃখে নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি। আমা দ্বারা তাহাদের যদি কোন সাহায্য হয়, তাহা করিতে আমি প্রস্তুত আছি।

রামপদ উত্তর করিল,–তাহারা তোমার নিকট বোধ হয় ভিক্ষা প্রার্থনা করে নাই।

হীরালাল বলিল,–তুমি এই বলিলে যে, কুসী তোমার সোত্র, তবে তুমি রাগ কর। কেন?

www.bengaliebook.com

রামপদ হাসিয়া উঠিল। রামপদ বলিল,–হীরালাল! তোমার সহিত আমার কখনও ঝগড়া হয় নাই, আজও হইবে না।

তাহার পর, কুসী, তাহার পিতা, মাসী ও মোসোমহাশয়ের সমুদয় পরিচয় রামপদ প্রদান করিল; আর তাহাদের বর্তমান অবস্থা কি, তাহাও সে হীরালালকে বলিল, তাহাদের অবস্থার কথা শুনিয়া, হীরালালের মনে আরও দুঃখ হইল।

www.bengaliebook.com

নবম পরিচ্ছেদ – নানা প্রতিবন্ধকতা

আহারাদির পর শয্যায় শয়ন করিয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত হীরালাল কুসীকে চিন্তা করিতে লাগিল। অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে মনে সে এই স্থির করিল যে, কুসীর সহিত আর আমি সাক্ষাৎ করিব না। সাক্ষাৎ করিয়া কোন ফল নাই; মনে অসুখ হইবে ব্যতীত আর সুখ হইবে না।

পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া সে মাঠের দিকে বেড়াইতে গেল। মাঠে যাইলে কি হইবে মন তাহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিল। সেই মনে কুসীর মুখখানি চিত্রিত হইয়াছিল। মন হইতে সেই চিত্রখানি মুছিয়া ফেলিবার নিমিত্র হীরালাল বার বার চেষ্টা করিতে লাগিল। একেবারে মুছিয়া ফেলা দূরে থাকুক, অধিকক্ষণের নিমিত্ত সে তাহা আচ্ছাদিত অবস্থাও রাখিতে পারিল না। অন্য চিন্তা দ্বারা এক একবার সে সেই চিত্রখানিকে আবৃত করে, কিন্তু আবার একটু অনমনস্ক হয়, আর পুনরায় তাহা বাহির হইয়া পড়ে। হীরালালের তখন যেন চমক হয়, সে তখন আপনাকে ভৎর্সনা করিয়া বলে,–দূর ছাই! আবার তাহাকে ভাবিতেছি!

মাঠ হইতে বাটী প্রত্যাগমনের দুইটি পথ ছিল; একটি কুসীর বাটীর সম্মুখ হইয়া, অপরটি অন্য দিক দিয়া। ভুলক্রমে অবশ্য, হীরালাল প্রথম পথটি অনুসরণ করিল। ভুলক্রমে যখন এই পথে আসিয়া পড়িয়াছি, তখন কুসী আজ কেমন আছে না দেখিয়া যাওয়াটাও ভাল হয় না। সেই কথা জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত ভুলক্রমে মেসোমহাশয়ের বাটীতে সে গমন করিল।

পূর্বদিন অপেক্ষা কুসীর বেদনা অধিক হইয়াছিল। সেজন্য মাসীকে হীরালাল বলিল,- কুসীর পায়ে একটু ঔষধ দিতে হইবে, ও-বেলা আমি ঔষধ আনিয়া দিব। এ কথাটাও কি সে ভুলক্রমে বলিয়াছিল?

www.bengaliebook.com

হীরালাল যে ডাক্তারখানা হইতে মূল্য দিয়া ঔষধ আনিবে, মাসী তাহা বুঝিতে পারেন নাই। সে জন্য তিনি কোনও আপত্তি করিলেন না। আজ মেসোমহাশয়ের সহিতও হীরালালের আলাপ হইল। ঘরের ভিতর গিয়া তাহার তক্তপোষের এক পার্শ্বে বসিয়া হীরালাল অনেকক্ষণ গল্প-গাছা করিল। মেলোমহাশয় কুসীর ও কুসীর পিতার কথা অনেক বলিলেন। তাহার বাড়ী কোথায়, তাহারা কোন্ গাঁই, কাহার সন্তান স্বভাব কি ভঙ্গ, সে সকল পরিচয়ও হীরালালকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। মেসোমহাশয়ের নিজের পীড়ার কথাও অনেক হইল।

অপরাহ্নে হীরালাল যথারীতি আর একগাছি ছিপ ইয়া রামপদদিগের ঘর হইতে বাহির হইল। কিন্তু সে দিন সে মাছ ধরিতে যাইল না। লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া একটি মাঠ পার হইয়া নিকটস্থ একটি গ্রাম অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। সেই গ্রামে ডাক্তারখানা ছিল। সেই গ্রামে উপস্থিত হইয়া ডাক্তারের সহিত পরামর্শ করিয়া, সে কুসীর জন্য কিছু ঔষধ ক্রয় করিল। যাহাতে শরীরে বল হয় ও রাত্রিতে নিদ্রা হয়, মেসোমহাশয়ের নিমিত্ত কিছু ঔষধ লইল। কুসীর ঔষধ শিশিতে ও মেসোমহাশয়ের ঔষধ কৌটাতে ছিল। ভুল হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। পথে আসিতে আসিতে সে দুইটি ঔষধ হইতেই ডাক্তারখানার কাগজ তুলিয়া ফেলিল; কুসীদের বাটীতে আসিয়া সে ঔষধ দুইটি মাসীকে প্রদান করিল। পায়ে কিরূপে ঔষধ লাগাইতে হয়, তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে অনেক বিলম্ব হয়; সেই জন্য তাহা বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত কুসীর নিকট হীরালালকে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইল। কুসীর নিকট হীরালাল বসিয়া কেবল যে ঔষধের কথা বলিল, তাহা নহে, বঙ্গদেশের কথা, কলিকাতার কথা, নানাপ্রকার গল্প হইল। পূর্বদিন অপেক্ষা আজ কুসী কিছু ভয়-ভাঙ্গা হইয়াছিল বটে, কিন্তু লজ্জায় সর্বদাই তাহাকে মুখ অবনত করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। মাঝে মাঝে কেবল দুই একটি কথার উত্তর দিতে সমর্থ হইয়াছিল। হীরালাল চলিয়া গেলে কুসী মনে মনে ভাবিল,–ইহাকে

www.bengaliebook.com

দেখিলেই আমার এত লজ্জা হয় কেন? অন্য লোককে দেখিলে তো এত লজ্জা হয় না।

সেই রাত্রিতে গৃহিণীকে সম্বোধন করিয়া মেসোমহাশয় বলিলেন,-ছোকরা বড় ভাল। বড়ঘরের ছেলে। অমনি একটি ছেলের হাতে কুসীকে দিয়া মরিতে পারিতাম। কিন্তু তাহার পরিচয় লইয়া বুঝিতে পারিলাম যে, সে আশা বৃথা। ইহারা বঙ্গদেশের বড় কুলীন; আমাদের ঘরে ইহারা বিবাহ করিবে না।।

সেই দিন সন্ধ্যাবেলা হীরালাল বলিল,-রামপদ! কুসীদের অবস্থা আমি যতই ভাবিতেছি, ততই আমার মনে দুঃখ হইতেছে। কুসীর মেসোমহাশয় অধিক দিন বোধ হয়, আর বাঁচিবেন না; তখন ইহাদের দশা কি হইবে?

রামপদ উত্তর করিল,-তুমি দুই দিনের জন্য এখানে আসিয়াছ, ইহাদের কথায় তোমার থাকিবার আবশ্যক কি? তুমি যদি না আসিতে, তাহা হইলে কি হইত? পাড়াপ্রতিবাসী আমরা পাঁচজনে আছি, আমরা অবশ্য দেখিতাম।

হীরালাল বলিল,-তবে এখন দেখ না কেন? সে দিন দুপয়সার একটি মেটে কলসীর জন্য সে কাঁদিতে লাগিল। নিতান্ত অভাব না হইলে দুই পয়সার কলসীর জন্য কেহ কাঁদে না!

রামপদ বলিল,-তাহাদের প্রতি যদি তোমার এতই দয়া হইয়াছে, তাহা হইলে তাহাদের দুঃখ নিবারণ কর না কেন? কুসী ব্রাহ্মণের মেয়ে, মনে করলেই তুমি তাহাকে বিবাহ করিতে পার। তুমি বড় মানুষের ছেলে, তোমাদের অর্থের অভাব নাই; তুমি কুসীকে বিবাহ করিলেই তাহাদের দুঃখমোচন হয়।

হীরালাল উত্তর করিল,-মনে করিলেই আমি সে কাজ করিতে পারি না। অনেক প্রতিবন্ধক আছে।

www.bengaliebook.com

রামপদ জিজ্ঞাসা করিল,–প্রতিবন্ধক কি, তা শুনিতে পাই না?

হীরালাল উত্তর করিল,–আমি স্বভাবকুলীন, কুসীকে বিবাহ করিলে আমার কুল ভাঙ্গিয়া যাইবে।

রামপদ বলিল,–লেখা-পড়া শিখিয়া তোমার বিদ্যা বড় মন্দ হয় নাই! এক কর্ম কর,–পাঁচ শত বিবাহ কর, নম্বর-ওয়ারি পত্নীদিগের খাতা কর, এ শশুরবাড়ী হইতে সে শ্বশুরবাড়ী গস্ত করিয়া বেড়াও; দুই তিন বৎসর অন্তর এক এক শ্বশুরবাড়ী গিয়া দেখ যে, চমৎক্তার খোকা-খুকী দ্বারা তোমার স্ত্রীর কোল আলোকিত হইয়া আছে।

হীরালাল উত্তর করিল,–কুলীনগিরির কথা ছাড়িয়া ক্লিাম। আমি স্বকৃতভঙ্গ হইলেও চারি পুরুষ পর্যন্ত বংশের সম্মান থাকিবে; ততদিন কুলীনগিরি উঠিয়া যাইবে। কিন্তু বিশেষ প্রতিবন্ধক এই যে, আমার পিতামাতা বর্তমান। পিতার অমতে একাজ কি করিয়া করি? তাহার পর দেশে এক ব্যক্তির কন্যার সহিত বিবাহ দিবেন বলিয়া, শিশুকাল হইতে পিতা আমার সম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। সে ব্যক্তির এই এক কন্যা ব্যতীত অন্য সন্তানসন্তুনি নাই। তাহার সমুদয় বিষয় আমি পাইব।

রামপদ উত্তর করিল,–সম্পত্তির কথা বড় ধরিনা। কিন্তু তোমার পিতার অমতে এরূপ কাজ তুমি কি করিয়া করিবে, তাহাই ভাবিতেছি।

হীরালাল বলিল,–তাহা করিলে পিতা আর আমার মুখদর্শন করিবেন না।

রামপদ বলিল,– তুমি কলিকাতা চলিয়া যাও; আর তুমি এস্থানে থাকিও না।

www.bengaliebook.com

দশম পরিচ্ছেদ - তোমার কি মত

হীরালাল সত্বর কলিকাতা চলিয়া যাইবে, ইহাই স্থির হইল। পরদিন প্রাতঃকালে কুসীকে একবার দেখিতে যাইল। মেসোমহাশয়ের বাটীতে গমন করিয়া তাহার নিকট ও মাসীর নিকট সে বিদায় গ্রহণ করিল। তাহার পর, কি সূত্রে সে কুসীর নিকট সে বিদায় গ্রহণ করিবে, তাহাই সে ভাবিতে লাগিল।

হীরালাল যখন তাহাদের বাটীতে আসিল, তখন কুসী পিড়াতে মাদুরে বসিয়া গৈতা কাটিতেছিল। দূর হইতে হীরালালকে দেখিয়া সে কাটনার ডালাটি আপনার পশ্চাতে লুকায়িত করিল ও তাহার পর ভাল মানুষের মত পুনরায় দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিল। হীরালাল কিন্তু ডালা দেখিতে পাইয়াছিল। কুসী এখনও চলিতে ফিরিতে পারে না। হীরালাল তাহার নিকট গিয়া বলিল,-তোমার পায়ের ব্যথা কমে নাই? তুমি বোধ হয়, দোষ কি আর যে পায়ে ভাল করিয়া ঔষধ দাও না। কই! তোমার পা দেখি!

যদি বা পা একটু ভোলা ছিল, তা হীরালালের এই কথা শুনিবামাত্র সমুদয় পা-টুকু কুসী ভাল করিয়া কাপড় দিয়া ঢাকিয়া ফেলিল।

হীরালাল হাসিয়া বলিল,-বা! বেশ! আমি পা দেখিতে চাহিলাম, তুমি আরও ভাল করিয়া ঢাকিয়া ফেলিলে! তোমার যে পায়ে আঘাত লাগিয়াছে, সেই পা একবার আমি দেখিব, তাহাতে দোষ কি আছে?

মাসীও, কুসীকে বকিতে লাগিলেন। মাসী বলিলেন,-একবার পা-টা দেখাইতে দোষ কি আছে? মেয়ের সকল তাতেই লজ্জা!

www.bengaliebook.com

হীরালাল কুসীর নিকটে বসিয়া পড়িল। হীরালাল বলিল,–যদি তুমি আপনি আপনি দেখাও তো ভাল, তা না হইলে এখনি তোমার পা আমি টানিয়া বাহির করিব। তখন বেদনায় তুমি কাঁদিয়া ফেলিবে।

নিরুপায় হইয়া কুসী পা একটু বাহির করিল; কিন্তু হীরালাল যাই পা টিপিয়া দেখিবার উপক্রম করিল, আর কুসী তাড়াতাড়ি পুনরায় ঢাকিয়া ফেলিল। হীরালাল ঈষৎ হাসিয়া বলিল,–ভয় নাই! তোমার পা আমি খাইয়া ফেলিব না। একটু হাত দিয়া দেখি, কোথায় অধিক ব্যথা, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব।

পুনরায় পা বাহির করিতে কুসী কিছুতেই সম্মত হইল না। মাসী বকিতে লাগিলেন। হীরালাল বুঝাইতে লাগিল। অনেক সাধ্যসাধনার পর অগত্যা পুনরায় সে পায়ের তলভাগ একটু বাহির করিল। যে যে স্থান স্ফীত হইয়াছিল ও যে, যে স্থানে বেদনা ছিল, হীরালাল টিপিয়া টিপিয়া দেখিলে লাগিল।

পা পরীক্ষা করিতে করিতে হীরালাল অতি মৃদুস্বরে বলিল,–কুসী কাল আমি কলিকাতা চলিয়া যাইব।

হীরালাল যাই একথা বলিল, আর তৎক্ষণাৎ কুসী আপনার পা সরাইয়া লইল। যে পা আজ কয়দিন সে অতি ভয়ে-ভয়ে অতি ধীরে ধীরে নাড়িতে-চাড়িতেছিল, এখন ব্যথা, বেদনা, ক্লেশ সব বিস্মৃত হইয়া, সেই পা অতি সত্বর সরাইয়া লইল। কিন্তু এরূপ করিয়া তাহার যে বেদনা হয় নাই তাহা নহে, কারণ, সেই মুহূর্তেই ক্লেশের চিহ্ন তাহার মুখমণ্ডলে প্রতীয়মান হইল।।

হীরালালের হৃদয়-তন্ত্রী সেই মুহূর্তে বাজিয়া উঠিল। কেন কুসী হঠাৎ আপনার পা সরাইয়া লইল, হীরালাল তাহা বুঝিতে পারিল। কুসী ঈষৎ রাগ করিল; তাহাতেই পৃথিবী অন্ধকার দেখিল। হীরালাল বুঝিল যে, নিয়তি তাকে এই স্থানে টানিয়া আনিয়াছে।কুসী কিনা সংসার বৃথা! জীবন বৃথা! কুলমর্যাদা?

ধনসম্পত্তি? কুসীর তুলনায় সে সমুদয় কি ছার বস্তু! আবশ্যক হইলে সে কুসীর নিমিত্ত প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করিতে পারে। কুসী অভাবে প্রাণে প্রয়োজন কি? তোমরা হীরালালকে দোষ দিও না। এ নূতন কথা নহে, চিরকাল এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে; এখনও ঘটিতেছে। অসংখ্য নরনারী এই সংসারক্ষেত্রে নিয়তই বিচরণ করিতেছে। স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধে কিছুদিন ইহলোকে আবদ্ধ থাকিয়া, কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। তাহাতে বিশেষত্ব কিছুই নাই। কিন্তু প্রকৃত যে যাহার পুরুষ, প্রকত যে যাহার প্রকৃতি, যখন এইরূপ দুই জনে সহসা চারি চক্ষু হইয়া যায়, তখনই পুরুষ-প্রকৃতির অর্থ মানুষের উপলব্ধি হয়। সেই দুই জনে বুঝিতে পারে যে, তাহারা দুই নহে, তাহারা এক;–এক মন, এক প্রাণ, কেবল দেহ ভিন্ন। তাহারা বুঝিতে পারে যে, এক নিয়তিসূত্রে বিধাতা দুইজনকে একত্রে বন্ধন করিয়াছেন। সে বন্ধন কে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে? হীরালাল তাহা বুঝিতে পারিল; কুসী তাহা বুঝিতে পারিল না; কিন্তু অনুভব করিল। অবলম্বিত তরুকে সহসা কাড়িয়া লইলে লতার যে গতি হয়, কুসীর প্রাণের আজ সেই অবস্থা হইল। জগতে আর যেন তাহার কেহই নাই,–সেইরূপ নিঃসহায় ভাব দ্বারা কুসীর মন আচ্ছন্ন হইল; লতার ন্যায় ভূতলে পড়িয়া, কুসীর প্রাণ যেন ধূলায় ধূসরিত হইতে লাগিল। যাহাতে কান্না না আসিয়া যায়, মস্তক অবনত করিয়া কুসী সেই চেষ্টা করিতে লাগিল।

হীরালাল বলিল,–আমি কলিকাতা যাইব শুনিয়া, তুমি আমার উপর রাগ করিলে?

কোন উত্তর নাই।

হীরালাল পুনরায় বলিল,–কুসী! বল না, কি হইয়াছে? চুপ করিয়া রহিলে কেন?

কোন উত্তর নাই। মস্তক আরও অবনত হইল।

www.bengaliebook.com

হীরালাল পুনরায় বলিল,–আমি কলিকাতা যাই, তাহা তোমার ইচ্ছা নহে?

কোন উত্তর নাই।

হীরালাল পুনরায় বলিল,–কেবল হাঁ কি না এই দুইটি কথার একটি কথা বল। আমি কলিকাতায় যাইব কি না যাইব? হাঁ কি না?

কোন উত্তর নাই।

হীরালাল পুনরায় বলিল,–আমি সত্য বলিতেছি, তুমি যাহা বলিবে, তাহাই আমি করিব। তুমি যদি কলিকাতায় যাইতে বল, তাহা হইলে আমি যাইব; তুমি যদি যাইতে মানা কর, তাহা হইলে আমি যাইব না। আচ্ছা! কথা কহিয়া বলিতে হইবে না; তুমি ঘাড় নাড়িয়া বল,–আমি কি করিব? আমি যাইব কি যাইব না?

যতদূর সাধ্য, ততদূর মস্তক অবনত করিয়া, কুসী এইবার ঈষৎ ঘাড় নাড়িল।

হীরালাল বলিল,–তবে আমি যাইব না?

আরও একটু স্পষ্টভাবে কুসী ঘাড় নাড়িল।

কিন্তু হীরালাল যেন বুঝিয়াও বুঝিল না। হীরালাল বলিল,–তোমার ঘাড় নাড়া আমি ভালরূপ বুঝিতে পারিতেছি না। এইবার তুমি কথা কহিয়া বল।।

কুসী অতি মৃদুস্বরে বলিল,–না।

হীরালাল বলিল,–তা বেশযতদিন আমার ছুটি থাকিবে ততদিন আমি কলিকাতা যাইব না। এখন আমার দিকে চাহিয়া দেখ।

www.bengaliebook.com

যদি বা কুসী মুখখানি অল্প তুলিয়াছিল, কিন্তু হীরালাল যাই বলিল,–আমার দিকে চাহিয়া দেখ–আর সেই মুহূর্তেই পুনরায় তাহা অবনত হইয়া গেল।

হীরালাল বলিল,–আমার দিকে যদি তুমি চাহিয়া না দেখ, তাহা হইলে কিন্তু আমি কলিকাতায় চলিয়া যাইব।

www.bengaliebook.com

একাদশ পরিচ্ছেদ – সংসারের কথা

চাহিয়া দেখিবে কি, কুসীর চক্ষু তখন জলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু হীরালাল কলিকাতা যাইবার ক্স দেখাইল। সেজন্য অগত্যা তাহাকে মুখ তুলিতে হইল। আঁচলে চক্ষু দুইটি মুছিয়া, ঈষৎ হাসিমুখে হীরালালের দিকে সে চাহিয়া দেখিল। কালো মেঘ দ্বারা কতক আচ্ছাদিত,সূর্যকিরণ দ্বারা কতক আলোকিত,–আকাশ যেরূপ দেখায়, কুসীর মুখখানি তখন সেইরূপ দেখাইতে লাগিল।

হীরালাল বলিল,–আজ কয়দিন দেখিতেছি, তোমার বাম গালে একটু কালি লাগিয়াছে। যখন তোমার হাসি হাসি মুখ হয়, তখন ঠিক ঐ স্থানটিতে টোল পড়ে। তাহাতে বড় সুন্দর দেখায়; সেইজন্য ঐ কালো দাগটি আমি ধুইয়া ফেলিতে বলি নাই।

আরও একটু সহাস্যবদনে কুসী বলিল,–যাও! তুমি যেন আর জান না! তুমি আমাকে ক্ষেপাইতেছ। ও কালির দাগ নয়, উহাকে তিল, না জরুর, না কি বলে।

হীরালাল বলিল,–বটে! তবে ছুরি দিয়া চাচিয়া ফেলিলেই চলিবে।

কুসী বলিল,–যাও!

হীরালাল বলিল,–কুসী! তামাসার কথা নহে। আমি তোমাকে দুই কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমাদের সংসারের কথা। আমাকে পর ভাবিও না। ঠিক ঠিক উত্তর দাও।

মৃদুস্বরে কুসী জিজ্ঞাসা করিল,–কি কথা?

www.bengaliebook.com

হীরালাল বলিল,-তোমার মেসোমহাশয়ের যে রোগ হইয়াছে, তাকে পক্ষাঘাত বলে। ভাল হইয়া আর যে তিনি কাজকর্ম করিতে পারিবেন, তাহা বোধ হয় না। এমন কি, অধিক দিন তিনি না বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন। তাহার অবর্তমানে তোমাদের সংসার চলিবে কি করিয়া, তাহাই আমি ভাবিতেছি।

হীরালাল যে তাহাকে বিবাহ করিবে, কুসীর মনে সে চিন্তা একেবারেই উদিত হয় নাই। নাটক নভেলের লভ কাহাকে বলে, ভালোবাসা কাহাকে বলে, সে সব কথা কুসী কিছু জানে না। হীরালাল কলিকাতা চলিয়া যাইবে, তাহা শুনিয়া তাহার মনে দুঃখ হইল; পৃথিবী সে শূন্য দেখিল, তাহাই সে জানে। কোন বিষয় গোপন করিতে সে শিক্ষা করে নাই; সেজন্য তাহার মনের ভাব মুখে প্রকাশ হইয়া পড়িল, সেজন্য সে তাহাকে কলিকাতা যাইতে মানা করিল।

হীরালাল যখন সংসারের কথা জিজ্ঞাস করিল, কুসী তাহার কিছুই উত্তর করিতে পারিল না। সে কেবল বলিল,-আমি জানি না।

হীরালাল জিজ্ঞাসা করিল,-এখন তোমাদের সংসার কি করিয়া চলিতেছে?

কুসী উত্তর করিল,-মেসোমহাশয়ের কিছু জমি আছে। তিনি ধান পাইয়াছিলেন। তাহাতেই এখন চলিতেছে।

হীরালাল জিজ্ঞাসা করিল,–সে ধানে বারো মাস চলে?

কুসী বলিল,-সে কথা আমি বলিব না। ঘরের কথা বলিতে নাই।

হীরালাল বলিল,-তবে তুমি আমাকে পর ভাব! এ তোমার বড় অন্যায়। আমার দিব্যি! তোমাকে বলিতেই হইবে। আমি বৃথা এ সব কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না। বিশেষ কারণ আছে, সেইজন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি।।

www.bengaliebook.com

নিরুপায় হইয়া কুসীকে সকল কথা বলিতে হইল। লজ্জায় আধোবদন হইয়া সে বলিল,–বারো মাস চলে না। আর অল্পই ধান আছে। পৌষ মাসের এ দিকে পুনরায় আর আমরা ধান পাইব না। সেজন্য যাহাতে পৌষ মাস পর্যন্ত চলে, আমরা তাহাই করিতেছি।

হীরালাল জিজ্ঞাসা করিল,–সে আবার কি?

কুসী পুনরায় চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু হীরালাল কিছুতেই ছাড়িল না।

তখন ছলছল চক্ষে কুসী বলিল,–মাসী-মা এখন একবেলা আহার করেন। সেইরূপ করিতে আমিও চাহিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি কিছুতেই শুনিলেন না। তাঁহাকে লুকাইয়া যতদূর পারি, ততদূর আমিও অল্প আহার করিতেছি।

হীরালাল বলিল,–সর্বনাশ! কুসী! তুমি আধপেটা খাইয়া থাক?

কুসী উত্তর করিল,–না, তা নয়। আমি অধিক করিয়া তরকারি খাই।

হীরালাল জিজ্ঞাসা করিল,–মাছ-তরকারির পয়সা কোথা হইতে হয়?

কুসী উত্তর করিল,–মাছ আমরা কিনি না। তরকারি আমাদের কিনিতে হয় না। পাড়ায় যাহার বাড়ীতে যাহা হয়, আমাদিগকে সকলে তাহা দিয়া যায়। তারপর সজিনা শাক আছে, কলমি শাক আছে, ডুমুর আছে, থোড় আছে, পাড়িয়া কি তুলিয়া কি কাটিয়া আনিলেই হয়। অধিক করিয়া সেই সব খাইলে আর ক্ষুধা পায় না।

হীরালাল জিজ্ঞাসা করিলে,–তেল নুন কি করিয়া হয়?

www.bengaliebook.com

কাটনার ডালার দিকে দৃষ্টি করিয়া, কুসী উত্তর করিল,–মাসী-মা ও আমি দুজনেই পৈতা কাটি। আমি একদিনে একটা পৈতা কাটিতে পারি। তাহা এক পয়সায় বিক্রীত হয়। মাসী-মা চক্ষে ভাল দেখিতে পান না। দুই দিনে তিনি একটা পৈতা কাটতে পারেন। রাত্রিতে সূতা কাটিলে আমি আরও অধিক পৈতা কাটিতে পারি। কিন্তু তাহাতে তেল খরচ হয়।

এইসব কথা শুনিয়া হীরালালের মনে বড় কষ্ট হইল। কুসীর দুঃখে হীরালালের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। আর কোন কথা না বলিয়া, হীরালাল তখন সে স্থান হইতে উঠিল; দ্রুতবেগে রামপদর নিকট গমন করিল। যে পথ দিয়া হীরালাল চলিয়া গেল, কুসী বিরসবদনে একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়া রহিল। কুসী ভাবিল,–এমন কি কথা বলিয়াছি যে, ইনি রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। আমরা বড় দুঃখী, সেইজন্য কি ইনি চলিয়া গেলেন? আর কখনও কি আসিবেন না। এইরূপ ভাবিয়া কুসী দীর্ঘনিঃশাস পরিত্যাগ করিল।

বড় ঘরের নিকট সামান্য একটি রান্নাচালা ছিল। কুসীর মাসী তাহার ভিতর রন্ধন করিতেছিলেন। তিনি গোপনভাবে হীরালাল ও কুসীর ভাব-ভক্তি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। কিন্তু তাহাদের কথাবার্তা তিনি শুনিতে পান নাই। হীরালাল চলিয়া যাইলে, তিনি বড় ঘরে প্রবেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে স্বামীকে বলিলেন,–বিধাতা বা আপনি কুসীর বর আনিয়া দিলেন।

তাঁহার স্বামী বলিলেন,–তুমি পাগল না কি!

গৃহিণী বলিলেন,–দেখিতে পাইবে!

এই বলিয়া পুনরায় তিনি রান্নাচালায় প্রতিগমন করিলেন।

www.bengaliebook.com

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ – The Die is cast

বাটী গিয়া হীরালাল বলিল,–রামপদ! The Die is cast (পাশা ফেলিয়াছি; অর্থাৎ এ কাজ করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছি)।

রামপদ জিজ্ঞাসা করিল,–কি হইয়াছে?

হীরালাল উত্তর করিল,–কুসীর মুখে আজ তাহাদের সংসারের কথা যাহা শুনিলাম, তাহাতে আমার মন বড়ই অস্থির হইয়াছে। আমি তাহাকে নিশ্চয় বিবাহ করিব।

রামপদ বলিল,–তোমার পিতা?

হীরালাল উত্তর করিল,–আমার কপালে যাহা থাকে, তাহাই হইবে। পিতা অতিশয় রাগ করিবেন, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। তিনি যেরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক, তাহাতে চাই কি আমাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেও দিতে পারেন; আমাকে ত্যাজ্য পুত্র করিলেও করিতে পারেন। কিন্তু সে ভয় করিয়া আমি কাপুরুষ হইতে পারি না। আজ আমি যাহা শুনিলাম, তাহা শুনিয়া যদি আমি চুপ করিয়া থাকি, যদি যথাসাধ্য তাহার প্রতীকার করিতে চেষ্টা না করি, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা নরাধাম আর পৃথিবীতে নাই। এখন তুমি সহায়তা কর।

রামপদ জিজ্ঞাসা করিল,–এ বিষয়ে আমি তোমার কি সহায়তা করিতে পারি।

হীরালাল উত্তর করিল,–তুমি কুসীর মেসোমহাশয়ের নিকট গমন কর। তাহাকে এ বিষয়ে সম্মত কর। তাহার নিকট কোন কথা গোপন করিবে না। আমি যে পিতার বিনা অনুমতিতে এ কাজ করিতেছি, তাহাকে সে কথা

বলিবে। পিতার অনুমতি প্রার্থনা করিতে গেলে, এ কাজ যে কিছুতেই হইবে না, তাহাও তাহাকে বলিবে। এই কাজের জন্য আমার পিতা যে আমাকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিতে পারেন, তাহাও তাহাকে বলিবে। কারণ, যদি তাহাদের মনে টাকা কি গহনার লোভ থাকে, আর কার্যে যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে পরে তাহারা আমার উপর দোষারোপ করিতে পারেন। সেজন্য কোন কথা তাঁহাদিগের নিকট গোপন করিবে না। আর একটা কথা, এই বিবাহ কার্য্য আপাততঃ গোপনে সম্পন্ন করিতে হইবে, দুই বৎসর কাল এ কথা গোপন রাখিতে হইবে। তাহার পরে যাহা হয় হইবে।

রামপদ জিজ্ঞাসা করিল,—যদি সত্য সত্যই তোমার পিতা তোমাকে বাটী হইতে দূর করেন, তাহা হইলে তুমি কি করিবে? নিজের বা কি করিবে, আর ইহাদের বা কি উপকার করিতে পারিবে?

হীরালাল উত্তর করিল,—সেইজন্য বিবাহ গোপন করিতে চাহিতেছি, সেইজন্য এ কথা আপাততঃ গোপন রাখিতে ইচ্ছা করিতেছি। শুন রামপদ! আমি মনে মনে এই স্থির করিয়াছি; কলিকাতার খরচের নিমিত্ত পিতা আমাকে মাসে মাসে টাকা প্রদান করেন, তাহা হইতে আমি কিছু কিছু বাঁচাইতে পারিব। আপাততঃ সেই টাকা আমি মেসোমহাশয়কে দিব। চাকরী করিয়া কুসীর মেসোমহাশয় যে বেতন পাইতেন, তাহা অপেক্ষা আমি অধিক দিতে পারিব। সুতরাং এ পল্লীগ্রামে তাহাদের আর অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট থাকিবে না। তাহার পর, বড়দিনের ছুটির সময় আমি দেশে গিয়া, মাতার নিকট হইতে কিছু টাকা লইয়া আসিব। কুসীর মেসোমহাশয়ের ভালরূপ চিকিৎসা হয় নাই। এ রোগে চিকিৎসা হইলেও যে বিশেষ কিছু ফল হইবে, তাহা বোধ হয় না। তবু, তাঁহাকে কলিকাতা লইয়া গিয়া একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব। সেই সময় কলিকাতাতেই আমি গোপনে কুসীকে বিবাহ করিব। কেবল তুমি ও আর দুই চারিজন আমাদের বন্ধু সে কথা জানিবে, আর কাহাকেও জানিতে দিব না।

www.bengaliebook.com

আমার বোধ হয় যে, পরবৎসর আমি বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিব। যদি বি-এল পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হইতে পারি, তাহা হইলে পরীক্ষার পরেই পিতার নিকট গিয়া সকল কথা প্রকাশ করিব। পিতা যদি ক্ষমা করেন তো ভালই; কিন্তু যদি রাগ করিয়া তিনি আমার খরচপত্র বন্ধ করিয়া দেন, তাহা হইলে ওকালতী করিয়া হউক, অথবা কেরাণীগিরি করিয়া হউক, কুসীকে আমি প্রতিপালন করিতে পারি। সুবিধার বিষয় এই যে, ইহার ভিতর পিতা আমাকে বিবাহ করিতে বলিবেন না। আমি বিএল, কি এম-এ, পাশ করিলে, তবে তিনি আমার বিবাহ দিবেন; এই কথা স্থির হইয়াছে।

রামপদর সহিত হীরালালের এইরূপ অনেক কথা হইল, দুইজনে অনেক পরামর্শ করিল।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা কুসীর মেসোমহাশয়ের নিকট গমন করিল। পিতার অমতে হীরালাল এই কাজ করিবে, সেজন্য মেসোমহাশয় প্রথম এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। কিন্তু রামপদ তাহাকে বুঝাইয়া বলিল যে, সম্মতি প্রার্থনা করিতে গেলে হীরালালের পিতা কিছুতেই সম্মতি দান করিবেন না। তাহার এই গীড়িত অবস্থা, তাহার অর্থ নাই, কুসীর পিতার ব্যবহার, এইরূপ নানা বিষয় রামপদ মেসোমহাশয়কে বুঝাইয়া বলিল। মাসী-মাও হীরালালের পক্ষ হইয়া স্বামীকে বুঝাইতে লাগিলেন। অবশেষে অগত্যা কুলীর মেসোমহাশয় এ কাজ করিতে সম্মত হইলেন।

মেসোমহাশয় বলিলেন,–আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি যে, এরূপ কাজ করা আমার উচিত নয়। কিন্তু উপায় নাই। কুসীর পিতাকে আমি কত যে চিঠি লিখিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। আমার একখানি পত্রেরও সে উত্তর দিল না। সে একেবারে বে-হেড হইয়া গিয়াছে। পরমা সুন্দরী মেয়ে, আমার অবর্তমানে তাহার কি হইবে–তাহাই ভাবনা। কোন একটি ভদ্রলোকের ছেলের হাতে তাহাকে সমর্পণ করিয়া যাইতে পারিলে, আমি নিশ্চন্ত হই; সেইজন্য আমি

www.bengaliebook.com

সম্মত হইলাম। যদি ইহাতে কোন পাপ থাকে, ভগবান্ আমাকে ক্ষমা করিবেন।

হীরালালের সহিত কুসীর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইল। কিন্তু এক রামপদ ভিন্ন এ কথা আর কেহ জানিতে পারিল না।

এ বিষয়ে আর অধিক কিছু বলিবার নাই। যতদিন কুসীর পায়ে বেদনা ছিল, ততদিন হীরালাল আসিয়া তাহার নিকট বসিয়া গল্প করিত। বেদনা ভাল হইয়া গেলে পাছে হীরালাল আর না আসে, পাছে সেরূপ কথাবার্তা আর না হয়, সেজন্য কুসীর পা সুস্থ হইতে কি কিছু বিলম্ব হইয়াছিল? অবশেষে তাহার পা যখন একান্তই ভাল হইয়া গেল, তখন কুসী কি পায়ের উপর রাগ করে নাই? কি জানি! পরের কথায় আমার আবশ্যক কি! আর একটি কথা, ইহার মধ্যে হীরালালের সহিত কুসীর কি একবারও বিবাদ হয় নাই? একবার কেন? প্রায় প্রতিদিনই বিবাদ হইত। কিরূপে পায়ে ঔষধ দিতে হইবে তাহা লইয়া বিবাদ হইত। হীরালাল দুই বেলা কুসীর কাটনা ডালা ভাঙ্গিয়া দিতে যাইত, তাহা লইয়া বিবাদ হইত। হীরালাল নিজে পৈতা-সূতা কাটিতে গিয়া কুসীর টেকো আড়া করিয়া দিত; তাহা লইয়া ঝগড়া হইত। এইরূপ নানা কারণে দুইজনে বিবাদ হইত। কুসী বড় দুষ্ট! বিবাদের পর প্রায় এক মিনিট কাল সে হীরালালের সহিত কথা কহিত না, মুখ হাঁড়ি করিয়া থাকিত। হীরালাল সেজন্য মাসীর নিকট নালিশ করিত। মাসী বলিতেন,যা বাছা! তোদের ও শিয়াল-কুকুরের ঝগড়া! সেই কথা শুনিয়া কাজেই কুসীর মুখে হাসির উদয় হইত, কাজেই তাহাকে পুনরায় কথা কহিতে হইত। হায়! সে এক সুখের দিন গিয়াছে!

হীরালালের ছুটি ফুরাইল, পরদিন হীরালাল কলিকাতা যাইবে। সেদিন কতবার হীরালাল কুসীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে গিয়াছিল। বিদায় গ্রহণ

www.bengaliebook.com

আর ফুরায় না। ভাগ্যে নিমাই হালদারের বাড়ী গ্রামের প্রান্তভাগে ছিল। তা না হইলে, পাড়ার লোকে কি মনে করিত, কে জানে!

এই সকল বিদায় গ্রহণের সময়, একবার হীরালাল জিজ্ঞাসা করিল,–কুসী! তুমি লিখিতে-পড়িতে পার?

কুসী উত্তর করিল,–রামপদ ও গ্রামের অন্যান্য লোক মেয়েদের একটি স্কুল করিয়াছে। ছেলেবেলায় সেই স্কুলে আমি পড়িতে যাইতাম। আমার মাসীও লেখাপড়া জানেন। তাহার নিকট আমি রামায়ণ ও মহাভারত পড়িতে শিখিয়াছিলাম।

হীরালাল বলিল,–আমি তোমার নিকট খানকত খাম দিয়া যাইব। তাহার উপর আমার নাম ও কলিকাতার ঠিকানা লেখা থাকিবে। মাঝে মাঝে আমি তোমাকে পত্র দিব। তোমার মেসোমহাশয় কেমন থাকেন, তুমি আমাকে লিখিবে। মেসোমহাশয় কেমন কেবল তাহাই জানিবার নিমিত্ত হীরালালের বাসনা। কুসীর চিটিতে যে আর কোন কথা লেখা থাকে, তাহা তাহার বাসনা নয়। না, মোটে নয়, একেবারেই নয়। হীরালাল! পৃথিবীর লোক কি সব বোকা।

পরদিন হীরালাল ও রামপদ কলিকাতা যাত্রা করিল।

www.bengaliebook.com

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ – শুভ সংবাদ বা মন্দ সংবাদ

কলিকাতা প্রত্যাগমন করিয়া হীরালাল কলেজে অধ্যয়ন করিতে লাগিল। পিতা তাহাকে যে খরচ দিতেন, তাহা হইতে কিছু টাকা বাঁচাইয়া মেসোমহাশয়ের নিকট সে পাঠাইত। মেসোমহাশয়ের সংসারে অন্নকষ্ট দূর হইল।

বড়দিনের ছুটির সময় হীরালাল দেশে গমন করিল। হীরালালের আর দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিল। কিন্তু মাতা,কনিষ্ঠ পুত্র হীরালালকেই অধিক ভালবাসতেন। সে যখন যাহা চাহিত, তাহাকে তিনি দিতেন। মাতার নিকট হইতে কিছু টাকা লইয়া হীরালাল কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিল। কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া মেসোমহাশয়কে সে স্থানে আনিবার নিমিত্ত রামপদকে তাহাদিগের গ্রামে প্রেরণ করিল। স্ত্রী ও কুসীকে লইয়া অল্পদিন পরে তিনি কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হীরালাল তাহাদের জন্য একটি বাটী ভাড়া করিয়াছিল। তাহারা সেই বাটীতে রহিলেন।

বড় বড় ডাক্তার আনিয়া, হীরালাল মেলোমহাশয়কে দেখাইল। কিছুদিন ডাক্তারি চিকিৎসা চলিল; কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু উপকার হইল না। অবশেষে তাহার কবিরাজী চিকিৎসা হইতে লাগিল।

পৌষ-মাস মেসোমহাশয় কলিকাতা আসিয়াছিলেন। মাঘ মাসে হীরালালের সহিত কুসীর বিবাহ কার্য সম্পন্ন হইল। মেসোমহাশয় পীড়িত; সেজন্য কুসীর মাসি কন্যা সম্প্রদান করিলেন। বিবাহ অতি গোপনে হইল। কলিকাতার ঠিকা পুরোহিত, ঠিকা নাপিত, রামপদ ও হীরালালের তিন চারি জন বন্ধু, কলিকাতার জনকত সধবা ব্রাহ্মণী, বিবাহ কালে কেবল এই কয়জন উপস্থিত ছিলেন। মেলোমশাহয়ের গ্রামের লোক, অথবা তাঁহারা কি হীরালালের আত্মীয়-স্বজন হেই এ কথা জানিতে পারিল না। দুই বৎসর কাল এ কথা

গোপন রাখিতে হইবে, তাহাই তখন স্থির হইল। বিবাহের কিছুদিন পরে মেসোমহাশয় কুসীকে লইয়া স্বগ্রামে প্রত্যাগমন করিলেন।

পরবৎসর পূজার পূর্বে হীরালাল শুনিল যে, তড়িৎ-চিকিৎসায় পক্ষাঘাত রোগের বিশেষ উপকার হয়। সেজন্যও বটে, আর কুসীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে বলিয়াও বটে, রামপদ দ্বারা পুনরায় সে মেসোমহাশয়কে কলিকাতায় আনয়ন করিল। কুসীর সহিত হীরালালের যে বিবাহ হইয়াছিল, রামপদ ভিন্ন গ্রামের অন্য কেহ সে কথা জানিত না। সর্বদা যাতায়াত করিলে প্রতিবাসীদিগের মনে পাছে কোনরূপ সন্দেহ জন্মে, সেজন্য হীরালাল নিজে আর সে গ্রামে বড় যাইত না। সংসার খরচ ও কলকাতা-গমনের ব্যয় সম্বন্ধে কুসীর মাসী সকলকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার ভগিনীপতি, অর্থাৎ কুসীর পিতা, পুনরায় টাকা পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছেন।

মেসোমহাশয় সপরিবারে কলিকাতা আগমন করিলেন। হীরালালের উদ্যোগে তাহার তাড়িৎ-চিকিৎসা হইতে লাগিল। ক্রমে পূজার সময় উপস্থিত হইল। কলিকাতার বিদ্যালয়সমূহ পূজার ছুটিতে বন্ধ হইল। সেই অরকাশে কুসীকে লইয়া হীরালাল কাশী বেড়াইতে গেল। মাসী ও মেসোমহাশয় কলিকাতায় রহিলেন।

হীরালালের অনেক দেশের লোক কাশী-বাসী হইয়া আছে। পাছে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হয়, পাছে তাহারা হীরালালের বাসায় আসিয়া কুসীকে দেখিতে পায়, সেই ভয়ে সে কাশীর বাহিরে একটি বাগানের ভিতর নিভৃতে বাস করিতেছিল। কিন্তু সন্ধ্যার পর কুসীকে লইয়া সে নানাস্থানে বেড়াইতে যাইত। সেইজন্য কসী কাশীর পথ-ঘাট চিনিতে সমর্থ হইয়াছিল।

স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া একাকী বিদেশে যাইতেছে, চোর-ডাকাত মন্দলোকের ভয় আছে, সেজন্য কোন বন্ধুর নিকট হইতে হীরালাল একটি পাঁচনলি পিস্তল

চাহিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু পিস্তলের পাস তাহার নিকট ছিল না। কাশীতে গিয়া সে কথা তাহার স্মরণ হইল। যে বাগানে সে বাস করিতেছিল, সে স্থানে পিস্তল ছুঁড়িলে পাছে পুলিসের লোক আসিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করে, সে নিমিত্ত একদিন প্রাতঃকালে সে দূরে মাঠের মাঝে গিয়ে নির্জন স্থানে বসিয়া পিস্তলটি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিল। পিস্তলের ব্যবহার হীরালাল ভালরূপে জানিত না। অসাবধানবশতঃ সহসা একবার আওয়াজ হইয়া, তাহার স্কন্ধদেশে গুলি প্রবেশ করিল। বয়োঃক্রমসুলভ সাহস ও চপলতাবশতঃ নিজেই ছুরি দিয়া তাহার স্কন্ধের মাংস কাটিয়া সে গুলিটি বাহির করিয়াছিল। তাহার পর চাদরখানি ছিড়িয়া সেই ক্ষতস্তানের উপর বাঁধিয়া, বাসায় প্রত্যাগমন করিয়াছিল। সেই ক্ষতস্থান হইতে অতিশয় রক্তস্রাব হয়। বলা বাহুল্য যে, হীরালাল কাশীর সেই বাবু ব্যতীত আর কেহ নহে। পিস্তলের গুলির দ্বারা সে আহত হইয়াছে। তাহা শুনিয়া কুসীর পাছে অতিশয় ভয় হয়, পাছে কান্নাকাটি করে, সেজন্য এ ঘটনার প্রকৃত বিবরণ কুসীকে প্রদান করে নাই।

পূজার ছুটির পর হীরালাল কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিল। তড়িৎ-চিকিৎসায় মেসোমহাশয়ের প্রথম প্রথম কিছু উপকার হইয়াছিল বটে কিন্তু সে উপকার চিরস্থায়ী হইল না। আরোগ্যলাভ সম্বন্ধে হতাশ হইয়া, মেসোমহাশয়, স্ত্রী ও কুসীকে লইয়া গ্রামে প্রত্যাগমন করিলেন।

হীরালাল যখন কাশী গিয়াছিল, সেই সময় দেশে এক বড় শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল। পূজার ছুটির সময় রামপদ গ্রামে গিয়াছিল। ছুটির শেষ ভাগে রামপদ ম্যালেরিয়া জ্বর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া, চারিদিনের জ্বরে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া হীরালাল সেই শোকসংবাদ শুনিয়া, নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িল। রামপদ উচ্চভাবাপন্ন পরোপকারী

www.bengaliebook.com

সত্যনিষ্ঠ যুবক ছিল। দেশের দূরদৃষ্ট যে, এরূপ যুবক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইল!

ক্রমে শীতকাল উপস্থিত হইল। অগ্রহায়ণ মাসে আর একটি বিপদ ঘটিল। একদিন রাত্রিকালে কিরূপ এক প্রকার শব্দ হইয়া, মেসোমহাশয়ের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য সম্পন্ন হইতেছিল। সেই শব্দে তাহার গৃহিণীর ও কুসীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। দুইজনে উঠিয়া দেখিলেন যে, মেসোমহাশয়ের জ্ঞান নাই, মুখে কথা নাই। তাহার পরদিন তাহার মৃত্যু হইল। সকলেই জানিত যে, তিনি আর অধিক দিন জীবিত থাকিবেন না। তাহার পর, শেষ অবস্থায় তাহার বাঁচিয়া থাকা এক প্রকার বিড়ম্বনা হইয়াছিল। সে তাহার মৃত্যুজনিত শোক পূর্ব হইতেই আত্মীয়-স্বজনের একপ্রকার সহ্য হইয়াছিল। এখন কুসীর অভিভাবক বল, সহায় বল, সম্পত্তি বল, এক হীরালাল ব্যতীত জগতে আর কেহ রহিল না।

www.bengaliebook.com

চর্তুদশ পরিচ্ছেদ – ঘোরতর অপমান

মেসোমহাশয়ের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই বি-এল পরীক্ষার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। কুসীর অবস্থা স্মরণ করিয়া, হীরালাল রাত্রিদিন পরিশ্রম করিয়াছিল। বি-এল পরীক্ষায় সে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইল। এম-এ পরীক্ষা সে দিয়াছিল কি না তাহা আমি জানি না, বলিতে পারি না।।

বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, হীরালাল তৎক্ষণাৎ দেশে গমন করিতে পারে নাই। বৈশাখ মাসে সে দেশে গমন করিল। দেশ হইতে কুসীকে যে দুইখানি পত্র সে লিখিয়াছিল, তাহা আমি দেখিয়াছি। কুসী ও হীরালাল, এই দুইজনের মধ্যে যেরূপ পবিত্র প্রণয়, তাহাতে সে পত্র সাধারণের পাঠোপযোগী নহে। এরূপ অবস্থায় বাক্য দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করিতে না পারিয়া, হৃদয়ের আবেগে মানুষ কত কি যে বলিয়া ফেলে তাহা পাঠ করিলে লেখককে পাগল বলিয়া সন্দেহ হয়। হীরালালকে সাধারণের নিকট হাস্যাস্পদ করা আমার অভিপ্রায় নহে। সে নিমিত্ত দুইখানি চিঠির কেবল সারাংশ এ স্থানে প্রদান করিলাম।

প্রথম চিঠিখানির সারাংশ এইরূপ,–

প্রাণাধিকা কুসী!

আমি নিরাপদে বাটী পৌছিয়াছি। আমাকে দেখিয়া পিতা, মাতা, ভ্রাতা সকলেই সাতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। পিতার নিকট এখনও আমাদের গোপন কথা বলিতে সাহস করি নাই। এত আনন্দে পাছে নিরানন্দ হয়, এত আদরে পাছে আমার অনাদর হয়, সেই ভয়ে আমি যেন কাপুরুষের মত হইয়া আছি। কিন্তু শীঘ্রই আমাকে সে কথা বলিতে হইবে। কারণ, ইহার মধ্যেই পূর্বসম্বন্ধ অনুসারে আমার বিবাহের কথা দুই একবার উত্থাপিত হইয়াছিল।

www.bengaliebook.com

দুই একদিনের মধ্যে সাহসে ভর করিয়া পিতার নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত প্রকাশ করিব; তাহার পর, কপালে যাহা আছে, তাহাই হইবে। পিতা আমার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক; সেইজন্য আমার বড় ভয় হইতেছে।

চারি পাঁচ দিন পরে কুসী দ্বিতীয় পত্রখানি পাইল। তাহার মর্ম এইরূপ–

প্রাণাধিকা কুসী!

ঘোর বিপদ! আমি আজ পনর মাস ধরিয়া যে ভয় করিতেছিলাম, তাহাই ঘটিয়াছে। তোমার সহিত আমার বিবাহের কথা পিতার নিকট প্রকাশ করিলাম। ক্রোধে পিতা কাপিতে লাগিলেন। তাহার পর তিনি বলিলেন,–তোর আর মুখদর্শন করিব না। এই মুহূর্তে তুই আমার বাড়ী হইতে দূর হইয়া যা। আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনে করিলাম যে, একটু রাগ পড়িলে তিনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। কিন্তু কুসী! কি ঘৃণার কথা। আমাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিবার নিমিত্ত তিনি দ্বারবানদিগকে আজ্ঞা করিলেন!

এরূপ অপমানিত আমি জন্মে কখনও হই নাই। শিশুকাল হইতে আমি আদরে লালিত-পালিত হইয়াছিলাম। দ্বারবান আমাকে গলা ধাক্কা দিয়া বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিবে! ছি ছি, কি ঘৃণার কথা।

যাই হউক কুসী, ভয় করিও না। তোমার জন্য আমি এরূপ অপমানিত হইলাম, সেজন্য মনে তুমি দুঃখ করিও না।।

পিতা আমার মুখ দেখিবেন না? বেশ! আমিও তাহাকে আমার মুখ দেখাইতে ইচ্ছা করি না। আমি তাহার বাড়ীতে আর যাইব না। তাহার টাকা, তাহার সম্পত্তি–আমি আর কিছুই চাই না। লজ্জায় ঘৃণায় ক্রোধে আমি আত্মহত্যা করিব বলিয়া, মনে করিয়াছিলাম। আমি মনে করিলাম যে, যেমন তিনি

www.bengaliebook.com

আমাকে অপমান করিয়েছেন, তেমন আমি তাহাকে পুত্রশোকে কাতর করিব। অপমানের জ্বালায় আমি এত জ্ঞানশূন্য পাগলের মত হইয়াছিলাম যে, আমার নিশ্চয় বোধ হয়, আমি এ কাজ করিয়া ফেলিতাম। কিন্তু কুসী! তিমিরাবৃত আকাশে যেরূপ চাঁদের উদয় হয় আমারও অন্ধকারময় মনে সেই সময় তোমার চাঁদ মুখখানি উদয় হইল। সেই মধুমাখা মুখখানি স্মরণ করিয়া, আমার মন হইতে সকল দুঃখ দুর হইল।

যাহা হউক, কুসী! তুমি ভয় করিও না। আমি যদি মানুষ হই, আমার নাম যদি হীরালাল হয়, তাহা হইলে দেখিও, আমি অর্থ উপার্জন করিতে পারি কি না। সেজন্য, কুসী, তুমি কিছুমাত্র ভয় করিও না। তবে আপাততঃ তোমাকে বসনে-ভূষণে সুসজ্জিত করিতে পারিলাম না, তাহাই আমার দুঃখ।

আমি একজন প্রতিবাসীর বাটীতে আছি। অদ্য সন্ধ্যাবেলা সেই স্থানে গোপনে মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিব। তাহার নিকট হইতে বিদায় হইয়া, কল্যই কলিকাতা রওনা হইব। দুই চারিদিনের মধ্যে তোমার সাক্ষাৎ হইলে সমুদয় বৃত্তান্ত আরও ভাল করিয়া তোমাকে বলিব।

দুই চারিদিন অতীত হইয়া গেল, আট দিন অতিবাহিত হইল, দশ দিন অতিবাহিত হইল, হীরালাল কুসীর সহিত সাক্ষাৎ করিল না। হীরালাল আর কোন চিঠিপত্র লিখল না। হীরালালের কোন সংবাদ নাই। কুসী ও তাহার মাসী-মা বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন। দিনের পর দিন যতই যাইতে লাগিল। কুসী যে কোনও সন্ধান লইবে, তাহার উপায় ছিল না। কাহাকে সে পত্র লিখিবে? পাছে কুসীর পত্র কাহারও হাতে পড়ে, সে জন্য হীরালাল তাহাকে দেশের ঠিকানাসম্বলিত খাম দিয়া যায় নাই। হীরালালের বাড়ী কোথায়, কুসী তাহা জানিত না। মাসীও জানিতেন না। জানিত কেবল রামপদ, আর জানিতেন মেসোমহাশয়। তাহারা জীবিত নাই। তাহার পর হীরালালের ঠিকানা জানিলেও কুসী কি করিয়া পত্র লিখিবে! সে নিজের বাড়ীতে নাই। তাহার

www.bengaliebook.com

পিতা তাহার উপর খড়্গহস্ত হইয়াছেন। বিবাহর সময় হীরালালের যে দুই চারজন বন্ধু উপস্থিত ছিল, তাহাদের নাম-ধাম কুসী কিছুই জানে না। হীরালালের সন্ধান করিবার কোন উপায় ছিল না। পনর দিন এইভাবে কাটিয়া গেল। দুর্ভাবনার আর সীমা পরিসীমা রহিল না।।

যোল দিনের দিন, কুসী দূর হইতে ডাক-পেয়াদাকে দেখিতে পাইল। কুসীর আর আনন্দের সীমা রহিল না। ডাকহরকরা তাহাদের বাড়ী পর্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হয়, সে বিলম্ব কুসীর সহ্য হইল না। দৌড়িয়া আগে গিয়া তাহার নিকট হইতে পত্র চাহিয়া লইল। একখানি ছাপা কাগজ ডাকে আসিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের উপর যে শিরোনামা লেখা ছিল, তাহা দেখিয়া কুসীর মুখখানি মলিন হইল। দুইখানিই তাহার মাসীর নামে আসিয়াছিল। শিরোনামা হীরালালের হস্তাক্ষরে লিখিত হয় নাই। অজানিত অপরিচিত হস্তাক্ষরে মাসীকে কে পত্র লিখিল, কাগজ ও চিঠিখানি হাতে লইয়া কুসী তাহাই ভাবিতে লাগিল। চিঠিখানির সহিত আর একখানি ক্ষুদ্র হরিদ্রাবণের কাগজ সংলগ্ন ছিল।

www.bengaliebook.com

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ - রেজিষ্টারি চিঠি

ডাকহরকরা বলিল,-একখানি রেজিষ্টারি চিঠি, বাড়ী চল, রসিদে সহি করিয়া দিবে। তোমার মাসীর চিঠি।

চিঠি ও কাগজখানি হাতে লইয়া, বিরসবদনে কুসী গৃহ অভিমুখে চলিতে লাগিল। ডাকহরকরা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। গৃহে আসিয়া কুন্সী ঘরের ভিতর হইতে দোয়াত-কলম বাহির করিয়া দিল। মাসী রসিদে স্বাক্ষর করিলেন। ডাকহরকরা মোহর দেখিয়া লইতে বলিল। মোহর ঠিক ছিল। চিঠি দিয়া ডাকহরকরা চলিয়া গেল।

চিঠিখানির চারিদিকে সূতা দিয়া বাঁধা ছিল, খামের বিপরীত দিকে সেই সূততার সহিত জড়িত গালার মোইর ছিল। দাঁত দিয়া কুসী সূতা ছিন্ন করিয়া চিঠিখানি মাসীর হাতে দিল। ছাপা কাগজখানি সে আপনি খুলিতে খুলিতে বলিল,-এ দেখিতেছি খবরের কাগজ। তোমার নামে আবার খবরের কাগজ কে পাঠাইল?

মাসীও সেই সময়ে চিঠিখানি খুলিলেন। চিঠির সঙ্গে অনেকগুলি নোটও বাহির হইয়া পড়িল। পত্রখানি দীর্ঘ ছিল না। কিন্তু বয়সের গুণে মাসীর দৃষ্টিশক্তির হ্রাস হইয়াছিল। পড়িতে তাহার বিলম্ব হইল।।

খবরের কাগজখানি খুলিয়া কুসী দেখিল যে, তাহার একপার্শ্বে লাল রেখার দ্বারা কে চিহ্নিত করিয়াছে; প্রথমেই কুসী সেই অংশ পাঠ করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরেই অতি কাতর স্বরে কুসী বলিয়া উঠিল,-এ কি মাসি! এ কি সর্বনাশ।

এই কথা বলিয়া সে মাসীর দিকে দৃষ্টি করিল। সে দেখিল যে, পত্রখানি মাসীর হাতে আছে বটে, কিন্তু তিনি তাহা পড়িতেছেন না। মাসীর হাত থর-থর করিয়া কাপিতেছে।

মাসীর হাত হইতে কুসী চিঠিখানি কাড়িয়া লইল। নিমেষের মধ্যে তাহার চক্ষু পত্রের উপর হইতে নীচে পর্যন্ত ভ্রমণ করিল। পরক্ষণেই কুসী মূচ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

প্রতিবাসীদিগের নিকট এখন আর কোন কথা গোপন করিবার আবশ্যকতা ছিল না। কিন্তু গত পনর মাস ধরিয়া কুসীর বিবাহের কথা মাসী সকলের নিকট গোপন করিতে ছিলেন। এ কথা গোপন করা তাহার একপ্রকার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। সেই অভ্যাসবশতঃ তিনি চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিলেন না। কোনরূপ গোল করিলেন না। তাহার নিজেরও মূর্ছা হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু বিশেষরূপ চেষ্টা করিয়া, তিনি আপনার মন সংযত করিলেন। তাহার চক্ষেও সেই সময় জল আসিয়া গেল, সেই জলের সহায়তায় তিনি কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধরিতে সমর্থ হইলেন। মূর্তিা কুসীকে কোলে লইয়া তিনি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন; তজোপোষের উপর সেই অবসন্ন দেহ শয়ন করাইলেন। তাহার পর, পুনরায় বাহিরে আসিয়া চিঠি, নোট ও খবরের কাগজ লইয়া গেলেন। ঘরের ভিতরে একটি ভাঙ্গা বাক্সের ভিতর সাবধানে সেগুলি রাখিয়া দিলেন।

চিঠিপত্র রাখিয়া মাসী কুসীর নিকট আসিয়া উপবেশন করিলেন। কুসীর মুখে জল দিয়া তাহার শিয়রে বসিয়া নীরবে তাহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। তাহার চক্ষু হইতে ক্রমাগত বারিধারা বিগলিত হইতে লাগিল। কথা কহিবার তাহার শক্তি ছিল না।

www.bengaliebook.com

কিছুক্ষণ পরে কুসী একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল। কিন্তু সে পাগলের দৃষ্টি, সহজ দৃষ্টি নহে। কি ঘটনা ঘটিয়াছে, কেন সে বিছানায় শুইয়া আছে, মাসী কেন কাঁদিতেছেন, কুসী যেন কিছুই জানে না। একদৃষ্টিতে একদিক্ পানে সে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া, সকল কথা তাহার যেন স্মরণ হইল। যা তাহার স্মরণ হইল, আর,মাসী! এ কি হইল!—এই কথা বলিয়া সে পুনরায় মূচ্ছিত হইল।

ক্ষণকালের নিমিত্ত জ্ঞান ও পরক্ষণেই অজ্ঞান, এইরূপ অবস্থা কুসীর বার বার হইতে লাগিল। তাহার নিকট বসিয়া নীরবে মাসী কাঁদিতে লাগিলেন ও তাহার শুশ্রুষা করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার পূর্বে ডাকহরকরা চিঠি দিয়া গিয়াছিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, ক্রমে রাত্রি হইল। রাত্রি যখন প্রায় দশটা, তখন কুসীর ভালরূপে একবার জ্ঞানের উদয় হইল। কুসী বলিল,–মাসী।

সে চিঠি আর সে কাগজ একবার দেখি।

নীরবে বাক্স হইতে চিঠি ও কাগজ আনিয়া তিনি কুসীর হাতে দিলেন। তজোপোষের নিকট প্রদীপটি সরাইয়া দিলেন। কুসীর চক্ষুতে জলের লেশমাত্র নাই। ধীরভাবে বিশেষরূপে মনোযোগের সহিত কুসী পত্রখানি প্রথম আদ্যোপান্ত পাঠ করিল। তাহার পর খবরের কাগজের লাল চিহ্নিত স্থানটিও সেইরূপ ধীরভাবে পাঠ করা যেই সমাপ্ত হইল, আর কুসীর হাত কাঁপিতে লাগিল। তাহার হাত হইতে কাগজ দুইখানি পড়িয়া গেল। অবশেষে প্রবল বেগে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, কুসী পুনরায় মূর্হিত হইল।

সে চিঠি ও সংবাদপত্র আমি দেখিয়াছি। চিঠিখানিতে এইরূপ লেখা ছিল–

www.bengaliebook.com

প্রণাম পুরঃসর নিবেদন–

হীরালালবাবু আমার পরম বন্ধু ছিলেন। গত ১৯শে বৈশাখ রাত্রিকালে পদ্মা নদীতে নৌকাডুবি হইয়া, তিনি মারা পড়িয়াছেন। সেজন্য আমি যে কি পর্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না বিধাতার লিখন, কে খাইতে পারে?

আপনার নিকট পাঠাইবার নিমিত্ত, দেশ হইতে হীরালালবাবু আমার নিকট দুইশত টাকা প্রেরণ করিয়াছিলেন। কার্যে ব্যস্ত থাকা প্রযুক্ত এতদিন আমি পাঠাইতে পারি নাই। এক্ষণে সেই টাকা আপনার নিকট পাঠাইলাম।

হীরালালবাবুর নব-বিবাহিতা পত্নীর জন্য আমি বড়ই কাতর হইয়াছি। তাহাকে আপনি বিশেষ সাবধানে রাখিবেন। অধিক আর কি লিখিব। ইতি–লোচন ঘোষ।

লোচন ঘোষ কে, তাহা মাসীও জানিতেন না। লোচন ঘোষের নাম পর্যন্ত মাসী কখনও শ্রবণ করেন নাই। চিঠিতে তাহার ঠিকানা ছিল না।

খবরের কাগজে সংবাদটি এইরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল;–

পদ্মা নদীতে সম্প্রতি এক বিষম দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। সেদিন হরিহরপুর হইতে একখানি নৌকা গোয়ালন্দ অভিমুখে আসিতেছিল। দাঁড়ি-মাঝি ব্যতীত নৌকাতে অনেকগুলি আরোহী ছিল। সন্ধ্যার পর হঠাৎ ঝড় উঠিয়া নৌকাখানি জলমগ্ন হইল। দুইজন মাঝি ব্যতীত নৌকার সমস্ত লোক জলমগ্ন হইয়া মারা পড়িয়াছে। আমরা শুনিয়া আরও দুঃখিত হইলাম যে, মজিদপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র হীরালালবাবু এই নৌকাতে ছিলেন। হীরালালবাবু বাটীতে রাগ করিয়া কলিকাতা আসিতেছিলেন। সে নিমিত্ত তিনি এরূপ নৌকাতে আরোহন

করিয়াছিলেন। হীরালালবাবু গত বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইলাম।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই সমুদয় পূর্ব-বিবরণ কুসীর মাসী আমাকে যে ভাবে বলিয়াছিলেন, আমি এ স্থানে সে ভাবে বলি নাই। আমি আমার নিজের কথায় তাহা বর্ণনা করিলাম। কুসুমের মাসী এই সমুদয় পূর্ব কথা অতি সংক্ষেপে বলিয়াছিলেন। এই সমুদয় কথা বলিতে অতি অল্প সময়ই লাগিয়াছিল। পরে অন্য লোকের নিকট হইতে আমি যে সমুদয় তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাও এই মাসীর বিবরণের ভিতর যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছি। সে জন্য আমার বিবরণ কিছু বিস্তারিত হইয়াছে।

কুসুমের মাসী এই পর্যন্ত পূর্ব-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, এমন সময় রসময়বাবু দূর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমাদের কথা এখনও শেষ হয় নাই? এদিকে যে অনেক কাজ পড়িয়া আছে! তাহার উত্তরে, মাসী অল্প উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—যাই!

তাহার পর আমাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, রায় মহাশয় এদিকে আসিতেছে। দোহাই তোমার! প্রকাশ করিও না। আমার মুখে চুণ কালি দিও না। আর সকল কথা পরে বলিব।

রসময়বাবু নিকটে আসিয়া শালীকে বিবাহ সম্বন্ধে কোন একটা দ্রব্যের কথা বলিলেন। কুসুমের মাসী তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

তাহার পর রসময়বাবু আমাকে বলিলেন,-কুসুমের কি রোগ হইয়াছে, অহা কি কিছু বুঝিতে পারিলেন? এখন একটু যেন ভাল আছে বলিয়া বোধ হয়। আমার স্ত্রীর অনেক সাধ্য সাধনায় এখন একটু দুধ পান করিয়াছে।

www.bengaliebook.com

আমি উত্তর করিলাম,–কতকটা বুঝিয়াছি; তাহাকে একটু ঔষধ দিতে হইবে। একটা শিশি দিতে পারেন?এই কথা বলিয়া আমি বাহিরে গমন করিলাম। রসময়বাবুও একটা শিশি লইয়া বাহিরে আসিলেন।

আমার ব্যাগ হইতে ঔষধ বাহির করিয়া, তাহা প্রস্তুত করিতে করিতে আমি ভাবিলাম,–তবে এ বিধবা বিবাহ। বাবু জীবিত নাই। যাহাদের কন্যা, তাহারা বুঝিবে। আমার কথায় কাজ কি? কিন্তু বাবুর জন্য আমার বড় দুঃখ হইল। তাহার সেই হাসি মুখখানি আমার মনে পড়িতে লাগিল। ঔষধ প্রস্তুত করিয়া আমি রসময়বাবুকে দিলাম; তিনি বাটীর ভিতর গমন করিলেন। আমি বরযাত্রীদিগের বাসায় গমন করিলাম।

www.bengaliebook.com

চতুর্থ ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ - মৃত্যু নহে মূর্চ্ছা

বরযাত্রীদিগের বাসায় গমন করিয়া, নীরবে একপার্শ্বে আমি উপবেশন করিলাম। সে স্থানে বসিয়া একবার দিগম্বরবাবুর মুখপানে চাহিয়া দেখি, একবার বাবুর মুখখানি স্মরণ করি। দেবকুমার ও বাঁদরের যদি তুলনা হয়, তথাপি এ দুইজনে তুলনা হয় না। বাবুর জন্য শোক হইল, কুসীর দুঃখে ঘোরতর দুঃখিত হইলাম। আজ কুসীর মৃত্যু না হউক, কিন্তু কুসী যে আর অধিক দিন বাঁচিবে না, তাহা এখন আমি নিশ্চয় বুঝিলাম। কুসী মরিয়া যাইবে, তাহা ভাবিয়া আর আমার বড় কষ্ট হইল না। বাবু যে স্থানে গিয়াছে, কুসীও সেই স্থানে যাউক, এখন বরং সে ইচ্ছা আমার মনে উদয় হইল।

রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল, পুনরায় বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইল। রসময়বাবু নিজে এবার বর লইতে আসিলেন।

আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন,-আপনি এখানে বসিয়া আছেন? আপনাকে এতক্ষণ খুঁজিতেছিলাম। কেন ভাই, এত বিমর্ষ কেন?

আমি উত্তর করিলাম,—আপনার কন্যার জন্য আমি কিছু চিন্তিত আছি।

রসময়বাবু উত্তর করিলেন,-একবার এই কাজটা ভালয় ভালয় হইয়া গেলে হয়। স্ত্রীলোক। গহনা-গাঁটি পাইয়া মনে আনন্দ হইলে, এরূপ ভাবটা কাটিয়া যাইবে। শুনিয়াছি, বাতশ্লেষ্ম বিকার হইলে একটা না একটা অঙ্গহানি হয়; অঙ্গহানি না হইয়া কুসীর মন বিকৃত হইয়াছে।

বর ও বরযাত্রিগণ গাত্রোত্থান করিলেন। রসময়বাবুর বৈঠকখানাটি প্রশস্ত ছিল; তাহার একপার্শ্বে বাড়ীর ভিতরের সামিল ছোট একটি ঘর ছিল। বৈঠকখানার

সেই অংশে ক্ষুদ্র ঘর দিয়া বাটীর ভিতর যাইবার দ্বারের নিকট কন্যা সম্প্রদানের স্থান হইয়াছিল। বৈঠকখানার অবশিষ্ট অংশে বরযাত্রী ও কন্যা যাত্রীদিগের বসিবার স্থান হইয়াছিল। বর, বরযাত্রী ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগন সভায় উপবেশন করিলেন। রসময়বাবুর বাটীর বাগান ও সম্মুখে প্রশস্ত রাজপথ লোকে পূর্ণ হইয়া গেল। বাটীর ভিতর বাঙ্গালী, পঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানী স্ত্রীগণের কলরব প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইল। কন্যা সম্প্রদান করিবার নিমিত্ত রসময়বাবু সভাস্থ লোকদিগের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তাহার পর, বিবাহ স্থানে তিনি নিজের আসনে গিয়া উপবেশন করিলেন; বর তাহার সম্মুখে উপবিষ্ট হইলেন। দুই পুরোহিত দুইজনের পশ্চাতে বসিলেন।

যথাবিধি সঙ্কল্পাদি মন্ত্র পাঠের পর, বিবাহ স্থলে কন্যা আনয়নের নিমিত্ত আদেশ হইল। একপার্শ্বে বসিয়া নীরবে আমি এই সমুদয় ব্যাপার দর্শন করিতে লাগিলাম। একজন বলিষ্ঠ পঞ্জাবী স্ত্রীলোক কন্যাকে কোলে করিয়া বাহিরে আনিল। তাহার পশ্চাতে কুসুমের মাসী ও অন্যান্য স্ত্রীগণ আগমন করিলেন।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, বৈঠকখানার যে পার্শ্বে কন্যা-সম্প্রদানের নিমিত্ত স্থান হইয়াছিল, তাহার পশ্চাদিকে বাড়ীর ভিতরের সামিল ছোট একটি ঘর ছিল। সেই দ্বারের নিকট কুসুমের মাসী ও অন্যান্য স্ত্রীগণ উপবেশন করিলেন।

পঞ্জাবী স্ত্রীলোকটি কন্যাকে আনিয়া নির্দিষ্ট আসনে বসাইল। কিন্তু যাই সে ছাড়িয়া দিল, আর কন্যা তৎক্ষণাৎ মুখ থুবড়িয়া ভূতলে পতিত হইল।

কি হইল, কি হইল বলিয়া কন্যার পিতা, বর, পুরোহিতদ্বয় ও অন্যান্য লোক ব্যস্ত হইয়া তুলিতে গেলেন! চারিদিকে হৈ হৈ রৈ রৈ পড়িয়া গেল। বাটীর

www.bengaliebook.com

ভিতর দিকে সেই ছোট ঘরটিতে কুসুমের মাসী বসিয়াছিলেন। ও মা! এ কি হইল। বলিয়া তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন। সে স্থানে উপবিষ্টা অন্যান্য স্ত্রীগণও তাহার কান্নার সহিত আপন আপন সুরে জুড়িয়া দিলেন।

আমি অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিলাম। সহসা এই গোলযোগে আমার চমক হইল। আমি ডাক্তার,আমি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না; সত্বর সেই ধরাশায়িনী কন্যার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম।।

রসময়বাবু, কন্যার এক হাত ধরিয়া, তাহাকে তুলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন; দিগম্বর বাবু অপর হাত ধরিয়া টানাটানি করিতেছিলেন। আমি তাহাদিগকে নিষেধ করিলাম।

কুসুমের মুখ পাত্রের উপর পড়িয়াছিল। নিকটে বসিয়া অতি সাবধানে তাহার মুখটি তুলিয়া, আমি আমার উরুদেশে রাখিলাম। তাহার মুখটি ফিরাইয়া আমি দেখিলাম যে, তাহার নাসিকা হইতে শশাণিস্রাব হইতেছে, আম্রপাত্রের কাণা লাগিয়া তাহার ওষ্ঠও কাটিয়া গিয়াছে। সেই কর্তিত স্থান দিয়াও রক্ত পড়িতেছিল। নাসিকা ও মুখে রক্ত দেখিয়া আমার বড় ভয় হইল। মনে করিলাম যে, কুসুম বরাবর যাহা বলিয়া আসিতেছিল, তাহাই বা সত্য হয়। তাহার নাড়ী টিপিয়া দেখিলাম। নাড়ী দেখিয়া আমার মন আশ্বাসিত হইল। সে যে মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই, কেবল মূর্ছিত হইয়াছে, নাড়ী দেখিয়া তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম। কোসা হইতে জল লইয়া তাহার চক্ষু ও মুখে সিঞ্চন করিলাম। বাটীর ভিতর হইতে শীঘ্র পাখা আনিবার নিমিত্ত রসময়বাবুকে প্রেরণ করিলাম। বর, বরযাত্রী প্রভৃতি লোকগণ চারিদিকে বায়ুরোধ করিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাহাদিগকে দূরে সরিয়া যাইতে বার বার বলিলাম। কিন্তু কেহই আমার কথা শুনিলেন না। জনতা করিয়া সেই মুচ্ছিতা কন্যাকে ঘিরিয়া সকলে দাঁড়াইলেন। সকলেই ঔষধ জানেন। সেই সমুদয় ঔষধ প্রয়োগ করিবার নিমিত্ত সকলে আমাকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন।

www.bengaliebook.com

রসময়বাবু দৌড়িয়া বাড়ীর ভিতর হইতে পাখা লইয়া আসিলেন। দ্বারের নিকটে কুসুমের মাসী বসিয়া হায় হতাশ করিতেছিলেন। নিকটে আসিয়া আমি তাঁহাকে বাতাস করিতে বলিলাম। কুসুমের মাথা আমার উরুদেশে রহিল। বামহস্তে আমি তাহার নাড়ী ধরিয়া রহিলাম। দক্ষিণহস্তে তাহার মুখে জল সিঞ্চন করিয়া, তাহার চৈতন্য উৎপাদনের নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

www.bengaliebook.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ - তুমি তো বড় তেরপেণ্ড

এই বিপদের সময় দিগম্বরবাবু এক গোল উপস্থিত করিলেন। আমাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন,-তুমি তো বড় তেরপেণ্ড দেখিতে পাই! কি বলিয়া তুমি আমার স্ত্রীকে কোলে লইয়া বসিলে? ডাক্তারি করিবে, ডাক্তারি কর; পরের স্ত্রীকে কোলে করিয়া ডাক্তারি করিতে হয়, এ তো কখনও শুনি নাই।

এই বলিয়া তিনি আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া, কুসীকে আমার কোল হইতে কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিলেন। অচেতন হইয়া কুসী পড়িয়া আছে, তাহার প্রাণসংশয়; এরূপ সময়ে ফোকলার এই পাগলামি দেখিয়া আমার কিছু রাগ হইল। আমি বলিলাম–You are a brute (অর্থাৎ তুমি একটা পশু)

দিগম্বরবাবু আরও বুক্রোধাবিষ্ট হইয়া, আমাকে এক ধাক্কা মারিলেন। আমি ঝুঁকিয়া পড়িলাম। পুনরায় উঠিয়া, বরযাত্রীগণকে সম্বোধন করিয়া আমি বলিলাম,-মহাশয়গণ। এ বে-পাগলা বুড়াকে লইয়া আপনারা বাসায় গমন করুন। কন্যার অবস্থা দেখুন,বাঁচে কি না তাহার ঠিক নাই। এ সময়ে এরূপ পাগলামি ভাল দেখায় না।

হবু-জামাজার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া, ঘৃণায় ও ক্রোধে রসময়বাবুর চক্ষুদ্বয় আরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি আত্মসংবরণ করিয়া, দিগম্বরবাবুকে বাসায় লইয়া যাইবার নিমিত্ত, অতি বিনয়ভাবে সকলের নিকট অনুরোধ করিলেন।

দুইজন বরযাত্রী দিগম্বরবাবুর দুই হাত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই যাইবেন না। ক্রোধে তিনি কপিতে লাগিলেন। অতিশয় বল প্রকাশ করিয়া, আমার দিকে ঝুঁকিয়া ঝুঁকিয়া, ঘুসি দেখাইয়া তিনি আস্ফালন করিতে লাগিলেন। দুইজনে তাঁহাকে টানিয়া রাখিয়াছিল, তাহা না হইলে, আমাকে

বোধ হয়, চড়টা চাপড়টা, কিলটা-ঘুসিটা খাইতে হইত। সেই সময় ফোকলা মুখে হাউ হাউ করিয়া তিনি কত কি বলিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখগহ্বরের দুইপার্শ্বে সাদা ফেকো পড়িয়াছিল, তাহা ঢাকিবার নিমিত্ত তোকরা পান সর্বদাই তিনি মুখে রাখিতেন। তাম্বুলরঞ্জিত লালা, রক্তের ন্যায় তাহার কয় দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। ফুলকাটা কামিজের বক্ষদেশ ও বেলফুলের মালা ভিজিয়া গেল। ঘোর উগ্রমূর্তি। তাহার উপর শোণিত-প্রায় লালার প্রবাহ,—তাহাকে ঠিক যেন রক্তমুখী মন্দা-কালীর ন্যায় দেখাইতে লাগিল। একে সেই হাউ হাউ, তাহার উপর আমার মন তখন মূচ্ছিত কুসীর দিকে, সকল কথা আমি তাহার বুঝতে পারিলাম না। দুই একটা কথা কেবল আমার কর্ণগোচর হইল, যথা,-তুমি আমাকে বুড়ো বলিলে! এরূপ কটু কথা কেহ কখন আমাকে বলে নাই। তোমার নামে আমি ড্যামেজের নালিশ করিব। তোমাকে জেলে দিব; যত টাকা খরচ হয়, তাহা করিব। ইত্যাদি।

রসময়বাবু একটু রাগিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন,-মহাশয়গণ! আপনারা কি তামাসা দেখিতেছেন? কন্যার অবস্থা দেখিয়া, আপনাদের কি একটু দয়া হয় না? আর তোমার বাপু কি একটু জ্ঞান নাই? আমার কন্যা যদি বাঁচে, তবে তো তোমার সহিত বিবাহ হইবে? এখন আপনারা বাসায় গমন করুন।

রসময়বাবুর এই কথা শুনিয়া, দিগম্বরবাবু একটু নরম হইলেন। তিনি বলিলেন, আচ্ছা, আর আমি গোল করিব না। আমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব। আমার হাতে একখানা পাখা দাও, আমার স্ত্রীকে আমি বাতাস করি।

যেমন করিয়াই হউক, পাগলাকে এখন শান্ত করাই শ্রেয় মনে করিলাম। চক্ষু টিপিয়া রসময়বাবুকে আমি ইসারা করিলাম। তিনি দিগম্বরবাবুর হাতে একখানি পাখা দিলেন। দিগম্বরবাবু আমার নিকটে বসিয়া, কুসীর মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া, বাতাস করিতে লাগিলেন। দুই একবার পাখা নাড়িয়া মূচ্ছিতা কুসীকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন,- কন্যা! তোমার জন্য আমি

www.bengaliebook.com

অনেক গহনা আনিয়াছি। একবার গহনা আনয়াছি। আমাদের বসায় আছে। তুমি চক্ষু চাহিয়া দেখা এখনই সে গহনা তোমাকে আমি দেখাই।

গহনার লোভে কুসী চক্ষু চাহিল না। মৃতবৎ সে পড়িয়া রহিল।

দিগম্বরবাবু উচ্চৈঃস্বরে চাকরকে ডাকিলেন,–কিঁষ্টা! কিঁষ্টা! কিঁষ্টা! কুঁথায় রে!

ভিড়ের ভিতর হইতে কিঁষ্টা উত্তর দিল,–হো! পদাই আজ্ঞা। অর্থাৎ আমি পশ্চাতেই আছি।

দিগম্বরবাবু বলিলেন,-বাসায় যা,ছোটু সিংহের কাছ হইতে গহনার বাক্সটা চাহিয়া আন।

রসময়বাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন,–আপনি নিতান্ত পাগল! ছিঃ!।

মানুষ সব কি বে-আড়া! দিগম্বরবাবু সকলের প্রশংসাভাজন হইতে এত চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তবুও কেহ তাহার প্রশংসা করে না। গহনা দেখিয়া কোথায় সকল লোকে তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিবে, না গহনার নাম শুনিয়া সকলে বিরক্ত হইল! দুঃখিত হইয়া কিঁষ্টাকে তিনি গহনার বাক্স আনিতে মানা করিলেন। সকলের অত্যাচারে নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া, বিরসবদনে তিনি পুনরায় কুসীকে বাতাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু দুই চারিবার পাখা নাড়িয়া, এবার তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া চুপি চুপি বলিলেন, আমি তোমাদিগকে বেশ চিনি। লোকের কান মলিয়া তোমরা ভিজিট নাও। বাপের ব্যায়রাম হইলেও, ভিজিট ছাড় না। তোমরা ভিজিটখোর। আমি যা বলি তা যদি কর, তাহা হইলে তোমাকে আমি ভিজিট দিব। কন্যার মাথাটি তুমি আমার কোলে দাও। পর-পুরুষের কোলে যুবতী স্ত্রীলোকের মাথা রাখা উচিত নয়, তাই বলিতেছি।

www.bengaliebook.com

আমি সে কথার কোন উত্তর করিলাম না। ভিজিটের লোভে কুসীর মস্তক তাঁহার কোলে দিলাম না। কুসীকে এখন চেতন করিতে পারিলাম না, সে জন্য আমার বড় ভয় হইল। তাহার নাসিকা হইতে যে রক্তস্রাব হইতেছিল, তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাহার নাড়ী অতিশয় দুর্বল হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ভয়ের লক্ষণ দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু এখনও চেতন হয় না কেন? পাছে সহসা হৃৎপিণ্ডের কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়, সে জন্য আমার বড় ভয় হইল। হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত মস্তক অবনত করিয়া, আমি আমার কর্ণ,কুসীর বক্ষস্থলের বামপ্রদেশে রাখিতে যাইতেছি, এমন সময় দিগম্বরবাবু বলিয়া উঠিলেন,–ও আবার কি! বেল্লিক! এই বলিয়া আমার সেই কিঞ্চিৎ অবনত বামগালে ঠাস করিয়া তিনি সবলে এক চপেটাঘাত করিলেন।

চারিদিকে সকলে ছি ছি করিয়া উঠিল। আমি স্তম্ভিত হইলাম। কিন্তু এ বিষয় লইয়া আর অধিক গোল হইল না; কারণ, সেই সময় সকলের দৃষ্টি অন্যদিকে পড়িল। যেস্থানে কুসীকে লইয়া আমি বসিয়াছিলাম, তাহার চারিদিকে লোক দাঁড়াইয়াছিল। বার বার অনুরোধ করিয়াও, আমি সে ভিড় কমাইতে পারি নাই। সেই ভিড়ের পশ্চাৎ দিকে এখন একটু গোল উঠিল। সকলে দেখিল যে একজন সন্ন্যাসী অতি ব্যগ্রভাবে দুই হাতে দুই দিকে লোক সরাইয়া, ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইতেছেন। গৈরিক বস্ত্র দ্বারা সন্ন্যাসীর দেহ আবৃত ছিল। তাহার শরীর ধূলায় ধূসরিত হইয়াছিল। ভিড় ঠেলিয়া সন্ন্যাসী ক্রমে আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন।

www.bengaliebook.com

তৃতীয় পরিচ্ছেদ - দেখ না দাদা

আমার গালে চড় মারিয়া দিগম্বরবাবু একটু অপ্রতিভ হইয়াছিলেন। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া এখন তিনি বলিয়া উঠিলেন,ভাল হইয়াছে যে, এই সন্ন্যাসীঠাকুর আসিয়াছেন। কন্যাকে ইনি এখনই ভাল করিবেন। ইহারা সন্ন্যাসী, পবিত্র পুরুষ, পর-স্ত্রী ইহারা স্পর্শ করেন না। দূর হইতে ঝাড়-ফুঁক করিবেন। ডাক্তারবাবু কিছু মনে করিও না। এখন তুমি সরিয়া যাও, ডাক্তারি চিকিৎসা আর আমি করাইব না। আমি ইহাকে কোলে লইয়া বসি। সন্ন্যাসীঠাকুর দূরে বসিয়া ঝাড়-ফুঁক করিবেন।

সন্ন্যাসীঠাকুর কিন্তু দূর হইতে ঝাড়-ফুক করিলেন না। দিগম্বরবাবুর পা মাড়াইয়া তিনি আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহার পায়ের অঙ্গুলীতে যে জুতার কড়া ছিল, সন্ন্যাসীঠাকুরের পা ঠিক তাহার উপর পড়িয়াছিল। যাতনায় দিগম্বরবাবু উঃ কবিয়া উঠিলেন। তাহার সে কাতরতা-সূচক শব্দের প্রতি ভ্রক্ষেপ না করিয়া, সন্ন্যাসীঠাকুর সবলে তাহাকে এক ঠেলা মারিলেন। দিগম্বরবাবু শুইয়া পড়িলেন। তাহাতে একটু স্থান হইল। সেই স্থানে বসিয়া তিনি আমাকে অন্যদিকে ঠেলিয়া দিলেন। আমিও অন্যদিকে শুইয়া পড়িলাম। তাহাতে একটু স্থান হইল।এদিকে এক ঠেলা ওদিকে এক ঠেলা মারিয়া সন্যাসীঠাকুর যে . স্থান করিলেন, সেই স্থানে তিনি ভাল করিয়া উপবেশন করিলেন। তাহার পর বাম হাতে কুসীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া, আমার উরুদেশ হইতে তাহাকে উত্তোলন করিলেন। কুসীর মস্তক তাঁহার বাম হাতের উপর রহিল। অর্ধশায়িতভাবে কন্যাকে বসাইয়া, তিনি নিজের মস্তক অবনত করিয়া, কুসীর, দক্ষিণ কর্ণে অতি মৃদুস্বরে বলিলেন,-কুসী! কুসী!

দিগম্বরবাবু জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন,-ও ভাই রসময়! দেখ না দাদা, এ আবার কি বলে!

রসময় কোন উত্তর করিলেন না; বিস্মিত হইয়া সন্ন্যাসীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

দিগম্বরবাবু এবার সন্ন্যাসী ঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন,—বলি, ও গোঁসাইজি! এ তোমার কিরূপ ব্যবহার বল দেখি! আমি তোমাকে ভাল মানুষ মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু এই ভিজিট-খোরের চেয়ে তুমি আবার এককাঠি সরেশ! ইনি তবু পায়ের উপর কন্যাকে রাখিয়াছিলেন। তুমি তাহাকে বুকে তুলিয়া লইলে! কন্যা যে বালিকা নয়, পূর্ণ যুবতী, তাহা কি তোমার জ্ঞান নাই? ভণ্ড তপস্বি।

দিগম্বরবাবুর কথায় কেহ উত্তর করিল না। পাগল বলিয়া সকলে তাহার কথা তুচ্ছ করিল। কন্যার কানের নিকট মুখ রাখিয়া, সন্ন্যাসী মৃদুস্বরে বারবার কেবল—কুসী! কুলী। বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসীর আশ্চর্য শক্তি দেখিয়া রসময়বাবু প্রভৃতি সকলেই বিস্মিত হইলেন; সন্ন্যাসী সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক; রসময়বাবু কখন তাহাকে দর্শন করেন নাই; উজিরগড়ের কেহ তাহাকে কখন দেখে নাই। তথাপি তিনি রসময়বাবুর কন্যার নাম—ভাল নাম নহে, ডাক নাম,উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইলেন। সন্ন্যাসী-মহাদিগের কিছুই অবিদিত থাকে না। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সকলই তাহারা প্রত্যক্ষ দেখিয়া থাকেন।

সন্ন্যাসীর অদ্ভুত আরও বিশেষরূপ পরিচয় শীঘ্রই সকলে পাইল। তিনি কোনরূপ ঔষধ প্রদান করিলেন না, অথবা কোনরূপ মন্ত্র পাঠ করিলেন না। কেবল কন্যার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। কিন্তু তাহাতেই সেই মৃতপ্রায় কন্যা জীবন প্রাপ্ত হইল। এতক্ষণ ধরিয়া যাহার আমি চৈতন্য উৎপাদন করিতে পারি নাই, সন্ন্যাসীঠাকুরের অদ্ভুত তপস্যা বলে এখন তাহার চৈতন্য হইল। কুসী প্রথমে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। তাহার পর, সে চক্ষু উন্মীলন

www.bengaliebook.com

করিল। কিছুক্ষণের নিমিত্ত সন্ন্যাসীর মুখের দিকে সে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। পুনরায় একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, সে চক্ষু মুদ্রিত করিল। চক্ষু, উন্মীলন, সন্ন্যাসীর প্রতি দৃষ্টি, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ, চক্ষু মুদ্রিকরণ, তিন চারিবার সে এইরূপ করিল। শেষবার যখন সে চক্ষু উন্মীলন করিল, তখন ধীরে ধীরে বাম হস্তে মাথার কাপড়টি খুঁজিয়া, ঘোমটাটি টানিয়া দিল। তাহার পর দক্ষিণ হস্তটি সন্ন্যাসীর গলদেশের পশ্চাদভাগে রাখিল। অবশেষে আপনার মস্তকটি সন্ন্যাসীর বাম হাত হইতে সরাইয়া, তাঁহার বক্ষঃস্থলে রাখিল। হস্তও মস্তক এইরূপ রাখিয়া, সে চক্ষু বুজিল। সুস্থ হইয়া যে সে এখন নিদ্রা যাইবে, তাহার ভাব দেখিয়া এইরূপ সকলের বোধ হইল।

কুসুম বালিকা নহে। সন্ন্যাসীর বক্ষঃস্থলে কি ভাবিয়া সে আপনার মস্তক রাখিল। সন্ন্যাসীও বৃদ্ধ ছিলেন না; তাহার বয়স অধিক হয় নাই। তথাপি কুসুম তাহাকে দেখিয়া কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইল না। যুবক ও উলঙ্গ শুকদেব গোস্বামীকে দেখিয়া অস্পরাগণ লজ্জা করে নাই, কিন্তু বৃদ্ধ বল–পরিধেয় ব্যাসকে দেখিয়া তাহারা লজ্জা করিয়াছিল! সন্ন্যাসীর অদ্ভুত মাহাত্ম দেখিয়া, রসময়বাবু প্রভৃতি সকলেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

কেবল দিগম্বরবাবু সন্ন্যাসীর মাহাত্ম দর্শনে মুগ্ধ হইলেন না। রসময়বাবুকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন-রসময়! তোমার কি ঘৃণা পিত্তি একেবারে নাই হে? তোমার চক্ষের উপর তোমার যুবতী কন্যাকে কেহ বা কোলে করিতেছে, কেহ বা বুকে করিয়া সইতেছে, ইহাতে তোমার কি লজ্জা বোধ হয় না? ছিঃ?

তাহার পর সন্ন্যাসীকে সম্বোধন করিয়া তিনি বললেন,–সন্ন্যাসীঠাকুর! কন্যার এখন জ্ঞান হইয়াছে। আর ইহার চিকিৎসা করিতে হইবে না। এ রসময়ের কন্যা; আমি ইহার বর। আমার সহিত এখনি ইহার বিবাহ হইবে। কতক মন্ত্র বলা হইয়াছে, আর গোটাকতক মন্ত্র বলিলেই হয়। কন্যাকে ছাড়িয়া দিয়া, এখন আপনি একটু সরিয়া বসুন। বাকী কয়টা মন্ত্র আমি পড়িয়া লই। আসুন

www.bengaliebook.com

পুরোহিত মহাশয় আসুন! রসময়! আয় দাদা! কাজটা শেষ করিয়া ফেলি। এই সব গোলমালে লগ্ন ভ্রষ্ঠ হইয়া গেল।

হবু জামাতাকে রসময়বাবু এখন বিলক্ষণ চিনিয়াছিলেন। তাহার প্রতি এখন তাহার ঘোরতর অভক্তি জন্মিয়াছিল। রসময়বাবু তাহাকে কি উত্তর দিবেন, তাহা ভাবিতেছেন, এমন সময় বৈঠকখানার বাহিরে সেই জনতার ভিতর আবার কি গোল হইল। আমার মুখপানে চাহিয়া রসময়বাবু বলিলেন-আবার কি উৎপাত ঘটে দেখ। সকলেই কন্যার বিবাহ দিয়া থাকে কিন্তু এমন কেলেঙ্কারি আর কখনও দেখি নাই। লোকের কাছে যে মুখ দেখাইব, সে যে আর আমার রইল না।

www.bengaliebook.com

চতুর্থ পরিচ্ছেদ – গলাভাঙ্গা দিগম্বরী

বাস্তবিক এই সময় আর একটি ঘটনা ঘটিল। ভিড় ঠেলিয়া একজন মানুষ বৈঠকখানার ভিতর প্রবেশ করিলেন। তাহার লম্বা-চওড়া চেহারা দেখিয়া, প্রথম তাহাকে পুরুষ-মানুষ বলিয়া আমার ভ্রম হইয়াছিল; কিন্তু তাহার পরিধেয় বস্ত্র দেখিয়া সে ভ্রম আমার দূর হইল। চওড়া কস্তাপেড়ে শাড় তিনি পরিয়াছিলেন। মুখখানি বড় একটি হাঁড়ির মতো ছিল। সেই হাঁড়ির মধ্যস্থলে উচ্চ নাসিকা দ্বারা, দুই পার্শ্ব দুই গালের অস্থি দ্বারা, নিম্নদেশ মুখ-গহ্বর দ্বারা, আর তাহার উপর কতকগুলি বড় বড় গোঁফের কেশ দ্বারা সুশোভিত ছিল। যদি কোন মানুষের ঠিক বাঁশির মত নাক থাকে তাহা হইলে তাহার ছিল। মাথার সম্মুখভাগে টাক পড়িয়াছিল। কতক সেই টাকের উপর হইতে, কতক কাঁচা-পাকা চুলের ভিতর হইতে সিন্দুরের ছটা বাহির হইতেছিল। শীতলাদেবী কি সুভদ্র ঠাকুরাণীরও লালটদেশের এতখানি অংশ সিন্দুরে রঞ্জিত ছিল কিনা, তা সন্দেহ। সেই সিন্দুরের ছটা দেখিয়া বোধ হয়, যেন তাঁহার সমস্ত শরীরটি পতি ভক্তিকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; শরীরে পতিভক্তি আর ধরে না, তাই তাহার কতকটা এখন মাতা কুঁড়িয়া বাহির হইতেছে। স্ত্রীলোকটি শ্যামবর্ণা, তাহার দেহটি যেমনি দীর্ঘে, তেমনি প্রস্থে; পাঠানদিগের দেশেও তাহার প্রতি একবার ফিরিয়া চাহিতে হয়; তাহার নাকে নখ ও হাতে শাঁখা ছিল। বয়ঃক্রমে পঞ্চাশের অধিক হইবে। কিন্তু এখনও তাঁহার দেহে যে অপরিমিতবল ছিল, তাহার আকৃতি ও ভঙ্গীতে প্রকাশ পাইতেছিল। স্ত্রীলোকটি যে আমাদের দেশের লোক, বাঙ্গালী, পরিধেয় বস্ত্র দেখিয়া প্রথমেই তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আরও ভালরূপে নিরীক্ষণ করিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি ভদ্রকন্যা ও ভদ্ররমণী, আকৃতি-প্রকৃতি যেরূপ হউক না কেন। সিঁন্দুর প্রসঙ্গে আমি তাহার পতিভক্তির উল্লেখ করিয়াছি। সেই সম্বন্ধে তাহার দন্তপূর্ণ মুখখানি আরও পরিচয় প্রদান করিতেছিল। সেই মুখখানি যেন পৃথিবীর সমস্ত নারীকুলকে বলিতেছিল, ওরে অভাগীরা! পতিপরায়ণা সতী কাহারে বলে,

যদি তোদের দেখিতে সাধ থাকে, তবে আয়। এই আমাকে দেখিয়া যা; আমি তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত, সাক্ষাৎ পভিত্তি মূর্তিমতী হইয়া আমি এই পৃথিবীতে অধিষ্ঠান করিয়াছি।

জনতা ঠেলিয়া তিনি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া অধভন্ন গম্ভীর স্বরে তিনি বলিলেন,–কৈ! কোথায়! সে ফোক্‌লা কোথায়। সে মুখ পোড় নচ্ছার কোথায়!

তাহার মূর্তি দেখিয়া, সকলে অবাক হইয়াছিল; এখন তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া সকলে আরও অবাক হইল। অর্ধভন্ন গুরুগম্ভীর স্বর। কিসের সহিত সে স্বরের তুলনা করিব? ছেড়া জয়টাকের শব্দের সহিত? এতক্ষণ ঘরের ভিতর কত গোলমাল হইতেছিল; কুসুমের চৈতন্য উৎপাদনের নিমিত্ত কত লোক কত ঔষধের কথা বলিতেছিল; তাহার পর বিবাহের কথা, সন্ন্যাসী মহান্তের কথা;সকলেই একসঙ্গে নানারূপ কথোপকথন করিতেছিল। কিন্তু এখন তাহার সেই কণ্ঠস্বর শুনিয়া, সকলেই একেবারে নিস্তব্ধ হইল। পিপীলিকার পদশব্দটি পর্যন্ত ঘরে আর রইল না।

গলাভাঙ্গা স্ত্রীলোকটি পুনরায় বলিলেন,–কৈ। সে ফোলা মুখপোড়া কোথায়?

আমার নিকটে বসিয়া, ফোলা একদৃষ্টে কুসী ও সন্ন্যাসীর মুখপানে চাহিয়া পাখা নাড়িতেছিলেন।ফোল্লা মুখপোড়া কোথায়? এই গম্ভীর শব্দ শুনিয়া তাহার মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। পাখাখানি তাহার হাত হইতে পড়িয়া গেল। আমার পশ্চাৎ দিকে তিনি লুকাইতে চেষ্টা করিলেন। স্ত্রীলোকটি কে, তখন আমি বুঝিতে পারিলাম, ফোল্লাকে আমি লুকাইতে দিলাম না; আমার পশ্চাৎ দিকে তিনিও যত সরিয়া আসেন, আমিও তত সরিয়া যাই।

www.bengaliebook.com

ইতিমধ্যে সেই স্ত্রীলোকের দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল। তিনি বলিলেন,–এই যে পোড়া মুখ লুকাইতেছেন। হারে! ডাক্রা এ সব তোর কি কারখানা বল্ দেখি?

দিগম্বরবাবু বলিলেন,–কে ও! মনুর মা! তুমি কোথা হইতে?

গলা-ভাঙ্গা উত্তর করিলেন,–কি হইয়াছে? তোমার মুণ্ডু হইয়াছে। এইজন্য বুঝি আমাকে দেশে পাঠান হল। আমি যেন আর কোন খবর পাইব না। আমার যেন আর কেউ নাই! তাই সে দিন খবর পাইয়াছি। আমি বলিলাম–বিন্দী! চল! ফোল্লা মুখপোড়া আবার মরিতেছে

ভিড়ের একপার্শ্ব হইতে কে একজন বলিয়া উঠিল,–হা গো! এই আমি। আমার নাম বিন্দী!

সকলের দৃষ্টি এখন বিন্দীর উপর পড়িল। বিন্দী গলা-ভাঙ্গার সংসারে চাকরাণী ছিল। স্ত্রী-পুরুষের যুদ্ধের সময় বিন্দী গৃহিনীর বিশেষরূপ সহায়তা করিত। সেজন্য গলা-ভাঙ্গা তাহাকে বড় ভালবাসিতেন! বিন্দী এখন সেততাগিরি করে। রসময়বাবুর অফিসের (পাঞ্জাবী নহে) হিন্দুস্থানী চাপরাসীকে সম্মুখে পাইয়া, বিন্দী তাহাকে পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল। বিন্দী বলিল,–এই দেখ দেখি গা! মিসের একবার আঙ্কেল।

আর একবার অমনি করিয়াছিল। তোর বয়স হইয়াছে। ঘরে অমন গিন্নী রহিয়াছে। কেন, আমার গিন্নী-মা দেখিতে মন্দ কি? চক্ষের কোল একটু বসিয়া গেছে, এই যা! তোর ছেলে রহিয়াছে। মেয়ে রহিয়াছে। নাতি রহিয়াছে। নাতিনী রহিয়াছে। তোর আবার বে কেন?

www.bengaliebook.com

হিন্দুস্থানী চাপরাসী কোন সময়ে কলিকাতা আসিয়াছিল, সে জন্য বাঙ্গলা ভাষা সে অতি সুন্দর জানিত। বিশুদ্ধ বাঙ্গলায় সে বলিল,–হামিও সেই বাত বলি। বুড়ো আদমির আবার শাদি-বিহা কাহে, শাদি-বিহা হো তোর হামার।

বিন্দী বলিল,দূর মুখ-পোড়া! না, তামাসার কথা নয়। প্রয়াগে থাকিতে বুড়ো আর একবার এই রঙ্গ করিয়াছিল। আমার গেরোশন্নি হইয়াছে, এই কথা বলিয়া বুড়ো আর একজন মেয়েকে বে করিতে চাহিয়াছেন। বালাই আর কি! গেরো-শন্নি হবে কেন গা! আমার গিন্নী-মা কেমন শক্ত, কেমন দড় রহিয়াছিল। আর দেখ জমাদ্দার! এই কারে দোষ দিব! এই বাবুগুলোই বা কি বল দেখি? চোখের মাথা খেয়ে গয়নার লোভে এই তিনকেলে ফোকলা বুড়োর হাতে তারে মেয়ে খুঁজে দেবে, তা ও বেচারাই বা করে কি?

চাপরাসী বলিল,–হামিও সেই বাত বলি।

বিন্দী বলিল,–হাঁ ভাই জমাদ্দার! তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ। ভাগ্যে গিন্নীমায়ের ভগিনীপতির ভায়রা ভাই খবরটি দিল, তাই তো তিনি জানিতে পারিলেন। তাই গিন্নী-মা বলিলেন,–বিন্দী! বুড়ো আমার মেতেছে। চল, ফের যাই; গিয়া ঝাটার বাড়ীতে বিষ ঝাড়াই। আমি বলিলাম, যাব বই কি, গিন্নী-মা! যখন তোমার এমন বিপদ, তখন আমি তোম ক নিয়ে যাব। আমি পথেঘাট সব জানি। কত লোককে আমি কাশী বৃন্দাবনে নিয়ে যাই। ঠাকুরবাড়ীও কতবার গিয়াছি। মেয়েমানুষ হইলে কি হয় গিন্নী-মাকে পিণ্ডিতে তো আনিলাম বাছা। ।

গলা-ভাঙ্গা এখন বিন্দীর কথাটি লুফিয়া লইলেন। তিনি বলিলেন,–হাঁ, বিন্দী বলিয়াছে ভাল। আমারা দুইজনে পিণ্ডিতে আসিলাম। তোমার বাসায় যেখানে তোমার পিণ্ডি চটিকান রহিয়াছে, সেই বাড়ীতে যাইলাম। বিছানার শিয়রে, দেয়ালের গায়ে,–দেখিলাম, ছোট একটি বাঁধানো ছবি রহিয়াছে। এই ছুঁড়ির

www.bengaliebook.com

ছবি বুঝি! লোকের মুখে শুনিলাম যে, বাবু বে করিতে গিয়াছেন। হ্যা রে, মুখপোড়া! তোর না দুটো আইবুড়ো বড় বড় নাতিনী রহিয়াছে।

ভয়ে দিগম্বরবাবু একেবারে কাটা হইয়া গিয়াছেন। বিবাহ বিষয়ে এখন তিনি সম্পূর্ণ হতাশ হইলেন। তাহার যে গৃহ-শূন্য হয় নাই, তিনি যে মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন, সে কথা এখন প্রকাশ হইয়া পড়িল। তিনি যে ধনবান লোক, তাহার স্ত্রীর ভাব দেখিয়া তাহাও বোধ হইল না। তাহার সব মিথ্যা, সব ফাকি,আমার মনে এইরূপ বিশ্বাস হইল। দিগম্বরবাবু ভাবিলেন যে তাহার যে স্ত্রী আছে,—বিশেষতঃ এরূপ খাণ্ডার স্ত্রী আছে, তাহা জানিয়া, রসময়বাবু আর তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিবেন না। রসময়বাবু সম্মত হইলেই বা ফল কি? স্ত্রী তাহা হইলে প্রহারের চোটে তাহার হাড়-গোড় চূর্ণ করিয়া দিবে। গলা-ভাঙ্গার হাতে কতবার তাহার উত্তম-মধ্যম হইয়া গিয়াছে। এলাহাবাদে থাকিতে এইরূপ আর একবার তিনি বিবাহের আয়োজন করিয়াছিলেন। মৌ হইতে সেবার যখন এলাহাবাদে বদলি হইয়াছিলেন। উত্তর পশ্চিম হইতে পঞ্জাবে বদলি হইবার সময় এবারও সেইরূপ গৃহিণীকে সঙ্গে লইয়া আসেন নাই। তাহাকে দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে—পঞ্জাবে আসিয়া সকলকে এইরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। এই ভয়ে তিনি দেশে এতবড় বিঙ্গী কুসীকে বিবাহ করিতে সম্মত হন নাই। এলাহাবাদে যে বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল, তাহাতে দিগম্বরবাবুকে এবারের মত বরসজ্জা করিতে হয় নাই। বিবাহদিনের পূর্বেই তাহার স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহার পর, গাত্র বেদনার যোগাড় হইয়া পড়ে, সেজন্য ভয়ে জড়সড় হইয়া তিনি সুর ফিরাইলেন।

www.bengaliebook.com

পঞ্চম পরিচ্ছেদ - সূতা বাঁধা কেন ড্যাক্‌রা

দিগম্বরবাবু বলিলেন,-বে! কার রে? আমি বে করতে আসি নাই মাইরি বলিতেছি, আমি বে করিতে আসি নাই। হয় না হয়, তুমি বরং এই রসময়বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ। না, দাদা?

গলা-ভাঙ্গা উত্তর করিলেন,-তোর বে নয়? তবে তোর হাতে সূতা বাঁধা কেন রে ড্যাক্‌রা?,

দিগম্বরবাবু উত্তর করিলেন,হাতে সূতা বাঁধা? কার? আমার?

স্ত্রী বলিলেন,-একবার ন্যাকামি দেখ! হাতে সূতা বাঁধা কেন তা বল?

বিন্দী ও সেই কথায় যোগ দিয়া বলিল,-তা বাছা! তোমার বলিতে হইবে। হাতে সূতা বাঁধা কেন, তা তোমায় বলিতে হইবে।

নিজের হাতে সূতা দেখিয়া দিগম্বরবাবু অতিশয় বিস্মিত হইলেন। কিরূপে কোথা হইতে তাহার হাতে সূতা আসিয়া গেল, ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি তাহা মনে করিতে পারিলেন না। কিন্তু ইহার কারণ না বলিলেও নয়। সেজন্য একটু ইতস্ততঃ করিয়া তিনি উত্তর করিলেন,-হাতে সূতা বাধা! তাই তো! ওটা আমার ঠাওর হয় নি।

গলা-ভাঙ্গা উত্তর করিলেন,-ওটা তোমার ঠাওর হয় নি। পিণ্ডিতে চল। তোমার বাসায় গিয়া যাহাতে ঠাওর হয়, তাই করিব। ঝাটার বাড়িতে তোমার ঠাওর করিয়া দিব। তবে আমার নাম জগদম্বা বানী।

বরযাত্রীদিগের একজন ভিড়ের মাঝখান হইতে বলিলেন,-জগদম্বা বানী! না গলাভাঙ্গা দিগম্বরী?

দিগম্বরবাবুর স্ত্রী এই কথা শুনিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই দিকে ফিরিয়া বলিলেন,–কোন আটকুঁড়ীর বেটা কথা বলে রে? তোর মা হউক গলা-ভাঙ্গা দিগম্বরী। মর্! যত বড় মুখ, তত বড় কথা। হাড়হাবাতে বাহাত্তুরে ফোক্‌লা। তোর জন্যে আমাকে এইরূপ অপমান হইতে হইল।

দেশে ও অন্যান্য স্থানে দিগম্বরবাবুর স্ত্রীকে অনেকেই জানিত। কেবল জানিত তাহা নহে, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই তাহাকে ভয় করিত। বরযাত্রীদিগের মধ্যে কেহ বোধ হয়, ইহার সুখ্যাতি শুনিয়া থাকিবে। পরিচিত লোকে আড়ালে ইহাকে গলাভাঙ্গা দিগম্বরী বলিত। কিন্তু তাহার সম্মুখে সে নাম উচ্চারণ করে, কাহার সাধ্য। দিগম্বরী ইহার প্রকৃত নাম নহে, ইহার প্রকৃত নাম জগদম্বা। দিগম্বরবাবুর স্ত্রী, সেইজন্য দুষ্টলোকে ইহার নাম দিগম্বরী রাখিয়াছিল। তাহার পর কর্তাটির যখন নিজস্ব একটি বিশেষণ আছে, তখন ইহারও একটি বিশেষণ আবশ্যক। ইহার কণ্ঠস্বর ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘগর্জনের ন্যায়; সেজন্য দিগম্বরী নামের পূর্বে গলা-ভাঙ্গা বিশেষণটিও দুষ্টলোকে যোগ করিয়াছিল। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, ইহার যে গলা-ভাঙ্গা নাম হইবে, সে কিছু বিচিত্র কথা নহে। নামকরণের ভার আমার উপর হইলে, আমিও ঐ নামটি তাহাকে বাছিয়া দিতাম।

আড়াল হইতে কে তাহাকে গলা-ভাঙ্গা দিগম্বরী বলিল, সেজন্য প্রথম তাহার অতিশয় ক্রোধ হইল। তাহার পর, তাঁহার অপমান বোধ হইল। তাহার পর তাহার দুঃখ হইল। তাহার পর তাহার কায়া আসিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ সভাস্থলেই তিনি থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাহার পর ঘরের দেওয়ালটিতে তিনি ঠেস দিলেন, তাহার পর পা দুইটি তিনি ছড়াইয়া দিলেন। অবশেষে তাহার ফাটা কণ্ঠভেরীর গগনস্পর্শী শব্দে তিনি জগৎ নিনাদিত করিলেন। এ দুঃখের সময়, তাহার জীবিত পুত্র, কন্যা, পৌত্র, দৌহিত্র,–তাহাদিগকে তাহার স্মরণ হইল না। ত্রিশ বৎসর পূর্বে আঁতুড়ঘরে তাহার

www.bengaliebook.com

একটি তিনদিনের কন্যা মারা পড়িয়াছিল, তাহাকে এখন তাহার স্মরণ হইল। সেই শোক এখন তাহার উথলিয়া পড়িল। তাহাকে স্মরণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন,–কোথায় রে! খুকী রে! একবার দেখিয়া যা! এখানে তোর মায়ের দশা কি হইয়াছে। তোর মাকে গলা-ভাঙ্গা বলিয়া আঁটকুড়ার বেটারা অপমান করিতেছে। কোথায় রে! আমার খুকী কোথায় গেলি রে! ইত্যাদি। আহা! বড় দুঃখের বিষয় যে, সে খুকী থাকিলে, এতক্ষণ কোকালে আসিয়া রক্ষা করিত! বিবাহ-সভায় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। নূতন ধরণের এই অভিনয় দেখিয়া, সভার সভ্যগণ পরম প্রীতি উপভোগ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুক্ষণ কাঁদিয়া গলা-ভাঙ্গার নিদ্রার আবেশ হইল। কান্নার সুর কিছু ঢিমে হইল, মাঝে মাঝে কথার ফাক পড়িতে লাগিল; ক্রমে তাহার চুল আসিল। ঢুল আসায় তাঁহার মস্তক সম্মুখ দিকে অবনত হইতে লাগিল। একটু অবনত হইল, আরও অবনত হইল, আরও অবনত হইল। ক্রমে পাযের নিকট মস্তক আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি মনে করিলাম, এইবার ইহাকে ধরা উচিত হইতেছ, তা না হইলে মুখ থুবুড়িয়া ইহার মস্তক মাটিতে গিয়া পড়িবে। কিন্তু মাথা যাই মাটিতে পড়-পড় হইল, আর তৎক্ষণাৎ ইনি সোজা হইয়া বসিলেন। সোজা হইয়া মৃদুস্বরে একবার বলিলেন,–কোথায় আমার খুকী রে। এই কথা বলিয়া পুনরায় তাহার টুল আসিয়া গেল। পুনরায় সেইভাবে তাহার মস্তক অবনত হইতে আরম্ভ হইল। পুনরায় তিনি মাটিতে পড়- পড় হইলেন। যাই পতিতপ্রায় হইলেন, আর সেই মুহূর্তে পুনরায় তিনি সোজা হইয়া, কোথায় আমার খুকী রে? এই কথা বলিয়া একবার মৃদুস্বরে কাদিলেন। আবার পুনরায় চুল আসিয়া গেল, এইরূপ ক্রমাগত হইতে লাগিল। প্রতিবার যাই তিনি পড়-পড় হইতে লাগিলেন, আর সেই সময় আমার বক্ষস্থল ধড়ফড় করিয়া উঠিতে লাগিল। আমি মনে করিলাম এইবার মাটিতে পড়িয়া ঐ বাঁশী-নাক

www.bengaliebook.com

হেঁচিয়া যায়। তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত দুই একবার আমি প্রস্তুতও হইয়াছিলাম। ফলকথা, তাঁহার বার বার এই পড়-পড় ভাব আমার পক্ষে একপ্রকার সাজা হইয়াছিল।

রসময়বাবু অবাক। একবার গলা-ভাঙ্গার দিকে, একবার দিগম্বরের দিকে, একবার আমার দিকে একবার রসময়বাবু কেন? অনেকেই সে রাত্রিতে অবাক হইয়াছিল। উপন্যাসেও এরূপ ঘটনা হয় না। সকলেই বুঝিল যে, এ বিবাহ আর হইবে না।

এই সময় বাড়ীর ভিতর হইতে পঞ্জাবী চাকরাণী আসিয়া রসময়বাবুকে ডাকিল। রসময়বাবু তাহার সঙ্গে বাটীর ভিতর গমন করিলেন। একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া তিনি আমাকে ডাকিলেন। আমিও তাহার সঙ্গে বাটীর ভিতর গমন করিলাম।

রসময়বাবু আমাকে বলিলেন,–যাদববাবু! কি কেলেঙ্কারি। কি লজ্জা। এ অঞ্চলে আমি আর মুখ দেখাইতে পারিব না। সে যাহা হউক, আবার এক বিপদের কথা শুনুন। আমার শালী কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। আমার স্ত্রীর নিকট হইতে কুড়িটি টাকা লইয়া তিনি কোথায় গিয়াছেন। আমার স্ত্রী অত বুঝিতে পারে নাই। সে মনে করিল, বিবাহের কি কাজের জন্য টাকার প্রয়োজন হইয়াছে। তাহার পর, কোন স্থানে তাহাকে দেখিতে না পাইয়া, সে ও চাকরাণী তন্ন তন্ন করিয়া সকল স্থানে অন্বেষণ করিয়াছে। আমিও সকল স্থানে খুঁজিয়া দেখিলাম কোন স্থানে তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। কি কুক্ষণে আজ রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। চাকরীর স্থানে আমার অপমানের আর সীমা রহিল না।।

www.bengaliebook.com

আমি বলিলাম,-কুসুমের মূর্চ্ছা হইলে, তিনি তাহাকে পাখার বাতাস করিতেছিলেন। যখন সন্ন্যাসীঠাকুর আসিয়া আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া, কুসুমকে আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইলেন, সেই সময় হইতে আর আমি তাহাকে দেখি নাই।

রসময়বাবু উত্তর করিলেন,-হাঁ! সেই সময় তিনি বাটীর ভিতর গমন করেন। ছোটঘর হইতে আমার স্ত্রীকে ডাকিয়া, তাহার নিকট হইতে টাকা চাহিয়া লইলেন। আমার স্ত্রী পুনরায় বাহিরের ছোটঘরে প্রত্যাগমন করিল; আমার শালী বাটীর ভিতর রহিলেন। তাহার পর, আর কেহ তাহাকে দেখে নাই। কিছুক্ষণ পরে আমার স্ত্রী বাটীর ভিতর আসিয়া, তাহাকে দেখিতে না পাইয়া, চারিদিকে অন্বেষণ করিতে লাগিল; তাঁহাকে দেখিতে পাই না। তিনি বাটীতে নাই; তিনি কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। কেন, তা বলিতে পারি না।

আমি বলিলাম,—তবে কি তিনি বাগানের দ্বার দিয়া গিয়াছেন?

রসময়বাবু উত্তর করিলেন,হাঁ! তাহাই বোধ হয়।

আমি বলিলাম,-আমি তাহার অনুসন্ধান করিতে যাইতেছি। অন্য কোন বাঙ্গালীর বাটীতে বোধ হয় থাকিবেন। আপনি কুসীর নিকট গমন করুন। সন্ন্যাসী মহাশয় বড়ই উপকার করিয়াছেন। কুসুম পাছে মারা পড়ে, সেজন্য আমার বড় ভয় হইয়াছিল। তিনি কুসুমের জীবন দান করিয়াছেন। তাহার অনুমতি লইয়া, কুসুমকে আপনি বাটীর ভিতর আনয়ন করুন। তাহাকে সে স্থানে আর রাখা উচিত হয় না। বরযাত্রীদিগকেও বিদায় করুন। দিগম্বরবাবুর সহিত কন্যার বিবাহ দিতে আর বোধ হয়, আপনার ইচ্ছা নাই?

রসময়বাবু উত্তর করিলেন,-রাম! আমি তো ক্ষেপি নি।

www.bengaliebook.com

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ - রেল-ষ্টেশন

আমি খিড়কি দ্বার অভিমুখে যাইলাম; রসময়বাবু বৈঠকখানা-ঘরে প্রত্যাগমন করিলেন। খিড়কি-দ্বার দিয়া আমি বাগানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সে স্থানে অনেকগুলি ঐ দেশী স্ত্রী ও পুরুষ দাঁড়াইয়া বিবাহের তামাসা দেখিতেছিল। মাসীর কথা আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। একজন স্ত্রীলোক আমাকে বলিল যে, কিছুক্ষণ পূর্বে সে যখন এই বাটীতে আসিতেছিল, তখন পথে তাহার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সেই পথ দিয়া তিনি দ্রুতবেগে যাইতেছিলেন। সে কোন পথ, তাহা আমি জানিয়া লইলাম। সে রাস্তার নাম ষ্টেশন-রোড রেল-ষ্টেশন অভিমুখে তাহা গিয়াছে। সেই রাস্তার উপর হারাণবাবুর বাড়ী। আমি মনে করিলাম যে, মাসী বোধ হয় হারাণবাবুর বাড়ীতে গিয়াছেন।

সেই পথ ধরিয়া হারাণবাবুর গৃহ অভিমুখে আমি গমন করিতে লাগিলাম। গ্রীষ্মকাল। সুন্দর চন্দ্রালোকে দিনের মত পথ-ঘাট আলোকিত হইয়াছিল। সেজন্য পথ চলিতে আমার কষ্ট হইল না। কুসুমের বাটী হইতে হঠাৎ কেন বাহির হইলেন, সেই কথা আমি ভাবিতে লাগিলাম। কুসীর তিনি বিধবা বিবাহ দিতেছেন। এই কথা প্রকাশ হইবার কোনরূপ সূচনা হইয়া থাকিবে, সেই ভয়ে বোধ হয়, তিনি বাটী হইতে বাহির হইয়াছেন। মনে মনে আমার এইরূপ সন্দেহ হইল।

যাহা হউক, দিগম্বরবাবুর সহিত কুসীর যে বিবাহ হইল না, সেজন্য আমি আহ্লাদিত হইলাম। আহ্লাদ আর কি করিয়া বলিব? মৃত হীরালালকে তো আর ফিরিয়া আনিতে পারিব না। সন্ন্যাসীঠাকুর আপাততঃ কুসীর চেতনা উৎপাদন করিলেন। তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ভাল করিলেও তিনি করিতে পারেন। কিন্তু

www.bengaliebook.com

তাহাতে আর আহ্লাদ কি? এ জীবনে কুসীর আর সুখ হইবে না। চিরকাল তাহাকে দুঃখে কাটাইতে হইবে।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আমি পথ চলিতে লাগিলাম। কিছুদূরে গিয়াছি, এমন সময়ে দেখিলাম যে, ষ্টেশনের দিক হইতে একখানি একা আসিতেছে। রসময়বাবুর বাসা হইতে ষ্টেশন প্রায় তিন মাইল পথ। আমাকে দেখিয়া এক্কাওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল,–বাবু, ভাড়া হবে?

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,অমি হারাণবাবুর বাড়ী যাইব, সে স্থান হইতে পুনরায় রসময়বাবুর বাটীতে ফিরিয়া আসিব। কত নিবি?

ভাড়া চুক্তি হইল। আমি এক্কার উপর উঠিলাম। ঘোড়া ফিরাইয়া এক্কাওয়ালা আমাকে বলিল যে, এইমাত্র সে একজন বাঙ্গালী স্ত্রীলোককে ষ্টেশনে রাখিয়া আসিয়াছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,–কি?

একাওয়ালা উত্তর করিল,–কিছুক্ষণ পূর্বে একজন বাঙ্গালী ফ্রলোক আমার এক ভাড়া করিয়াছিলেন। আমি তাহাকে ষ্টেশনে লইয়া যাইলাম। সে স্থানে উপস্থিত হইয়া, তিনি আমাকে লাহোরের টিকিট কিনিয়া দিতে বলিলেন। প্রাতঃকালে পাঁচটার সময় গাড়ী যায়। টিকিটবাবু আমাকে টিকিট দিলেন না। ষ্টেশনের নিকট যে সরাই আছে, স্ত্রীলোকটিকে আমি সেই স্থানে রাখিয়া আসিলাম। ভেটিয়ারাকে বলিয়া আসিয়াছি, পাঁচটার সময় সে তাহাকে টিকিট কিনিয়া দিবে।

স্ত্রীলোকটি কিরূপ, তাহার বয়স কত, সেইসব কথা আমি এক্কাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। যেরূপ বিবরণ সে আমাকে দিল, তাহাতে আমি নিশ্চয়

www.bengaliebook.com

বুঝিলাম যে, সে স্ত্রীলোকটি কুসীর মাসী ব্যতীত অন্য কেহ নয়। হারাণবাবুর বাটী না গিয়া এক্কাওয়ালাকে আমি ষ্টেশনের নিকট সেই সরাইয়ে যাইতে বলিলাম। পুরস্কারের লোভে এক্কাওয়ালা দ্রুত এক্কা হাঁকাইয়া দিল।

আমি পুনরায় এই কথা সকলকে বলিয়া রাখি যে, যে স্থানে এই সমুদয় ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার প্রকৃত নাম আমি দিই নাই। স্থান সম্বন্ধে আমার কেহ কোনরূপ ভুল ধরিবেন না।

ষ্টেশনের নিকট সেই পান্থশালায় গিয়া আমি উপস্থিত হইলাম। পানিবাসের প্রাঙ্গণে একটি খাটিয়ার উপর গালে হাত দিয়া বসিয়া কুসীর মাসী ভাবিতেছিলেন। একা দাঁড়াইয়া রহিল। আমি সেই খাটিয়ার একপার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিলাম। মাসী আমাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন।

আমি তাঁহাকে বলিলাম,-এ কি আপনি ভাল কাজ করিয়াছেন? এখন বাড়ী চলুন।

মাসী উত্তর করিলেন,—আমি এ পোড়া-মুখ আর কাহাকেও দেখাইব না। আমি কাশী চলিয়া যাইব। সে স্থানে ভিক্ষা মাগিয়া খাইব।

আমি বলিলাম,-কাশী যাইতে হইবে কেন? হইয়াছে কি? আপনার সে কথা তো প্রকাশ হয় নাই। তবে আপনার ভাবনা কি?

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মাসী আমাকে বলিলেন,—প্রকাশ হয় নাই। তুমি পাগল না কি!

আমি উত্তর করিলাম,-না, আমি পাগল নই। পাগলের লক্ষণ আমাতে আপনি কি দেখিলেন? আমি সত্য বলিতেছি, আপনার সে কথা প্রকাশ হয় নাই। অন্ততঃ আমি কাহাকেও কোন কথা বলি নাই। তাহার পর, আপনি যে কাজ

করিতেছিলেন, তাহা স্থগিত হইয়া গিয়াছে। দিগম্বরবাবুর সহিত কুসীর বিবাহ হইবে না। তবে আর আপনার ভয় কি? বাড়ী চলুন।

মাসী উত্তর করিলেন,–তুমি পাগল।

কুসুমের মাসী এরূপ কথা বলিলেন কেন, ইহার অর্থ আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কুসুমের যে একবার বিবাহ হইয়াছিল, আমি ব্যতীত উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে আর কেহ কি সে কথা অবগত আছে? পাছে সে প্রকাশ করে, সেই ভয়ে কি মাসী বাটী হইতে পলায়ন করিয়াছেন? কিন্তু যখন বিবাহ হইল না, তখন আর বিশেষ ভয়ের কারণ কি? কুসুমের পূর্ব-বিবাহ গোপন করিয়া মাসী এই কাণ্ড করিয়াছেন; সে কথা শুনিলে রসময়বাবু যে রাগ করিবেন, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু দৈবঘটনায় যখন বিবাহ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তখন বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। রসময়বাবুকে আমি বুঝাইয়া ঠাণ্ডা করিতে পারিব। এই মনে করিয়া বাটী যাইবার নিমিত্ত আমি কুসুমের মাসীকে বার বার অনুরোধ করিলাম। কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অবশেষে আমি বুঝিলাম যে, ইহার মন হইতে ভয় দূর করিতে একটু সময় লাগবে। সেজন্য এখনকার কথা চাপা দিয়া, পুনরায় আমি সেই পূর্ব কথার উল্লেখ করিলাম।

আমি বলিলাম,–আচ্ছা! ভাল। আপনি যদি একান্তই কাশী যাইবেন, আর আমি যদি একান্তই উচিত বিবেচনা করি, তাহা হইলে টিকিট কিনিয়া আমিই না হয় আপনাকে গাড়ীতে বসাইয়া দিব। কিন্তু গাড়ীর এখনও অনেক বিলম্ব আছে। গাড়ী সকালবেলা পাঁচটার সময় ছাড়িবে। এখনও বোধ হয় রাত্রি দুই প্রহর হয় নাই সেদিন কথা বলিতে বলিতে রসময়বাবু আসিয়া পড়িলেন। কথা শেষ হয় নাই। তাহার পর কি হইল?

www.bengaliebook.com

আমি তাহাকে কাশী পাঠাইয়া দিব, এই কথা শুনিয়া মাসী কিছু স্থির হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,সেদিন তুমি কোন পর্যন্ত শুনিয়াছিলে?

আমি উত্তর করিলাম,–লোচন ঘোষ নামক এক ব্যক্তি হীরালালের মৃত্যুসংবাদ দিয়া আপনাকে চিঠি লিখিয়াছিল। সেই চিঠির সঙ্গে একখানি খবরের কাগজও আসিয়াছিল। সেই চিঠি ও সেই কাগজ পড়িয়া কুসী অজ্ঞান হইয়া পড়িল। সেদিন আমি এই পর্যন্ত শুনিয়াছিলাম। তাহার পর কি হইল?

তাহার পর হইতে মাসী পূর্ব বৃত্তান্ত আমাকে বলিতে লাগিলেন। কিন্তু সে সমুদয় কথা মাসী আমাকে যেভাবে বলিয়াছেন, আমি সেভাবে বলিব না। আমি আমার নিজের ভাষায় সে বিবরণ প্রদান করিব।

www.bengaliebook.com

সপ্তম পরিচ্ছেদ - ঘোরা-বিকার

এখন আমামিদগকে সেই পুনরায় মেসোমহাশয়ের গ্রামে যাইতে হবে। দুই বৎসর পূর্বে সেই স্থানে যাহা ঘটিয়াছিল, এখন তাহাই আমি বলিব। লোচন ঘোষ যে চিঠি লিখিয়াছিল, কুসী তাহা ভালরূপে পাঠ করিল। তাহার সহিত যে সংবাদপত্র আসিয়াছিল, তাহাও সে ভালরূপে পাঠ করিল। চিঠি ও সংবাদপত্র পাঠ করিয়া এবার কুসীর যে মূর্ছা হইল, সে মূর্চ্ছা আর সহজে ভাঙ্গিল না। সমস্ত রাত্রি কুসী অচেতন অবস্থায় রহিল। শেষ রাত্রিতে অতিশয় জ্বর হইল, চক্ষু দুইটি রক্তবর্ণ হইল, কপালে হাত দিয়া সে কাতরতাসূচক শব্দ করিতে লাগিল, এ-পাশে ও-পাশে সে মস্তক চালনা করিতে লাগিল। মাসী একদৃষ্টে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, একটু ছিয়বস্ত্র জলে ভিজাইয়া মাঝে মাঝে তাহার ওষ্ঠ ও চয় মুছাইতে লাগিলেন। মাসী নিজেও একপ্রকার জ্ঞানহত হইয়াছিলেন। অশ্রুজলে ক্রমাগত তাহার পরিধেয় বস্ত্র ভিজিয়া যাইতেছিল।

প্রাতঃকাল হইলে তিনি একজন প্রবীণ প্রতিবাসীকে ডাকিয়া আনিলেন। ইনি ভালরূপ নাড়ী পরীক্ষা করিতে জানিতেন। হাত, দেখিয়া ইনি বলিলেন যে, কুসীর ঘোর জ্বর-বিকার হইয়াছে। সত্বর ডাক্তার আনয়ন করা আবশ্যক।

মাসী পূর্বদিন দুইশত টাকা পাইয়াছিলেন। হীরালালের বন্ধু লোচন ঘোষ তাহা প্রেরণ করিয়াছিল। একজন প্রতিবেশীকে তিনি ডাক্তার আনিতে পাঠাইলেন।

ডাক্তার আসিয়াই কুসীর মস্তক মুণ্ডনের আদেশ করিলেন। নাপিত আসিল, কুসীকে নেড়া করিবার নিমিত্ত সমুদয় আয়োজন হইল। কিন্তু কুসী এরূপ অস্থির অবস্থায় ছিল, এরূপ উঠিতে বসিতেছিল ও মাথা নাড়িতেছিল যে, নাপিত ক্ষুর চালনা করিতে সাহস করিল না। মস্তক মুণ্ডন না করিবার আর একটি কারণ ছিল। কুসীর অলৌকিক রূপ দেখিয়া চুল কাটিয়া ফেলিতে

দুইজনেরই মায়া হইল! সেই সময় দুই-তিনজন প্রতিবেশিনীও আসিয়া বলিলেন,–তা কি কখন হয়! আইবুড়ো মেয়ে! সহজেই ইহার বিবাহ হইতেছে না। তাহার উপর নেড়া-বেচা করিলে, আর কি ইহার বিবাহ হইবে?

কুসীর সেই কটিদেশ-লম্বিত ঘোর কৃষ্ণবর্ণের উজ্জ্বল কেশরাশি এইরূপে বাঁচিয়া গেল। সেই চুলের উপরেই ছিন্নবস্ত্র রাখিয়া ডাক্তার জলসিঞ্চন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও কুসীর জ্ঞান হইল না।

সেই দিন বৈকালবেলা কয়েকজন প্রতিবেশিনী কুসীকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। মাসী কুসীর নিকট বসিয়া কাঁদিতেছিলেন।

একজন প্রতিবেশিনী বলিলেন,–আহা! কাদিবে না গা! ছয় দিনের মেয়ে মানুষ করিয়াছে। সংসারে ওর আর আছে কে, তা বল?

আর একজন বলিলেন,–আর শুনিয়াছ। সেই যে রামপদর সঙ্গে আমাদের গ্রামে একটি ছেলে আসিত, যাহার নাম মাণিকলাল না কি ছিল,আহা! সে ছেলেটি মারা পড়িয়াছে। হঠাৎ নৌকাডুবি হইয়া মারা পড়িয়াছে। কর্তা খবরের কাগজে দেখিয়াছেন।

আর একজন বলিল,–তাহার নাম হীরালাল ছিল। ছেলেটি বড় ভাল ছিল। আহা! তার বাপমায়ের মন যে কি হইতেছে।

অজ্ঞান অবস্থাতেই কুসী চীৎকার করিয় উঠিল,–হীরালাল! বাবু! কোথায়! ইস! বাবু! তোমার কাপড়ে কি রক্ত! চাদর ফুটিয়া বাহির হইতেছে। যাই আমি ডাক্তার আনি।

www.bengaliebook.com

তৃতীয় প্রতিবেশিনী বলিলেন,–তোমাদের বিবেচনা নাই। বিকারের রোগীর কাছে মৃত্যুসংবাদ দিতে নাই। তোমরা হীরালালের গল্প করিলে, আর কুসীও দেখ সেই কথা বকিতে লাগিল।

ইহার পূর্বে প্রলাপের সহিত কুসী আরও অনেকবার বাবুর নাম করিতেছিল। প্রতিবেশিনীদিগের কথায় কুসীর মাসী কোন উত্তর করিলেন না।

কুসী প্রায় কুড়িদিন এইরূপ অজ্ঞান অবস্থায় রহিল। তাহার পর ক্রমে বিকার কাটিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে সে স্থির হইল। ক্রমে কুসী আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল।

এ যাত্রা কুসীর প্রাণরক্ষা হইল বটে, কিন্তু তাহার শরীর একেবারে ভগ্ন হইয়া গেল। সে গোল গড়ন ঘুচিয়া তাহার হস্ত পদ অস্থি-চর্ম সার হইল। সে উজ্জ্বল ফুট ফুটে গৌরবর্ণ ঘুচিয়া একপ্রকার রক্তহীন পাণ্ডবর্ণে তাহার মুখশ্রী আচ্ছাদিত হইল। তাহার ভাসা ভাসা ও চক্ষু দুইটি বসিয়া গেল। চক্ষুর কোলে কালি মারিয়া দিল। যে চক্ষুর বর্ণ আমি সূর্য্যকিরণমিশ্রিত নীল সমুদ্রজলের সহিত তুলনা করিয়াছিলাম, কিরূপ ঘোলা হইয়া সে চক্ষু এখন বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহার মনও বিকৃত হইয়াছিল। ঠিক উন্মাদ নয়। কোনরূপ উপদ্রব সে করিত না। কিন্তু সে কাহারও সহিত কথা কহিত না। একস্থানে চুপ করিয়া বসিয়া সর্বদাই সে কি ভাবিত। তাহার সহিত কোন কথা কহিলে সে উত্তর দিত না। সর্বদাই এরূপ অন্যমনস্ক ভাবে সে বসিয়া থাকিতে যে, কাহারও কথা সে শুনিতে পাইত কিনা সন্দেহ। কাছে দাঁড়াইয়া তিন চারিবার তাহাকে ডাকিলে, তবে তাহার চমক হইত। চমক হইয়া লোকের মুখপানে সে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিত। তাহার পর তো কেবল অ্যা এই কথাটি বলিয়া পুনরায় অন্যমনস্ক হইয়া যাইত। রোগ হইতে উঠিয়া প্রথম প্রথম কুসীর শরীর ও মনের অবস্থা এইরূপ হইয়াছিল। তারপর ক্রমে ক্রমে সে একটু যেন ভাল হইয়াছিল। তাহার সৌন্দর্য পুনরায় কিছু কিছু ফুটিয়াছিল, পূর্বাপেক্ষা

তাহার মনে জ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছিল। সকলের কথা সে বুঝিতে পারিত, দুই একটি কথার উত্তর ও প্রদান করিত। কিন্তু যতই হউক, কাশীতে আমি যে কুসী দেখিয়াছিলাম, সে কুসীর আর কিছুই ছিল না।

লোচন ঘোষ যে দুইশত টাকা প্রেরণ করিয়াছিল, তাহার অধিকাংশ কুসীর চিকিৎসায় খরচ হইয়া গেল। কুসীর মাসীর বড় চিন্তা হইল। হীরালাল নাই। তাহার নিজের যাহা হউক, কুসীকে এখন কে প্রতিপালন করিবে? তিনি অকুল পাথার দেখিতে লাগিলেন। ভাবিয়াচিন্তিয়া আর কোন উপায় ঠিক করিতে না পারিয়া, তিনি কুসীর পিতাকে একখানি পত্র লিখিলেন। কুসীর মেসো-মহাশয়ের কাল হইয়াছে, তাহারা নিঃসহায় হইয়া পড়িয়াছেন, চিঠিতে কেবল সেই কথা লিখিলেন। কুসীর যে বিবাহ হইয়াছিল, তাহার পর কুসী যে বিধবা হইয়াছে, ভগিনীপতিকে সে সকল কথা তিনি কিছু লিখিলেন না। তিনি ভাবিলেন যে, এখনও কন্যা অবিবাহিতা আছে, এই কথা মনে করিয়া তিনি চিন্তিত হইবেন ও সত্বর পত্রের উত্তর প্রদান করিবেন। যে কারণেই হউক, তিনি কুসীর বিবাহের কথা চিঠিতে উল্লেখ করে নাই।

সৌভাগ্যক্রমে সেই বর্মাণীর মৃত্যু হইয়াছিল। রসময়বাবুর চক্ষু উন্মুক্ত হইয়াছিল। অনেক কষ্টে পানদোষ হইতে তিনি নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। শালীর পত্র পাইয়া তাহার মনে অতিশয় অনুতাপ হইল। কন্যার প্রতি তিনি যে অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছেন, তখন তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। পত্রের উত্তরে তিনি কুসীর মাসীর নিকট টাকা পাঠাইলেন ও কুলীর বিবাহের নিমিত্ত একটি সুপাত্রের অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। এই সম্বন্ধে তিনি লিখিলেন,–ছুটীর জন্য আমি দরখাস্ত করিয়াছিলাম; কিন্তু ছুটী পাইলাম না। মনে করিয়াছিলাম যে, আমি নিজে দেশে গিয়া একটি পাত্র অনুসন্ধান করিয়া কুসুমের বিবাহ দিব; কিন্তু তাহা হইল না। তোমরাই একটি সুপাত্র অনুসন্ধান করিয়া আমাকে লিখিবে। আমি বিবাহের খরচ পাঠাইয়া দিব।

www.bengaliebook.com

এই পত্র পাইয়া কুসুমের মাসী চুপ করিয়া রহিলেন। পাত্রের আর কি অনুসন্ধান করিবেন। তাহা কিছু করিলেন না, কুসীর যে বিবাহ হইয়াছিল, ভগিনীপতিকে তাহাও তিনি লিখিলেন না। তাহার পর, প্রতি পত্রে রসময়বাবুর কন্যার বিবাহের কথা লিখিতেন কিন্তু কুসুমের মাসী সে বিষয়ের কোন উত্তর দিতেন না। কুসীর পুনরায় যে তিনি বিবাহ দিবেন, সে চিন্তা এখনও তাহার মনে উদয় হয় নাই, স্বপ্নেও তিনি তাহা ভাবেন নাই।

www.bengaliebook.com

অষ্টম পরিচ্ছেদ - মাসীর চিন্তা

ইহার অল্পদিন পরে, কুসুমের মাসী আর একখানি পত্র পাইলেন। তাহাতে রসময়বাবু লিখিয়াছিলেন,—আমি পঞ্জাবে বদলি হইয়াছি। আমি ভাবিয়াছিলাম যে, পঞ্জাবে যাইবার সময় কলিকাতায় কিছুদিন অবস্থিতি করিতে অনুমতি পাইব, আর সেই অবসরে কন্যার বিবাহ দিতে পারি, কিন্তু তাহা হইল না। আমাকে সোজা পঞ্জাবে যাইতে হইবে। একদিনও আমি কলিকাতায় থাকিতে পাইব না। অতএব তুমি একটি সুপাত্র ঠিক করিয়া রাখিবে। সব ঠিক করিয়া রাখিবে। সব ঠিক হইলে, পনের যোল দিনের ছুটী লইয়া আমি পঞ্জাব হইতে কলিকাতায় আসিব, আসিয়া কুসুমের বিবাহ দিব।

এ পত্র পাইয়াও কুসুমের মাসী চুপ করিয়া রহিলেন। হীরালালের সহিত কুসুমের বিবাহের কথা তিনি ভগিনীপতিকে জানাইলেন না। কিন্তু পুনরায় যে কুসীর বিবাহ দিবেন, এখনও সে চিন্তা তাহার মনে উদয় হয় নাই, এখনও সে কথা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

কিছুদিন পরে পঞ্জাব হইতে রসময়বাবু পত্র লিখিলেন। অন্যান্য কথার পর তিনি লিখিলেন,-কুসুমের পাত্র ঠিক করিবার নিমিত্ত আমি তোমাকে বার বার লিখিতেছি। মনে করিয়া দেখ, কন্যা কত বড় হইয়াছে। সে আমার দোষ বটে। কিন্তু যা হইবার তাহা হইয়াছে। এখন আর নিশ্চিত থাকা উচিত নহে। এ সম্বন্ধে তুমি কতদূর কি করিলে, শীঘ্র তুমি তাহা আমাকে লিখিবে।

এই পত্র পাইয়া কুসীর মাসী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। কিন্তু কুসীর যে বিবাহ হইয়া গিয়াছে, সে কথা তিনি এখনও ভগিনীপতিকে লিখিলেন না।

www.bengaliebook.com

তিনি মনে করিলেন যে, সাক্ষাৎহইলে আদ্যোপান্ত সে সমুদয় বৃতান্ত তিনি কুসীর পিতাকে বলিবেন। আপাততঃ তিনি এই কথা লিখিলেন,–আমি শ্রীলোক। কি করিয়া আমি পাত্রের অনুসন্ধান করিব? ঘটক কোথায় থাকে, তাহাও আমি জানি না। তুমি নিজে যাহহয় করিবে। এতদিন যখন গিয়াছে, তখন আর কিছুদিন বিলম্ব হইলে বিশেষ কোন ক্ষতি নাই।

এইপত্র পাইয়া রসময়বাবুপুনরায় ছুটির জন্য আবেদন করিলেন, কিন্তু তিনি ছুটি পাইলেন না। ইহার কিছুদিন পূর্বে পঞ্জাবেই দিগম্বরবাবুর সহিত তাহার আলাপ হইয়াছিল। তাহার স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে, পুনরায় বিবাহ করিতে তাহার ইচ্ছা আছে, তাহার অনেক গহণা আছে, কোম্পানীর কাগজ আছে, সে সমুদয় কাগজ তিনি নূতন বন্ধুর নামে লিখিয়া দিবেন, দেশে তাহার অনেক সম্পত্তি আছে, এইরূপ কথা সকলের নিকট তিনি সর্বদাই প্রকাশ করিতেন। শালী পাত্রের অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না। তাহাকে নিজে গিয়া সেকাজ করিতে হইলে অধিক দিনের ছুটী আবশ্যক সে ছুটী তিনি পাইলেন না। সাহেব কেবল পনের দিনের নিমিত্ত তাহাকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন। পথে তাহার সাত আট দিন কাটিয়া যাইবে। অবশিষ্ট কয়দিনে পাত্র অনুসন্ধান ও বিবাহ শেষ হইতে পারে না। তিনি হিসাব করিয়া দেখিলেন যে কন্যার বয়স যোল বৎসর হইয়াছে।

রসময়বাবু ভাবিলেন যে,-কন্যার বিবাহ আমাকে দিতেই হইবে। আর আমি তাহাকে অবিবাহিতা রাখিতে পারি না।

নিরুপায় হইয়া দিগম্বরবাবুর সহিত তিনি সম্বন্ধ স্থির করিলেন। দিগম্বরবাবুর সহিত বিবাহের কথা যখন রসময়বাবু আমাকে প্রথম বলিয়াছিলেন, তখন তাহার পূর্ব-আচার-ব্যবহার স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি আমার বড়ই অভক্তি হইয়াছিল। কিন্তু মাসীর মুখে এখন সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনিয়া অনেকটা তাহাকে নির্দোষ বলিয়া আমার প্রতীতি হইল। দিগম্বরবাবুর সহিত বিবাহ স্থির করিয়া

www.bengaliebook.com

তিনি শালীকে পত্র লিখিলেন—রসময়-বাবু লিখিলেন—আমি কুসুমের জন্য এস্থানে একটি পাত্র স্থির করিয়াছি। তিনি দেশে গিয়া বিবাহ করিতে পারিবেন না। এইস্থানে কুসুমকে আনিয়া বিবাহ দিতে হইবে। তুমিও কুসুম ঠিক থাকিবে। পনের দিনের ছুটী লইয়া আমি দেশে যাইতেছি। শীঘ্রই দেশে গিয়া তোমাদিগকে এইস্থানে লইয়া আসিব।

এই পত্র পাইয়া কুসুমের মাসীর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি ভাবিলেন,—আমি মনে করিয়াছিলাম যে, যখন সে পাত্র অনুসন্ধান করিতে দেশে আসিবে, তখন আমি সকল কথা তাহাকে খুলিয়া বলিব। খোট্টার দেশে যে আবার পাত্র মিলিবে, তাহা আমি কেমন করিয়া জানিব? এখন আমি করি কি? পাত্র ঠিক করিয়া মেয়ে লইতে সে দেশে আসিতেছে। এখন আমি তাহাকে কি করিয়া বলি যে, তোমার মেয়ের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তোমার মেয়ে বিধবা হইয়াছে। কুসুমের মাসী অতিশয় চিন্তিত হইলেন।

এই সময় তাঁহাকে গ্রামে এক দো-পড়া মেয়ে লইয়া দলাদলি হইয়াছিল। সে কন্যাটির পিতামাতা প্রথম একস্থানে মেয়েটিকে বিক্রয় করে, অর্থাৎ টাকা লইয়া একজনকে কন্যাটি সম্প্রদান করে। কিছুদিন পরে, তাহার মাতামহের বাড়ীতে পাঠাইয়া, তাহাকে আর একটি লোকের নিকট বিক্রয় করে। সেই বিষয় লইয়া এখন মোক মামলা ও দলাদলি চলিতেছিল। কন্যার দুই পতিতে পতিতে মোকর্দমা, শ্বশুর-জামাতার মোকর্দমা আর গ্রামের দুইপক্ষে দলাদলি।কুসুমের মাসী বাল্যকাল হইতে যতগুলি দো-পড়া মেয়ের কথা শুনিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া দেখিলেন। মনে মনে তিনি বলিলেন,—ঐ দেখ রঘুর মা! ওর দুইবার বিবাহ হইয়াছিল, এখন কেমন তাহার সুখ-ঐশ্বর্য্য হইয়াছে। আমি যদি চুপ করিয়া থাকি, আর একাজ যদি হইয়া যায়, তাহা হইলে দো-পড়ার মত ততটা দোষের কথা হয় না। হীরালাল নাই সেজন্য

www.bengaliebook.com

ততটা দোষের কথাহয় না। হীরালালকে তার মনে পড়িয়া গেল। একটি দীর্ঘনিবাস তিনি পরিত্যাগ করিলেন, তাহার চক্ষুতে জল আসিয়া গেল।

ইহার মধ্যে একটা একাদশী পড়িল। একদশী করিতে মাসী,-কুসীকে বার বার মানা করিতেন; কিন্তু কুসী তাহা শুনিত না। সে নিরম্বু উপবাস করিত। গ্রীষ্মকাল পড়িয়াছে, এই একাদশীর দিন সূর্যের বড়ই উত্তাপ হইল। জল-পিপাসায় তাহার বুকের ছাতি ফাটিয়া যাইতে লাগিল।সমস্তদিন কুসী মাথায় ও গায়ে জল ঢালিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া মাসীর মনোদুঃখের আর সীমা-পরিসীমা রহিল না। দো-পড়া মেয়ের কথা এখন হইতে সর্বদাই তাহার মনে জাগিতে লাগিল।। তা যদি হয়, তবে এ বা নয় কেন? তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, কি করা কর্তব্য, এখনও মাসী তাহস্থির করিতে পরিলেন না। কিন্তু পঞ্জাবে যাইবার নিমিত্ত তিনি জিনিষপত্র গুছাইতে গুছাইতে ভাঙ্গা বাক্স হইতে লোচন ঘোষের চিঠি ও সেই খবরের কাগজ বাহির হইল। পোড়াইবার নিমিত্ত সেই দুইখানি কাগজ মাসী রান্নাঘরে লইয়া গেলেন। উনানে ফেলিয়া দিবার পূর্বে তিনি চিঠিখানি একবার পড়িয়া দেখিলেন। তাহার পর খবরের কাগজের সেই স্থানটিও পাঠ করিলেন। সেই লাল চিহ্নিত স্থানটি পাঠ করিয়া, তিনি কাগজখানি এদিক ওদিক দেখিতে লাগিলেন। সহসা আর একটি স্থানে তাহার দৃষ্টি পড়িল। আর একটি সংবাদের প্রারম্ভে বড় বড় অক্ষরে বিধবা-বিবাহ এই দুইটি কথা ছিল। কোন স্থানে এক বিধবা-বিবাহ হইয়াছিল। সংবাদরূপে সেই বিবরণ খবরের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল। চিঠি ও খবরের কাগজ মাসী আর পোডাইলেন না, কাগজ দুইখানি পুনরায় তুলিয়া বাখিলেন।

মাসী ভাবিতে লাগিলেন, তবে বিধবা-বিবাহ হয়। বিদ্যাসাগরের কথা তিনি শুনিয়াছিলেন।

www.bengaliebook.com

আমার মুখপানে চাহিয়া কুসুমের মাসী বলিলেন,–দেখ ডাক্তারবাবু। কুসীকে আমি প্রতিপালন করিয়াছিলাম। তাহার অবস্থা দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল; আমি ভাবিলাম যে, ইহাতে যদি কোন পাপ থাকে তো সে পাপ আমার হউক, কুসীর যদি পুনরায় বিবাহ হয় তো হউক, তাহাকে আমি প্রতিবন্ধক হইব না। কিন্তু আমি তখন এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলাম যে, ইহাতে কোন পাপ নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় পণ্ডিত, ধার্মিক, দয়াবান, পরপোকারী লোক ছিলেন। ইহাতে যদি পাপ থাকিত, তাহা হইলে কখনই তিনি বিধান দিতেন না।

আমি বলিলাম,–যে সকল বালিকা অতি অল্পবয়সে বিধবা হয়, স্বামীর সহিত যাহাদের কখন সাক্ষাৎ হয় নাই, সংসার-ধর্মের বিষয়ে যাহারা কিছুই জানে না, এইরূপ বিধবা বালিকাদিগের পুনরায় বিবাহ নিমিত্ত বিদ্যাসাগর-মহাশয় বিধান দিয়াছিলেন।

মাসী উত্তর করিলেন,–অতশত আমি বুঝি নাই। কুসীর পুনরায় বিবাহ হইলে যে কোন পাপ হইবে না, তাহাই ভাবিয়া সে সময় আমি মনকে প্রবোধ দিলাম। আমি ভাবিলাম যে, আমি নিজে উদ্যোগ করিয়া এ কাজ করিব না। তবে হয় হউক তাহাতে আমি আপত্তি করিব না। এইরূপ ভাবিলাম বটে, কিন্তু হীরালালের জন্য আমার মনে যে কি শোক উথলিয়া উঠিল, তাহা আর তোমাকে আমি কি বলিব! যাহা হউক, আমি পঞ্জাবে আসিবার জন্য ব্যস্ত হইতে লাগিলাম, আর কুসীর নিকট এ কথা কি করিয়া বলিব, তাহাকে কি করিয়া সম্মত করিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

www.bengaliebook.com

নবম পরিচ্ছেদ – তিন সত্য

পাঁচ ছয় দিনের পরে রসময়বাবুর নিকট হইতে মাসী আর একখানি পত্র পাইলেন। সে পত্রখানি তিনি কলিকাতা হইতে লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, আমি কলিকাতায় পৌঁছিয়াছি। এ স্থানে আসিয়া আর একটি বিশেষ কার্যে আমি ব্যস্ত আছি। সেজন্য তোমাদিগকে আনিতে আমি নিজে যাইতে পারিব না। গ্রামের কোন লোককে সঙ্গে লইয়া তোমরা কলিকাতায় আসিবে।

কলিকাতায় আসিয়া রসময়বাবু কি এমন বিশেষ কার্যে ব্যস্ত হইয়াছেন? পঞ্জাবে থাকিতেই তাহার বিবাহের কথা হইয়াছিল। সে-কন্যা দেশে ছিল। কলিকাতা আসিয়া সেই কথা পাকাপাকি হইল। তিনি কন্যা দেখিলেন। কন্যা বয়ঃস্থা ছিল, দেখিতে শুনিতে নিতান্ত মন্দ নয়। বর্মণীর মৃত্যুর পর হইতে তাহার মন নিতান্ত উদাস ছিল। পুনরায় বিবাহ করিতে তাহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু নিজের নিকট নিজে তিনি সে ইচ্ছা গোপন করিতে লাগিলেন। আপনার মনকে আপনি তিনি এই বলিয়া বুঝাইলেন, আমার বয়স হইয়াছে, এ বয়সে পুনরায় আর বিবাহ না করাই ভাল। কিন্তু, আমি যদি কেবল শালী ও কন্যাকে লইয়া পঞ্জাবে যাই, তাহা হইলে লোকে বলিবে, মেয়ে ঘাড়ে করিয়া আনিয়া বিবাহ দিল। তাহার চেয়ে যদি আমি বিবাহ করিয়া পরিবার লইয়া পঞ্জাবে যাই, আর সেইসঙ্গে আমার কন্যা ও অভিভাবক-স্বরূপ বৃদ্ধা শালীকে যদি লইয়া যাই, তাহা হইলে কেহ আর সে কথা বলিতে পারিবে না। এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিয়া রসময়বাবু আপনার মনকে বুঝাইলেন, মনকে বুঝাইয়া তিনি নিজের বিবাহের কার্যে ব্যস্ত হইলেন। বিবাহের পর পঞ্জাবে যাইবার কেবল দুই দিন পূর্বে যাহাতে কুসুম ও তাহার মাসী কলিকাতা আসিয়া উপস্থিত হয়, রসময়বাবু সেইরূপ দিন ধার্য্য করিয়া তাহাদিগকে পত্র লিখিয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া রসময়বাবু এক বন্ধুর বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

www.bengaliebook.com

সেই স্থান হইতেই তাঁহার বিবাহ হইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছিল। কুসুম ও তাহার মাসীকে কলিকাতায় সেই ঠিকানায় আসিতে লিখিয়াছিলেন।

কলিকাতায় এদিকে রসময়বাবুর বিবাহ হইয়া গেল, গ্রামে ওদিকে কুসুম ও তাহার মাসীর যাত্রা করিবার সময় উপস্থিত হইল। কলিকাতা যাইবার পূর্বদিন রাত্রিতে বিছানায় শয়ন করিয়া মাসী বলিলেন,–কুসুম! মা আমার!

কুসী উত্তর করিল,–কি, মাসী! মাসী বলিলেন,–আমি তোমাকে একটা কথা বলি?

কুসী জিজ্ঞাসা করিল,–কি মাসী?

মাসী বলিলেন,–তুমি বল, আমি যাহা বলিব, তাহা করিবে?

কুসী কাহারও সহিত অধিক কথা কহিত না। সকল কথা তাহার কর্ণগোচর হইত কি না, তাহাও সন্দেহ-সর্বদাই সে অন্যমনস্কভাবে থাকিত। হাঁ কি না এই দুইটি কথার অধিক সে বলিত না। কুসী জিজ্ঞাসা করিল,–কি মাসী?

মাসী উত্তর করিলেন,–আগে তুমি তিন সত্য করিয়া স্বীকার কর যে, আমি যাহা বলিব, তাই তুমি করিবে, তবে আমি বলিব। কুসী বলিল,–হাঁ মাসী।

মাসী বলিলেন,–তুমি আমার গায়ে হাত দিয়া বল।

কুসী ইহার মর্ম কিছুই বুঝিতে পারে নাই। মাসীর সকল কথা সে শুনিয়াছিল কি না, তাহও সন্দেহ। মাসীর গায়ে হাত দিয়া সে বলি,–হাঁ মাসী?

www.bengaliebook.com

মাসী বলিল,–দেখ কুসী। তোমার যে একবার বিবাহ হইয়াছিল, কলিকাতা গিয়া সে কথা তুমি তোমার বাপকে কি কাহাকেও বলিতে পারিবে না। কেমন, বলিবে না বল?

অন্যমনস্কভাবে কুসী বলিল,–না, মাসী।

মাসী বলিলেন,–আমার মাথা খাও, তুমি সে কথা কাহাকেও বলিবে না। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি একবেলা ভাত খাও কেন, তুমি মাছ খাও না কেন, একাদশীর দিন উপবাস কর কেন, আমি সকলকে বলিব যে, কবিরাজ এইরূপ করিতে বলিয়াছে। তুমি যেন আর কিছু বলিয়া ফেলিও না। পুনরায় অন্যমনস্কভাবে কুসী বলিল,–না মাসী!

কুসী কাহারও সহিত কথা কহে না, বুদ্ধিশুদ্ধি-হীন একপ্রকার জড়ের মত সে হইয়া আছে। সে যে কাহাকেও কোন কথা বলিবে না, সে বিষয়ে মাসী একরূপ নিশ্চিত হইলেন। কিন্তু পুনরায় তাহার বিবাহ হইবে, এই কথা শুনিলে সে কি করিবে, সে কি বলিবে, সে সম্বন্ধে মাসী নিশ্চিত হইতে পারিলেন না। যাহা হউক, সে রাত্রিতে এই পর্যন্ত কথাবার্তা হইল। পুনরায় যে তাহার বিবাহ হইবে, সে রাত্রিতে মাসী তাহাকে বলিল না।

কুসীকে লইয়া মাসী কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। কুসী পিতাকে গিয়া প্রণাম করিল। হয়দিনের কন্যাকে চকিতের ন্যায় একবার তিনি দেখিয়াছিলেন। তাহার পর আজ পুনরায় তাহাকে দেখিলেন। পিতা তাহাকে নানারূপ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু কুসী ঘাড় হেঁট করিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল, কেবল হাঁ কি না বলিয়া দুই একটি প্রশ্নের উত্তর দিল। রসময়বাবু দেখিলেন যে, তাহার কন্যা পীড়িতা; তাহার মনের অবস্থা বিষয়েও তাঁহার সন্দেহ জন্মিল। তাহার জ্বর-বিকারের কথা মাসী তাহাকে পূর্বেই বলিয়াছিলেন। বাত-শ্লেষ্ম বিকারের পর কাহারও কাহারও এইরূপ হয়, তিনি তাহা শুনিয়াছিলেন।

www.bengaliebook.com

তিনি মনে করিলেন যে, বায়ু-পরিবর্তন করিলে, ভালরূপ আহার পাইলে, তাহার পর বিবাহ হইলে, রোগ ভাল হইয়া যাইবে। এই সময় কুসীর বামগালে সেই কালো দাগটির প্রতি রসময়বাবুর দৃষ্টি পড়িল। সেই দাগটিকে ঠিক আঁচিল বলিতে পারা যায় না। আঁচিলের ন্যায় ইহা তত স্থূল নহে, তিলের মত ইহা তত ক্ষুদ্র নহে, ইহাকে সচরাচর লোকে জরুল না কি বলে।

রসময়বাবু যে পুনরায় বিবাহ করিয়াছেন, কলিকাতায় আসিয়া মাসী তাহা জানিতে পারিলেন। নব-মাতার সহিত কুসুমের সাক্ষাৎ হইল। তিনি নূতন বধু, এক হাত ঘোমটা দিয়া থাকেন। কুসীর মনের তো ঐ অবস্থা। দুইজনে কথা বড় কিছু হইল না। কুসীর যে পুনরায় বিবাহ হইবে, কলিকাতায় থাকিতে কুসী তাহা জানিতে পারে নাই। নববধু হয় তো সে কথা জানিতেন না। তিনি সে বিষয়ে কুসুমকে কিছু বলেন নাই, মাসীও কিছু বলেন নাই।

পরদিন ফটোগ্রাফ গ্রহণের ধূম পড়িয়া গেল। পঞ্জাব হইতে আসিবার সময় রসময়বাবুকে দিগম্বরবাবু পৈ-পৈ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে, কন্যার যেন ফটোগ্রাফ গৃহীত হয়। রসময়বাবু নিজের নববিবাহিতা পত্নীর ও কুসীর ফটোগ্রাফ লইলেন। কুসী কোনও কথাতেই নাই। তোমরা যা কর; কোন বিষয়ে, আপত্তি করিবার তাহার শক্তি নাই। কিন্তু নববধূর ছবি বড় সহজে হয় নাই। মুখ খুলিতে তিনি কিছুতেই সম্মত হন নাই। অনেক সাধ্য-সাধনায়, অবশেষে কিছু তিরস্কারের পর তবে এ কাজ হইয়াছিল।

রসময়বাবু সপরিবারে পঞ্জাব আসিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। পথে লাহোরে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইল। উজিরগড়ে উপস্থিত হইয়া, বিবাহের কথা ক্রমে ক্রমে কুসীর কানে উঠিল। সহজেই কুসী স্তম্ভিত হইল। স্তম্ভিত সামান্য কথা, চলিত কথায় যেমন বলে, আক্কেল গুড়ুম, কুসীর তাহাই হইল।

www.bengaliebook.com

রাত্রিতেই মাসীর নিকট কুসী শয়ন করিত। সেই রাত্রিতেই সে মাসীকে বলিল,–মাসী এ কি কথা শুনিতে পাই।

মাসী জিজ্ঞাসা করিলেন,–কি কথা? কুসী উত্তর করিল,–আবার বে।

মাসী বলিলেন,–হাঁ, আমি তোমার পুনরায় বিবাহ দিব।

কুসী বলিল,–ছি মাসী! ও কথা মুখে আনিও না।

মাসী বলিলেন,–কুসী! তুমি আমার কাছে তিন সত্য করিয়াছ; আমার গায়ে হাত দিয়া বলিয়াছ যে, আর একবার তোমার যে বিবাহ হইয়াছিল, সে কথা তুমি কাহাকেও বলিবে না।

কুসী বলিল,–কিন্তু আবার বে করিব, এ কথা তো বলি নাই।

মাসী বলিলেন,–তা বল আর নাই বল, আমরা তোমার পুনরায় বিবাহ দিব।

কুসী বলিল,–মাসী! এ কাজ কিছুতেই হইবে না।

মাসী বলিলেন,–দেখ কুসী! ছয় দিনের মেয়ে আমার হাতে দিয়া তোমার মা চলিয়া গেল। সেই অবধি আমি তোমাকে প্রতিপালন করিয়াছি। প্রাণের অপেক্ষা তোমাকে আমি ভালবাসি। আজ দুই বৎসর তোমার মুখপানে চাহিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। তোমার এ অবস্থা আমি আর দেখিতে পারি না। তোমার ভালর জন্য আমি এ কাজ করিতেছি।

কুসী পুনরায় বলিল,–না মাসী। এ কাজ কিছুতেই হইবে না।

www.bengaliebook.com

মাসী বলিলেন,—পূর্বের কথা কিছুতেই প্রকাশ হইবে না। রামপদ নাই, সে কথা আর কেহ জানে না। তোমার যে একবার বিবাহ হইয়াছিল, তোমার বাপ তাহা জানে না। তাহাকে আমি সে কথা বলি নাই। তোমাকে আইবুড়ো মনে করিয়া, সে এই বিবাহের আয়োজন করিয়াছে। ভাল বর ঠিক হইয়াছে। সে তোমাকে ভাল ভাল কাপড় দিবে, ভাল ভাল গহনা দিবে, তোমার নামে কোম্পানীর কাগজ লিখিয়া দিবে।

কুসী বলিল,-না মাসী! এ কাজ কিছুতেই হইবে না।

মাসী বলিলেন, এখন আর কি করিয়া বন্ধ হইবে? এখন যদি আমি গিয়া তোমার বাপকে বলি যে, কুসীর আর একবার বিবাহ হইয়াছিল, তাহা হইলে সে কি মনে করিবে। তাহাকে না বলিয়া পূর্বে তোমার বিবাহ দিয়াছি তাহার পর সে বিবাহ আমি এতদিন গোপন করিয়াছি, এজন্য তোমার বাপ চাই কি আমাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিতে পারে। এ বৃদ্ধবয়সে তাহা হইলে আমি কোথায় যাইব! তোমার কি ইচ্ছা যে, আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াই?

কুসী চুপ করিয়া রহিল।

মাসী পুনরায় বলিলেন,-দেখ কুসী! এখন আর উপায় নাই। এ কাজ আর বন্ধ হয়। এখন যদি তুমি তোমার বাপকে বলিয়া দাও, তাহা হইলে এ মুখ আর আমি কাহাকেও দেখাইতে পারিব না। আমি তাহা হইলে গলায় দড়ি দিয়া মরিব।

কুসী চুপ করিয়া রহিল। অনেকক্ষণ চুপ থাকিয়া কুসী বলিল,-মাসী! তুমি যাহা বলিলে, আমি তাহা শুনিলাম। এখন আমি যাহা বলি, তুমি শুন! এ বিবাহ কিছুতেই হইবে না। এ কাল-বিবাহ হইবার পূর্বেই আমি মরিয়া যাইব।

www.bengaliebook.com

মাসীর সহিত এতক্ষণ কুসী যেভাবে কথা কহিল, তাহাতে তাহার মনের যে কিছু বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। কুসী পাগল হয় নাই, বায়ুগ্রস্ত হয় নাই, এই দুই বৎসর সে দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন ছিল। দুঃখের ভারে তাহার হৃদয় একেবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। সে অবস্থায় পৃথিবীর কোন বিষয়ে সে আর কি করিয়া লিপ্ত হয়! কি করিয়া সে আর লোকের সহিত কথা কয়! তাহার চক্ষু, তাহার কর্ণ, তাহার বাকশক্তি, তাহার মন, তাহার প্রাণ সর্বদা সেইখানে ছিল,–সেই যেখানে হীরালাল।

যদি সন্ন্যাসীঠাকুর না আসতেন, তাহা হইলে আমার বোধ হয়, কুসী আজ রাত্রিতেই মারা পড়িত।

আমি অমুক দিন মারা পড়িব এইরূপ ভাবিয়া অনেক লোক মারা পড়িয়াছে। কিম্বা তুমি অমুক দিন মারা পড়িবে এইরূপ শুনিয়াও অনেক লোক মারা পড়িয়াছে। একপ্রকার বিদ্যা আছে তাহাকে হিপনটিসম (□□□□□□□□□) বলে; তাহাতে মানুষের মনের অবস্থা পরিবর্তিত করিতে পারা যায়। তাহার মনের অবস্থা পরিবর্তন করিয়া, তাহাকে তুমি যেরূপ চিন্তা করিতে বলিবে, যে কাজ করিতে বলিবে, সে তাহা করিবে। এইরূপ মনের অবস্থা কোন কোন লোকের নিজে নিজেই হয়। তখন সে যেরূপ চিন্তা করে কার্য্যে তাহা পরিণত হয়। ইহাকে স্বতঃপ্রবৃত্তি (□□□□□□□□□□□□□□) বলে। কুসীরও বোধ হয়, তাহাই ঘটিয়াছিল। যেদিন হইতে সে বিবাহের কথা শুনিয়াছিল, সেইদিন হইতে সে আরও শীর্ণ, আরও বিবর্ণ হইতে লাগিল।

বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহার জন্য সে ভীত হইল না। আর একবার যে তাহার বিবাহ হইয়াছিল সে প্রকাশ করিল না। সে নিশ্চয় বুঝিয়াছিল যে, এ বিবাহের পূর্বেই সে মরিয়া যাইবে। পিতার মিছামিছি টাকা খরচ হইতেছে সেজন্য সে সর্বদা বলিত,এ সব কেন! আমি পূর্বেই মরিয়া

www.bengaliebook.com

যাইব। সাহস করিয়া একদিন তাহার পিতার নিকটে গিয়াও সে এই কথা বলিয়াছিল। কিন্তু তাহার কথা কেহই শুনিলেন না। সে বায়ুগ্রস্ত হইয়াছে, বিবাহ হইলেই সব ভুলিয়া যাইবে, এই কথা বলিয়া পিতা ও মাসী তাহার কথা উড়াইয়া দিলেন। এই অবস্থায় আমি রসময়বাবুর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

মাসীর বিবরণ সমাপ্ত হইল! পুনরায় বলি যে মাসীর এই পূর্ব বিবরণ আমি আমার নিজের ভাষায় প্রদান করিলাম। এই বিবরণ সম্বন্ধে আমি নিজে যাহা দেখিয়াছি ও ইহার পবে অন্যান্য লোকের মুখ হইতে যাহা অবগত হইয়াছি, তাহাও যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছি।

www.bengaliebook.com

দশম পরিচ্ছেদ - ভগবান রক্ষা করিয়াছেন

মাসীর কথা সমাপ্ত হইলে, আমি তাঁহাকে বলিলাম যে,—তবে এখন বাড়ী চলুন!

মাসী উত্তর করিলেন,—বাড়ী! রায়মহাশয়ের বাড়ীতে আর আমি যাইব না। এ পোড়া মুখ আর সেখানে আমি দেখাইব না।

আমি বলিলাম,-কুসীর একবার বিবাহ হইয়া গিয়াছে শুনিলে রসময়বাবু রাগ করিবেন বটে, কিন্তু আপনি কুসীর ভালর জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, কুসীর আজ যখন বিবাহ হইয়া যায় নাই, তখন বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। সেজন্য আমি তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে পারি। আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, তিনি আপনাকে একটি কথাও বলিবেন না। আর একটি কথা, কুসীর যে একবার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, সে কথা এখন তাহাকে বলিবার বা আবশ্যক কি? পুনরায় যখন তিনি পাত্রের অনুসন্ধান করিবেন, সেই সময় তাহাকে বলিলেই চলিবে।।

মাসী বলিলেন,-তোমার কথা আমি বুঝিতে পারি না। তুমি বলিতেছ যে, কুসীর পূর্ব-বিবাহের কথা প্রকাশ হয় নাই। তবে দিগম্বরবাবুর সহিত তাহার বিবাহ বন্ধ হইল কি করিয়া?

আমি উত্তর করিলাম,—আপনি তা জানেন না? না, তখন আপনি সে স্থানে ছিলেন না। আপনি বাড়ীর ভিতর চলিয়া গিয়াছিলেন। দিগম্বরবাবুর স্ত্রী আছেন। তাহার গৃহ শূন্য হয় নাই, সে মিথ্যা কথা। ফাকি দিয়া তিনি এই বিবাহ করিতেছিলেন। তাঁহার সেই স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বাপ! এমন মেয়েমানুষ কখন দেখি নাই। তাহার পর সঙ্গে যে দাসীটি আনিয়াছেন, সে-ও এক ধনুর্ধর। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। আমি মনে করিলাম

সভার মধ্যেই বা দিগম্বরবাবুকে তিনি ঝাটা পেটা করেন। যাহা হউক, সেইজন্য বিবাহ বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

মাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, আর-সন্ন্যাসী?

আমি উত্তর করিলাম,–তিনি কুসীর চিকিৎসা করিতেছেন। কুসীকে তিনি অনেকটা ভাল করিয়াছেন। এখন আপনি বাড়ী চলুন। পূর্ব কথা প্রকাশ পায় নাই, কুসীর আজ পুনরায় বিবাহ হয় নাই, বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। মনে করিয়া দেখুন আপনার কত পূণ্যবল! ভগবান রক্ষা করিয়াছেন!

মাসী উত্তর করিলেন,–ভগবান রক্ষা করিয়াছেন, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। প্রথম লগ্নে যদি বিবাহ হইয়া যাইত, তাহা হইলে যে কি হইত। ভগবান রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু রায়মহাশয়ের বাটীতে আমি আর যাইব না। তুমি পাগল, তাই আমাকে যাইতে বলিতেছ। তুমি বাটী ফিরিয়া যাও। আমি কাশী যাইব! তোমায় টিকিট কিনিয়া দিতে হইবে না। আমি কিনিতে পারিব।

এখন আমি একটু প্রতারণা করিলাম। জানিয়া শুনিয়া আমি কখনও মিথ্যাকথা বলি, কি কাহারও সহিত প্রতারণা করি না। কিন্তু আজ আমি তাহা করিয়া ফেলিলাম। যদি ভালর জন্য আমি সে কাজ করিলাম, তথাপি সে কথা মনে হইলে এখনও আমার লজ্জা হয়।

আমি বলিলাম–তা কি কখন হয়। আপনি স্ত্রীলোক, এ বিদেশ, ভয়ঙ্কর দেশ। এই রাত্রিকালে এ স্থানে আপনাকে একেলা ছাড়িয়া যাইতে পারি না। একা দাঁড়াইয়া আছে; চলুন স্টেশনে যাই, সেই স্থানে গিয়া চলুন বসিয়া থাকি। তাহার পর গাড়ীর সময় হইলে টিকিট কিনিয়া আপনাকে আমি গাড়ীতে বসাইয়া দিব।

www.bengaliebook.com

মাসী বলিলেন,–এখনও অনেক বিলম্ব আছে। এত আগে থাকিতে গিয়া কি হইবে?

আমি বলিলাম,–এ স্থানে বসিয়া থাকিলেই বা কি হইবে? তাহা অপেক্ষা চলুন স্টেশনে গিয়া বসিয়া থাকি।

মাসী সে কথায় সম্মত হইলেন। একাওয়ালাকে আমি প্রস্তুত হইতে বলিলাম। সেই সময় তাহাকে গোপনভাবেও কিছু উপদেশ দিলাম। মাসী এক্কার উপরে উঠিলেন। আমিও উঠিয়া তাহার একপার্শ্বে বসিলাম। এক্কাওয়ালা এক্কা হাঁকাইয়া দিল। একা দ্বিগুণ বেগে দৌড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে মাসী বলিলেন,–ষ্টেশন যে অতি নিকটে? সে স্থানে পৌঁছিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন?

আমি কোন উত্তর করিলাম না।

এক্কা দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে মাসী পুনরায় বলিলেন,–আমি বুঝিতে পারিয়াছি, ফাকি দিয়া তুমি আমাকে বাড়ী লইয়া যাইতেছ। কিছুতেই আমি বাড়ী যাইব না। গাড়ীওয়ালা! গাড়ীওয়ালা! দাঁড়া! আমি নামিয়া যাই।

আমি একাওয়ালার গা টিপিলাম। মাসীর কথা সে শুনিল না। একা দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। আমি তাঁহাকে বলিলাম,–দেখুন। রসময়বাবুর আপনি অনেক ঘাড় হেঁট করিয়াছেন, আজ এই বিবাহসভায় যে কাণ্ড হইয়াছে, ভদ্রলোকের ঘরে সেরূপ কখনও হয় না। রসময়বাবু পূর্বে যে পাপ করিয়াছেন, মেয়ের যে এতদিন খোঁজখবর তিনি লন নাই, সেই সকল পাপের ফল আজ বিলক্ষণ

www.bengaliebook.com

ভোগ করিয়াছেন। আর কেলেঙ্কারি করিবেন না, আর তাহার মাথা কাটিবেন না।

মাসী উত্তর করিলেন,–তুমি জান না, তাই এমন কথা বলিতেছ। সে স্থানে আর আমি কিছুতেই যাইব না।

এই কথা বলিয়া মাসী পাগলিনীর মত হইয়া একা হইতে লাফাইয়া পড়িবার উপক্রম করিলেন। আমি বড়ই বিপদে পড়িলাম। আমি তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারি না।

www.bengaliebook.com

একাদশ পরিচ্ছেদ - হিপ্ হিপ্ হুরে

এই সময় যে স্থানে একা গিয়া উপস্থিত হইল, সে স্থানে এক অপূর্ব দৃশ্য আমাদের নয়নগোচর হইল। সেই দৃশ্য দেখিয়া মাসী এক্কাতে স্থির হইয়া বসিলেন। একাওয়ালাকে আমি একা থামাইতে বলিলাম। যে দৃশ্যটি আমাদের নয়নগোচর হইল, তাহা এই,–আমরা দেখিলাম যে, একদল বাঙ্গালী ষ্টেশন অভিমুখে আসিতেছেন। এক্কা যখন স্থির হইয়া দাঁড়াইল, তখন দেখিলাম যে, তাহারা সেই বরযাত্রীদল। সেই দলের আগে আগে বিরসবদনে সভয় মনে দিগম্বরবাবু চলিয়াছেন। তাঁহার মুখ ঈষৎ হাঁ হইয়া গিয়াছে, বেশ আলুথালু হইয়াছে, আঁকাবাঁকা পা ফেলিতে ফেলিতে দুলিতে দুলিতে ন্যাল-পাগলার মত তিনি চলিয়াছেন। তাহার ঠিক পশ্চাতে একধারে বিন্দী ও অন্যধারে গলা-ভাঙ্গা দিগম্বরী। বিন্দীর হাতে একটি ছাতি, দিগম্বরীর হাতে একগাছি ঝাটা। ঝাটাগাছটা তিনি বোধ হয় সঙ্গে করিয়া আনেন নাই, রসময়বাবুর বাটী হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন। লোকে ঠিক যেমন মহিষকে তাড়াইয়া লইয়া যায়, বিন্দী ও তিনি সেইরূপ দিগম্বরবাবুকে তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছেন। বিন্দী ও দিগম্বরীর এক ধারে ছোটটু সিং অনাধারে কিষ্ট। ছোষ্ট্রর হাতে গহনার বাক্স, আর কিঁষ্টার হাতে দিগম্বরবাবুর পোক রাখিবার কার্পেটের ব্যাগ। ইহাদের পশ্চাতে বরযাত্রীগণ। বরযাত্রীগণের মধ্যে কেহ কেহ উলু দিতেছিলেন, কেহ কেহ পোঁ পোঁ করিয়া মুখে শঙ্খ বাজাইতেছিলেন, কেহ কেহ বা ইংরাজী ধরণের হিপ হিপ হুরে! হিন্ হি হুরে! জয়ধ্বনি করিতেছিলেন। সকলের পশ্চাতে জনকতক লোক চেঙ্গারি মাথায় করিয়া আসিতেছিল।

ইহাদের সঙ্গে একজন সিপাহী ছিল। বাবুদিগকে সে বার বার চুপ করিতে অনুরোধ করিতেছিল। সে বলিতেছিল,–বাবুসাহেব। আপনোক আসা গোলমাল ন কিজিয়ে। ইয়ে ছাইনি হায়। বড়ি খারাপ জায়গা। রসময়বাবু

সাহেবসে হুকুম লিয়া সচ, মগর আসা গোলমাল করনেসে কুছ বখেড়া উঠেগো।

আমি পুনরায় বলিয়া রাখি, যে স্থানে এই সমুদয় ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার প্রকৃত নাম আমি প্রদান করি নাই। স্থান সম্বন্ধে কেহ আমার ভুল ধরিবেন না।

এই ব্যাপার দেখিয়া আমি আশ্চর্য হইলাম। দিগম্বরবাবু ও তাহার পরিচালিকাগণ একটু অগ্রসর হইলে আমি একজন বরযাত্রীকে ডাকিলাম। পাছে মাসী পলায়ন করেন, সেই ভয়ে আমি একা হইতে নামিতে সাহস করিলাম না। কতকগুলি বরযাত্রী আসিয়া আমার একা ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় বিদেশে, এরূপ কঠোর স্থানে পথের মাঝে গোল করিতে আমি তাহাদিগকে প্রথম নিষেধ করিলাম। তাহার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—আপনারা ইহার মধ্যে চলিয়া আসিলেন কেন? আহারাদি করিয়া তাহার পর আসিলে ভাল হইত না? গাড়ীর এখন অনেক বিলম্ব আছে!

একজন বরযাত্রী উত্তর করিলেন,-আজ যে অভিনয় দেখিয়াছি, তাহাতে পেট ভরিয়া গিয়াছে, আহারাদির আর আবশ্যক নাই।

আর একজন বলিলেন,—না মহাশয়! আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। ঐ সকল ঘটনার পর সে স্থানে আর থাকা আমরা উচিত বোধ করিলাম না। বিশেষতঃ পাছে গলাভাঙ্গা ঠাকুরাণী কোনরূপ একটা ঢলাঢলি করিয়া বসেন, সেই ভয়ে আরও আমরা চলিয়া আসিলাম। তিনি না করিতে পারেন এমন কাজ নাই। সঙ্গে আবার বিন্দী আছে। সে-ও একজন নামজাদা সেপাই। আমরা বরযাত্রী আসিয়াছিল, সেই অপরাধে আমাদিগকেও হয় তো দিগম্বরী প্রহার করিতে পারেন। আহারাদির বিষয়ে আপনার কোন চিন্তা নাই, রসময়বাবু প্রচুর খাদ্য সামগ্রী আমাদিগকে দিয়াছেন। চেঙ্গারি করিয়া ঐ

www.bengaliebook.com

দেখুন, লোকে তাহা লইয়া যাইতেছে। ষ্টেশনের নিকট গাছতলায় বসিয়া আমরা সকলে আহার করিব। তাহার পর প্রাতঃকালের গাড়ীতে চলিয়া যাইব।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,–রসময়বাবুর কন্যা এখন কেমন আছে?

বরযাত্রী উত্তর করিলেন–কন্যা এখন বেশ আছে। একবার সন্ন্যাসী তাহার কানে কানে কি বলিলেন, তাহাতে তাহার মুখে একটু হাসিও দেখিয়াছিলাম। রসময়বাবু তাহাকে এখন বাটীর ভিতর লইয়া গিয়াছেন। সন্ন্যাসীও বাটীর ভিতর গিয়াছিলেন। শুনিলাম যে, কন্যা শুড়-বুড় করিয়া তাহার সহিত অনেক কথোপকথনও করিয়াছিল। সন্ন্যাসীর ক্ষমতা আছে বলিতে হইবে।

আর একজন বরযাত্রী বলিলেন,–কন্যার রোগও হয় নাই, মূর্চ্ছাও হয় নাই, সব ঠাট। বরের রূপ-গুণের কথা শুনিয়া সে এইরূপ ঠাট করিয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর নবীন তপস্বীকে পাইয়া, নবীন তপস্বিনী হইবার সাধে তাহার রোগ ভাল হইয়া গিয়াছে, হাসি দেখা দিয়াছে, কথা ফুটিয়াছে। দিগম্বরী নম্বর টু হইতে তাহার ইচ্ছা নাই।

সে কথায় আর আমি কোন উত্তর করিলাম না। একাওয়ালাকে পুনরায় এক্কা হাঁকাইতে বলিলাম। যাইতে যাইতে আমি মাসীকে বলিলাম,–শুনিলেন তো! কুসী ভাল আছে। আপনাকে কেহ কিছু বলিবে না, সে ভয় আপনি করিবেন না, সে ভার আমার রহিল।

মাসী কোন উত্তর করিলেন না। আমি দেখিলাম যে, তিনি কাঁদিতেছেন। আমি তাঁহাকে আর কিছু বলিলাম না!

রসময়বাবুর বাটিতে একা আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিলাম যে, তিনি দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। দ্বার ঠেলিয়া আমি ডাকিতে লাগিলাম। তাঁহার পঞ্জাবী

www.bengaliebook.com

চাকর আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। একাওয়ালাকে তাহার ভাড়া দিয়া, মাসীকে সঙ্গে লইয়া, আমি বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। বাটীতে দেখিলাম যে, জনপ্রাণী নাই। কিছুক্ষণ পূর্বে যে স্থান লোকের কলরবে পূর্ণ ছিল, এখন সেই স্থান নির্জন ও নিস্তব্ধ হইয়াছিল। খিড়কি-দ্বার দিয়া আমরা দুইজনে একেবারে ভিতর বাড়ীতে যাইলাম। মাসী একটি ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিতে উদ্যত হইলেন। বোধ হয় সে ঘরটি তাহার। বাহির হইতে আমি দ্বার ঠেলিয়া ধরিলাম।

আমি বলিলাম,–দ্বারে খিল দিতেছেন কেন?

মাসী উত্তর করিলেন,–তোমার সে ভয় নাই। আমি আত্মহত্যা করিব না। অনেক পাপ করিয়াছি। সে পাপ আর করিব না।

আমি দ্বার ছাড়িয়া দিলাম। মাসী দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ পুনরায় ঈষৎ একটু খুলিয়া আমাকে তিনি ডাকিলেন। আমি তাহার নিকট ফিরিয়া যাইলাম।

মাসী বলিলেন,–একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,–কি কথা?

মাসী উত্তর করিলেন,–তুমি কুসীর বাবুকে দেখিয়াছিলে?

আমি উত্তর করিলাম,–হাঁ! কাশীতে আমি তাহাকে দেখিয়াছিলাম।

মাসী বলিলেন,–সন্ন্যাসীকে গিয়া একবার ভাল করিয়া দেখ।

www.bengaliebook.com

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ - ওটা ঠাওর হয় নাই

এই বলিয়া মাসী ঝনাৎ করিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি এমনি বোকা যে, তবুও মাসীর কথা বুঝিতে পারিলাম না। সন্ন্যাসী ও রসময়বাবু বৈঠকখানায় আছেন শুনিয়া, আমি সেইস্থানে গমন করিলাম। সে স্থানে গিয়া দেখিলাম যে, কেবল তাহারাই দুইজনে আছেন, অন্যকোন লোক নাই। তাহাদের দুইজনে কথোপকথন হইতেছিল। বৈঠকখানায় গিয়া আমি যাই পদার্পণ করিয়াছি, আর সন্ন্যাসীঠাকুর শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার পর আমার নিকটে আসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া আমার পদধূলি গ্রহণ করিলেন।।

আমি বলিলাম,-ও কি করেন! ও কি করেন! ছোট হইলে কি হয়, আপনি সন্ন্যাসী আপনি নারায়ণ? সন্ন্যাসী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তাহার পর তিনি বলিলেন,- আপনি যে আমাকে চিনিতে পারেন নাই, প্রথমেই তাহা আমি বুঝিয়াছিলাম।

এইবার আমি ভালরূপে সন্ন্যাসীকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম। ভালরূপে তাহাকে দেখিয়া বিস্ময়ে ও আনন্দে আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল! আশ্চর্য্য হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,-কে ও, বাবু।

হাঁ, আমি সেই কাশীর বাবু, এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসী পুনরায় আমাকে প্রণাম করিল ও পুনরায় আমার পদধূলি লইল। কুসুমের মাসী বাড়ী ফিরিতে কেন এত আপত্তি করিতেছিলেন, কেন আমাকে বার বার পাগল বলিতেছিলেন, তাহার অর্থ এখন আমি বুঝিতে পারিলাম। সন্ন্যাসীবেশে হীরালাল উপস্থিত হইবামাত্র তিনি তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। সেজন্য বিবাহসভা হইতে তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া রসময়বাবুর স্ত্রীর নিকট হইতে টাকা লইয়া বাড়ী

www.bengaliebook.com

হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। হীরালালকে কি করিয়া পুনরায় তিনি মুখ দেখাইবেন, সেই ভয়ে তিনি এত কাতর হইয়াছিলেন।

কুসুমও যে হীরালালকে চিনিতে পারিয়াছিল, তাহাও আমি এখন বুঝিতে পারিলাম বাবুর কণ্ঠস্বর তাহার পক্ষে মহৌষধ স্বরূপ হইয়াছিল। সেই ঔষধের বলেই তাহার উৎপাদিত হইয়াছিল। চৈতন হইয়া সহজে তাহার মনে প্রতীতি হয় নাই যে, মৃতমানুষ পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে। সেজন্য বারবার নিরীক্ষণ করিয়াছিল ও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চিন্তা করিয়াছিল। অবশেষে যখন তাহার মনে প্রতীতি হইল যে, এই সন্ন্যাসী সত্য সত্যই তাহার বাবু তখন সে আপনার হাতটি তাহার গলায় দিল, আপনার মস্তকটি তাহার বক্ষস্থলে রাখিল, যেন এ জীবনে আর তাহা হইতে সে বিচ্ছিন্ন হইবে না।

আমি যে বাবুকেচিনিতে পারি নাই, তাহার কারণ এই যে, কাশীতে অল্পক্ষণের নিমিত্ত আমি কেবল দুই তিন বার তাহাতে দেখিয়াছিলাম। তাহার পর, তখন তাহার গোঁপ-দাড়ি উঠেনাই। এখন নবীন শ্ম দ্বারা তাহার মুখমণ্ডলের অধধাদেশ আবৃত হইয়াছিল। পথশ্রমে তাহার সে উজ্জ্বল কান্তিও অনেকটা মলিন হইয়া গিয়াছিল।

রসময়বাবু আমাকে বলিলেন,-জামাইবাবু আমাকে সকল কথা বলিয়াছেন। এরূপ ঘটনা উপন্যাসে দেখিতে পাই না। এত অপমান এত লাঞ্ছনার পর আমার যে আবার সুখ হইবে, তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। এখন কুসুমের মাসী বাড়ী আসিলেই হয়, তাহা হইলে আমার সকল চিন্তা দূর হয়! তাহাকে আপনি খুঁজিয়া পান নাই?

আমি উত্তর করিলাম,-হাঁ। তাহাকে আমি বাড়ী আনিয়াছি। বাবু! তুমি গিয়া তাহাকে প্রবোধ দাও। আমাদের কথায় হইবে না। তোমাকে কি করিয়া তিনি মুখ দেখাইবেন, সেই লজ্জায় তিনি অভিভূত হইয়া আছেন। দ্বার বন্ধ করিয়া

ঘরের ভিতর তিনি পড়িয়া আছেন। চল বাবু! তাহাকে তুমি সান্ত্বনা করিবে চল। রসময়বাবু! আপনি আসিবেন না?

বাবু আমার সহিত চলিল। দ্বারে ধাক্কা মারিয়া কুসুমের মাসীকে আমি ডাকিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম,–বিশেষ একটা কথা আছে দ্বার একবার খুলিয়া দিন।

আমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া তিনি দ্বার খুলিয়া দিলেন। তিনি দ্বার খুলিলেন, আর বাবু গিয়া তাহার পায়ে পড়িল। মাসী পূর্ব হইতেই রোদন করিতেছিলেন, এখন আরও কাঁদিতে লাগিলেন। তাহার কালা দেখিয়া বাবু ও কাঁদিয়া ফেলিল।

কিছুক্ষণ পরে বাবু বলিল,–মাসী-মা! আর কদিও না। আমি যে পুনরায় বাঁচিয়া আসিয়াছি, সেজন্য এখন আহ্লাদ করিবার সময়, এখন কাঁদিবার সময় নয়।

কাঁদিতে দিতে মাসী বলিলেন,–এ পোড়ামুখ আমি তোমাকে কি করিয়া দেখাইব। আমার মরণ কেন হইল না। বাবু বলিল,–কেন মাসী মা। হইয়াছে কি! এ সমুদয় আমার দোষ। আমি যদি না মিথ্যা সংবাদ দিতাম, তাহা হইলে তো আর এরূপ হইত না। যাহা হউক, কুসী যে মারা যায় নাই, তাহাই আমার সৌভাগ্য! মাসী কোন উত্তর করিলেন না। নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

বাবু পুনরায় বলিল,–কুসীকে আপনি বড় ভালবাসেন। কুসীর ভালর জন্য আপনি এ কাজ করিতে গিয়াছিলেন। আমি হইলে, আমিও বোধ হয় ঐরূপ করিতাম। তাহাতে আর কান্না কি? সমুদয় আমার দোষ। সে যাহা হউক, এখন আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে। সন্ন্যাসীর বেশে আজ দুই বৎসর মাঠে-ঘাটে বেড়াইতেছি। চল মাসী-মা! আমাকে খাবার দিবে চল। তুমি নিজে আমাকে খাবার দিবে, তুমি আমার কাছে বসিয়া থাকিবে, তবে আমি আহার করিব,

www.bengaliebook.com

তা না হইলে আমি আহার করিব না। আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, মাসীমা। না খাইতে পাইয়া, এই দেখ আমি কত রোগা হইয়া গিয়াছি।

পথ-শ্রান্তিতে হীরালাল নিতান্ত শ্রান্ত আছে, না খাইতে পাইয়া তাহার শরীর কৃশ হইয়া গিয়াছে, এখন তাহার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, এরূপ কথা শুনিয়া মাসী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। চক্ষু মুছিতে মুছিতে তৎক্ষণাৎ তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আহারীয় সামগ্রী আয়োজন করিয়া কাছে বসিয়া হীরালালকে তিনি আহার করাইলেন। সেই আহারের সময় নানারূপ কথা হইল।

পরদিন আমি হীরালালকে বলিলাম,-তুমি তো বড় □□□□□□□ □□□ (বদ ছোকরা) দেখিতে পাই। আচ্ছা কীর্ত্তি তুমি করিয়াছ। কোন বিবেচনায় তুমি এরূপ মৃত্যুসংবাদ দিলে? দৈববলে কেবল কুসী বাঁচিয়া গিয়াছে। সে যদি মরিয়া যাইত, তাহা হইলে কি হইত?

হীরালাল উত্তর করিল,-আমি যে বড় মন্দ কাজ করিয়াছি, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। এতদূর যে হইবে, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। হাতে সূতা বাঁধা সম্বন্ধে কাল রাত্রিতে দিগম্বরবাবু যাহা বলিয়াছেন, এ বিষয়ে আমারও সেই কথা,—ওটা আমার ঠাওর হয় নাই।

দিগম্বরবাবুর ঠাওর স্মরণ করিয়া আমি হাসিয়া ফেলিলাম। আমি বলিলাম,-বাবু। তুমি যে কাজ করিয়াছ, তাহার উপযুক্ত দণ্ড কিছু হয় নাই। দিগম্বরবাবু কুসীকে বিবাহ করিয়া লইয়া যাইতেন, তাহা হইলে ঠিক হইত। আগে যদি জানিতাম যে, তুমি এই কীর্তি করিয়াছ, তাহা হইলে আমি নিজেই উদ্যোগী হইয়া তাহার সহিত কুণীর বিবাহ দিতাম। যাই হউক, এখন কুলী ভাল হইলে হয়। তাহার শরীরের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে আমার বড়ই ভয় আছে।

www.bengaliebook.com

হীরালাল উত্তর করিল, কুসীর নিমিত্ত আর চিন্তা নাই। আজ যদি তাহাকে দেখিতেন তাহা হইলে এ কথা আপনি বলিতেন না। দাঁড়ান। আমি তাহাকে আপনার নিকট আনিতেছি।

এই কথা বলিয়া বাবু দৌড়িয়া বাটীর ভিতর গমন করিল। সে সময় রসময়বাবু বাটীতে ছিলেন না। অল্পক্ষণ পরেই কুসীকে লইয়া বাবু বৈঠকখানায় প্রত্যাগমন করিল। কুসী কিছুতেই আসিবে না, বাবু-ও কিছুতেই ছাড়িবে না। কুসীকে সে টানিয়া আনিতে লাগিল। কুসী বৈঠকখানার দ্বারটি ধরিল। সেই দ্বার ছাড়াইতে বাবুকে বল প্রকাশ করিতে হইল। তাহাতেই আমি বুঝিলাম যে, কুসীর জন্য আর কোন ভাবনা নাই বটে। যে লোকের শরীর কাল অসাড়, অবশ, মৃতপ্রায় হইয়াছিল, আজ সে সবলে দ্বার ধরিতে পারিল। এই একদিনেই কুসীর মুখশ্রী অনেক পরিবর্তিত হইয়াছিল। কুসীর চক্ষুদ্বয়ে পুনরায় জ্যোতির সঞ্চার হইয়াছিল। বৈঠকখানায় আসিয়া কুন্সী আমার পশ্চাদিকে লুকায়িত হইল। আমি কুসীর হাতটি ধরিয়া একটু হাসিলাম; ঘাড় হেঁট করিয়া কুসীও একটু হাসিল। সেই কাশীর হাসি।।

হীরালালকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,বাবু! সে লোচন ঘোষ কে? বাবু উত্তর করিল,-লোচন ঘোষ! সে আবার কে?

আমি বলিলাম,-সেই যে, কুসীর মাসীকে পত্র লিখিয়াছিল?

বাবু হাসিয়া বলিল,-ওঃ! লোচন ঘোষ কেহ নাই। কলিকাতায় যাহারা রসিদ, বিল, দরখাস্ত প্রভৃতি লিখিয়া জীবিকানির্বাহ করে, তাহাদের একজনকে দুই আনা পয়সা দিয়া আমি সেই চিঠি লেখা সমাপ্ত হইলে স্বাক্ষরের সময় সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,নাম? আমি তখন আর নাম খুঁজিয়া পাই না; তাই যা মনে আসিল, বলিয়া ফেলিলাম। আমি বলিলাম,-লেখ, লোচন ঘোষ। চিঠি ও খবরের কাগজ মাসী-মায়ের নিকট আমিই প্রেরণ করিয়াছিলাম।

www.bengaliebook.com

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ – অজ্ঞাতবাসের বিবরণ

বাবুকে আমি পূর্বকথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। অন্যান্য কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আমি বলিলাম,বাবু। তোমার নৌকা কি সত্য ডুবিয়া গিয়াছিল?

বাবু উত্তর করিল,–ওরে বাপ রে! সে যে কি আশ্চর্য্য বাঁচিয়াছিলাম, তাহা আর আপনাকে কি বলিব। বৈশাখ মাস ঠিক দুই বৎসর আগে আর কি! আমরা গোয়ালন্দ আসিতেছিলাম। সন্ধ্যার ঠিক পরেই পশ্চিম-উত্তর দিকে ভয়ানক মেঘ উঠিল। নিবিড় অন্ধকারে পৃথিবী ঢাকিয়া গেল। আরোহিগণ নৌকা কিনারায় লাগাইতে বলিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ প্রবল ঝড় উঠিল; এক ঝাপটে নৌকাখানি উল্টাইয়া পড়িল। আমি অতিকষ্টে তাহার ভিতর হইতে বাহির হইলাম। একজন আমাকে জড়াইয়া ধরিল। তাহার হাত হইতে আপনাকে ছাড়াইবার নিমিত্ত আমি চেষ্টা করিতে লাগিলাম। সেই সময় নৌকার বাশ হউক কি কিছু হউক আমার মাথায় লাগিয়া গেল। এই দেখুন, এখনও আমার মাথায় তাহার দাগ রহিয়াছে। অনেক কষ্টে আমি সে লোকের হাত হইতে আপনাকে ছাড়াইলাম। তাহার পর অনেক কষ্টে কিনারায় আসিয়া উঠিলাম। সে অন্ধকারে কে কোথায় গেল, তাহার কিছুই আমি জানিতে পারিলাম না। কিনারায় উঠিয়া একটি মাঠ পার হইয়া একখানি গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই গ্রামে একজনের বাড়ীতে আশ্রয় লইলাম। রাত্রির শেষভাগে আমার ভয়ানক জুর হইল।

আমি একখানি চেয়ারে বসিয়াছিলাম। আমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আমার বামস্কন্ধের উপর তাহার বামহাত রাখিয়া কুসী এমনে নৌকাডুবির বিবরণ

শুনিতেছিল। এই পর্যন্ত শুনিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল, তাহার চক্ষু দিয়া টপ টপ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। এই সময় হীরালালের দৃষ্টি কুসীর উপর পড়িল।

হীরালাল বলিল,–কুসী! তুমি কাঁদিতেছ। এখন আবার কান্না কিসের? ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, তাই আমি বাঁচিয়াছি! চুপ কর।

আমিও কুসীর দিকে ফিরিয়া দেখিলাম। আমিও তাহাকে বলিলাম,কুসী! আহ্লাদের সময়, কান্নার সময় নয়। কাঁদিয়া পুনরায় কি রোগ করিবে? চুপ কর।

হীরালাল পুনরায় বলিল,–আট দিন আমি অজ্ঞান অভিভূত হইয়া পড়িয়া রহিলাম। যাহাদের বাড়ী আমি আশ্রয় লইয়াছিলাম, তাহারা আমার অনেক উপকার করিয়াছে, মেয়ে-পুরুষে তাহারা আমার সেবা-শুশ্রুষা করিয়াছে। বাড়ী হইতে চলিয়া আসিবার সময় মা আমাকে অনেকগুলি টাকা দিয়াছিলেন। নোটগুলি মানিব্যাগের ভিতর রাখিয়া সর্বদা আমার কোমরে বাঁধিয়া রাখিতাম। টাকাগুলি সেইজন্য বাঁচিয়া গিয়াছিল। ভিজিয়াও নোট নষ্ট হয় নাই। সজ্জনের বাটীতে আশ্রয় লইয়াছিলাম, সেজন্য আমার জ্বরের সময় সেগুলি চুরি যায় নাই।

আটদিনের পর আমার জ্বর ছাড়িয়া গেল। ক্রমে আমি আরোগ্য লাভ করিলাম। শরীরে যখন একটু বল হইল, তখন আমি গোয়ালন্দ আসিলাম। কলিকাতায় আসিবার নিমিত্ত রেলগাড়ীতে চড়িলাম। গাড়ীতে এক ব্যক্তির নিকট একখানি বাঙ্গালা খবরের কাগজ ছিল। পড়িবার নিমিত্ত সেই খবরের কাগজখানি আমি একবার চাহিয়া লইলাম। সেই খবরের কাগজে আমি আমার মৃত্যুসংবাদ দেখিলাম, তাহা দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যাখিত হইলাম না। নৌকা যেভাবে উলটিয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে জন-প্রাণীর বাঁচিবার সম্ভাবনা ছিল না।

www.bengaliebook.com

কিন্তু সেই সংবাদপত্র পাঠ করিয়া আমি অবগত হইলাম যে, দুইজন মাঝির প্রাণরক্ষা হইয়াছে।

আমার মৃত্যুসংবাদ খবরের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম। ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি স্থির করিলাম যে, কিছুদিনের নিমিত্ত আমি এ সংবাদে প্রতিবাদ করিব না। পিতা কর্তৃক সেই ঘোরতর অপমানের কথা তখনও আমার মনে জাগরিত ছিল। আমি ভাবিলাম যে, আমাকে যেরূপ তিনি দুঃখ দিয়াছেন, সেইগ তিনিও দিনকত পুত্রশোক ভোগ করুন।

তাহার পর কুসীর ভাবনা মনে উদয় হইল। আমি যে জীবিত আছি, এ কথা কুলীকে জানাইব কিনা, অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমি ভাবিলাম যে, যদি কুণীকে বলি যে, জীবিত আছি, তাহা হইলে কলিকাতার আমার বন্ধু-বান্ধবও সে কথা জানিতে পারিবে, আমার দেশের লোকও জানিবে। সেজন্য কুসীর নিকটও গোপন করিব, এইরূপ আমি স্থির করিলাম। কিন্তু তাহাতে যে এরূপ বিপদ ঘটিবে, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই।

তাহার পর আমি ভাবিলাম যে, সংসার খরচের নিমিত্ত মাসীমায়ের নিকট কিছু টাকা পাঠাইতে হইবে। সেইজন্য আমি নিজেই নিজের মৃত্যুসংবাদ দিতে বাধ্য হইলাম। লোচন ঘোষের নামে সেই পত্রখানি লিখিয়া পাঠাইলাম, আর আমার মৃত্যুসংবাদ সম্বলিত একখানি সংবাদপত্রও প্রেরণ করিলাম।

কিন্তু এত অধিক দিন যে আমাকে অজ্ঞাতবাসে থাকিতে হইবে, তখন তাহা আমি ভাবি নাই। আমি মনে করিয়াছিলাম যে, আপাততঃ আমাকে একটি চাকরীর যোগাড় করিতে হইবে। চাকরী হইলেই আমি কুসীকে আপনার নিকট আনিব। গেরুয়া-বস্ত্র ধারণ করিলে অল্প খরচে নানা স্থান ভ্রমণ করিতে পারি, সেজন্য সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিলাম। কিন্তু এরূপ বেশ ধারণ করিয়া আমি ভাল কাজ করি নাই। পাছে লোকে আমাকে ভণ্ড মনে করে, সেজন্য অনেক

www.bengaliebook.com

স্থানে চাকরীর চেষ্টা করিতে পারি নাই। সত্য কথা বলিতে কি, আমি চাকরীর চেষ্টা ভাল করিয়া করিও নাই। মনে করিলাম যে, কুসীর নিকট আমি দুইশত টাকা প্রেরণ করিয়াছি। তাহাতে দুই বৎসর পল্লীগ্রামে একরূপ চলিয়া যাইবে। এই মনে করিয়া ভারতবর্ষের নানা স্থানে আমি ভ্রমণ করিতে লাগিলাম।

আজ প্রায় একমাস হইল, কুসীর জন্য আমার প্রাণ বড়ই কাতর হইল। আমি তখন মহীশূর অঞ্চলে ভ্রমণ করিতেছিলাম। তৎক্ষণাৎ আমি কলিকাতায় আসিলাম। কলিকাতা হইতে কুণীদের গ্রামে গমন করিলাম। সে স্থানে শুনিলাম যে, কুসীকে লইয়া মাসী-মা কুসীর পিতার নিকট গমন করিয়াছেন। কুসীর পিতা এখন কোথায় আছেন, সে কথা আর আমি কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলাম না। কুসীর পিতা যে ব্রহ্মদেশে থাকিতেন, তাহা আমি জানিতাম। আমি মনে করিলাম যে এখনও তিনি সেই ব্রহ্মদেশে আছেন। আমি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলাম। কলিকাতা হইতে ব্রহ্মদেশে গমন করিলাম। ব্রহ্মদেশে গিয়া আমি জানিতে পারিলাম যে, তিনি পঞ্জাবে বদলি হইয়াছেন। তখন আমার বড় ভয় হইল। আমি ভাবিলাম,-কোন বিপদ ঘটিবে না কি? তা না হইলে এরূপ বিড়ম্বনা হয় কেন? যাহা হউক, তাড়াতাড়ি আমি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলাম। কলিকাতায় কালবিলম্ব না করিয়া পঞ্জাৰে আসিলাম। শ্বশুরমহাশয় প্রথম যে বড় ছাউনিতে বদলি হইয়াছিলেন, গতকল্য সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই স্থানে এই বিবাহের কথা শুনিলাম। প্রথমে মনে করিলাম যে শ্বশুরমহাশয়ের অন্য কোন কন্যা আছে। কিন্তু দুই বৎসর পূর্বে আমি শুনিয়াছিলাম যে, তিনি বিবাহ করেন নাই, এক কুসী ভিন তাহার অন্য সন্তান-সন্ততি নাই। ঘোরতর বিস্মিত হইয়া আমি সেই বড় ছাউনি হইতে রওনা হইলাম। পথে কত কি যে ভাবিতে লাগিলাম, তাহা আপনাকে আর কি বলিব। আমি যে গাড়ীতে আসিলাম, সেই গাড়ীতে দিগম্বরবাবুর স্ত্রীও আসিয়াছিলেন। ফলকথা, আমিই তাঁহাকে ও বিন্দীকে টিকিট কিনিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি যে আমার স্ত্রীর বরের স্ত্রী, আঃ এই অভিনয়ে তিনি

www.bengaliebook.com

যে একজন প্রধান □□□□□□□ (নায়িকা), তখন তাহা আমি জানিতে পারি নাই। তাহার পর কি হইল, আপনি জানেন।

চতুর্দশ পরিদ – ফয়ে ওকার দিয়া যাহা হয়

একমনে কুসী এই বিবরণ শ্রবণ করিতেছিল। তাহার দিকে ফিরিয়া আমি বলিলাম,–কুসী! শুনিলে তো তোমার বাবুর বিদ্যা।

বাবু বলিল,–হাঁ কুসী! আমি বড় অন্যায় কাজ করিয়াছি। আমি বুঝিতে পারি নাই যে এতদূর হইবে। সে যাহা হউক, কুসী, তুমি যাদববাবুকে দেখিয়া লজ্জা করিতে পারিবে না। ইনি আমাদের অনেক উপকার করিয়াছেন। ইহার সাক্ষাতে কাশীতে যেরূপ আমার সহিত হাসিতে, কথা কহিতে, এখনও তাহাই করিতে হইবে। মনে নাই, কাশীতে তুমি ইহাকে বাপ বলিয়াছিলে।?

কুসীর আধ-ঘোমটা ছিল। বাবু উঠিয়া তাহার সে ঘোষ্টাটুকুও খুলিয়া দিল। কুসী আপত্তি করিল, হাত দিয়া কাপড় টানিয়া ধরিল, কিন্তু বাবু তাহা শুনিল না। এখন কেবল তাহার মাথায় কাপড় রহিল। এই গোলমালের পর কুসী আমার কানে কানে বলিল,– আপনাকে আমি জ্যেঠা-মহাশয় বলিব।

বাবা না বলিয়া কেন সে আমাকে জ্যেঠা-মহাশয় বলিবে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম। আমি বলিলাম,–বেশ! অতঃপর কুসী বাটীর ভিতর চলিয়া গেল।

মাসীর লজ্জা ভাঙ্গা হইয়া গেল। তিনি যে কাজ করিয়াছিলেন, সে সম্পর্কে কোন কথা আর কেহ উত্থাপন করিল না। রূপে-গুণে বিভূষিত জামাতা পাইয়া রসময়বাবুর মনে আর আনন্দ ধরে না। কুসীর স্বাস্থ্যের দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল। কুসীর সেই উজ্জ্বল গৌরবর্ণ পুনরায় পূর্বের ন্যায় ফুটিয়া উঠিল।

www.bengaliebook.com

তাহার গণ্ডদেশ পূরস্ত হইয়া পূর্বের ন্যায় তাহাতে টোল খাইতে লাগিল। তাহার চক্ষু পুনরায় ভাসিয়া উঠিল। তারা দুইটি সূর্য্যালোক মিশ্রিত নীল সমুদ্রজল-সাদৃশ বর্ণে রঞ্জিত হইয়া ঢুলু ঢুলু করিতে লাগিল। কাশীর সেই সরল ভাব, সেই মধুর হাসি পুনরায় কুসীর মুখে দেখা দিল। বয়সের গুণে তাহার কথাবার্তায় কেবল পূর্বাপেক্ষা একটু গাম্ভীর্যের লক্ষণ প্রতীয়মান হইল। তা না হইলে আর সকল বিষয়ে ঠিক সেই কাশীর কুশী হইল। মাঝে মাঝে সে আমার নিকট আসিয়া আমার পাকা চুল তুলিয়া দিত। সেই সময় সে আমাকে কত কথা বলিত।

একদিন আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,–কুলী! যখন দিগম্বরবাবুর সহিত তোমার বিবাহের কথা হইয়াছিল, তখন আমি মনে করিয়াছিলাম যে, সে বিবাহ নিবারণ করিবার নিমিত্ত তুমি আমাকে চেষ্টা করিতে বলিবে। তাহা কর নাই কেন?

কুসী উত্তর করিল,পাছে মাসী আত্মহত্যা করেন, আমি সেই ভয় করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছিলাম যে, এ বিবাহ হইবে না, বিবাহের পূর্বে আমি মরিয়া যাইব। তবে আর মিছামিছি গোলমাল করিবার আবশ্যক কি? আর দেখুন, জ্যেঠা-মহাশয়! এই দুই বৎসর আমি মানুষ ছিলাম না। আমি যে কি ছিলাম, তাহা আমি বলিতে পারি না। আমার যেন জ্ঞান গোচর কিছুই ছিল না। যেন ভয়ানক একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি, এ দুই বৎসর আর ঠিক তাহাই বলিয়া মনে হয়!

চারি পাঁচ দিন পর আমি হীরালালকে জিজ্ঞাসা করিলাম,বাবু তোমার পিতাকে তুমি পত্র লিখিয়াছ? বাবু উত্তর করিল,–না জ্যেঠা-মহাশয়! তাহাকে এখনও পত্র লিখি নাই। তাহারা জানেন যে, আমি মরিয়া গিয়াছি। দুই বৎসর অতীত হইয়া গেল। তাহারা হয় তো আমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন। চিঠি লিখিতে আমার লজ্জা করিতেছে।

www.bengaliebook.com

বাবুর নিকট হইতে আমি তাহার পিতার ঠিকানা জানিয়া লইলাম। আমি নিজেই তাহাকে পত্র লিখিলাম। প্রত্যুত্তর আসিবার সময় অতীত হইল, তথাপি আমি আমার পত্রের উত্তর পাইলাম না। আমার ভয় হইল। তিনি কি এখনও বাবুকে ক্ষমা করেন নাই? অথবা সে স্থানে কি কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে?

চারিদিন পরে আমার চিন্তা দূর হইল। হীরালালের পিতা নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হীরালালের মাতা ও এক ভ্রাতাও তাহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, পুত্র জীবিত আছে শুনিয়া পিতা-মাতা যেন স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইলেন। আমার পত্র পাইয়া হীরালালের মাতা পুত্রকে সত্বর দেখিবার নিমিত্ত কাঁদিয়া-কাটিয়া ধূম করিয়াছিলেন। সেজন্য চিঠি না লিখিয়া তাহারা নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ভাগ্যে রসময়বাবুর বাড়ীটি বড় ছিল, সেজন্য সকলের তাহাতে স্থান হইল। পিতা-পুত্রে কিরূপে সাক্ষাৎ হইল, কুসীকে তাহারা কত আদর করিলেন, কত বসনভূষণে তাহাকে তাহারা ভূষিত করিলেন, রসময়বাবু ও মাসীর সহিত তাঁহাদের কিরূপ পরিচয় হইল, আমার সহিত তাহাদের কিরূপ সদ্ভাব জন্মিল সে সব কথা লিখিয়া পুস্তকের কলেবর আর বৃদ্ধি করিব না; ফলকথা এই যে সকলের সহিত সকলের বিশেষরূপে সদ্ভাব হইল। পুত্রকে জীবিত পাইয়া, কুসী হেন পুত্রবধূ পাইয়া, হীরালালের পিতা-মাতা পরম সুখী হইলেন। হীরালাল যেন জামাতা পাইয়া, তাহার পিতা-মাতার ন্যায় সমৃদ্ধিশালী সদাশয় কুটুম্ব পাইয়া রসময়বাবু ও কুসুমের মাসী পরম আনন্দিত হইলেন। সকলের আনন্দে আমিও আনন্দিত হইলাম।

কিছুদিন সেই স্থানে বাস করিয়া হীরালালের পিতা-মাতা পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। কুসুমের মাসীকে সঙ্গে লইয়া যাইবার নিমিত্ত তাহারা বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু রসময়বাবুর

সংসারে অন্য কোন অভিভাবক ছিলেন, সেজন্য তখন তিনি যাইতে পারিলেন না। কিন্তু ইহার কিছুদিন পরে রসময়বাবু শ্বশুরবাড়ী সম্পর্কীয়া একজন বয়স্কা স্ত্রীলোক অভিভাবকস্বরূপ পাইলেন। মাসী এখন কুসুমের নিকটে আছেন।

আমাকেও সঙ্গে লইয়া যাইবার নিমিত্ত হীরালাল নিজে ও তাহার পিতা অনেক অনুরোধ করিলেন। সে প্রস্তাবে প্রথম আমি সম্মত হইতে পারি নাই। কিন্তু কুসী এক কাণ্ড করিয়া বসিল। দেশে প্রত্যাগমন করিবার দুইদিন পূর্বে একদিন দুই প্রহরের সময় আমি বৈঠকখানায় শয়ন করিয়া আছি। কুসী আস্তে আস্তে আমার শিয়রে আসিয়া বসিল। শিয়রে বসিয়া আমার পাকা চুল তুলিতে লাগিল। পাকা চুল আর কি ছাই তুলিবে, আমার অধিকাংশ চুল পাকিয়া গিয়াছিল, অই কাচা ছিল। আর সে মাথা খুঁটিতে লাগিল।

মাথা খুঁটিতে খুঁটিতে কুসী বলিল,—জ্যেঠা-মহাশয়! আপনি আমাদের সঙ্গে সেই পূর্বদেশে যাইবেন কি না, তাহা বলুন।

আমি উত্তর করিলাম,—আমি কোথায় যাইব? তুমি যাইবে শ্বশুরবাড়ী, সে স্থানে আমি কিজন্য যাইব? যেই আমি এই কথা বলিয়াছি, আর কুসী আমার মাথার অনেকগুলি চুল একসঙ্গে ধরিয়া একটু টান মারিল। যত লাগুক, না লাগুক আমি কিন্তু বলিয়া উঠিলাম, উঃ! লাগে, ছাড়িয়া দাও! কুসী বলিল,-কখনই না। যতক্ষণ না বলিবেন যে, আমি যাব, ততক্ষণ আমি ছাড়িব না।

কাজেই আমাকে বলিতে হইল যে, আমি যাব। কাজেই আমাকে যাইতে হইল। কাজেই কুসীর শ্বশুরবাড়ীতে আমাকে কিছুদিন বাস করিতে হইল। কাজেই সে স্থান হইতে পুনরায় বিদায় গ্রহণের সময় কুসীর কান্না দেখিয়া আমাকেও কাঁদিয়া ফেলিতে হইল।

www.bengaliebook.com

সে স্থান হইতে আমি স্বগ্রামে প্রত্যাগমন করিলাম। কার্য্যোপলক্ষ্যে কলিকাতায় আমাকে সর্বদা গমন করিতে হয়। কলিকাতার পথে একদিন সহসা বিন্দীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তাহার সহিত প্রায় একশত স্ত্রীলোক আর দুই-একজন পুরুষ-মানুষ ছিল। আমি কোন কথা বলিতে না বলিতে, বিন্দী আসিয়া আমায় ধরিল। বিন্দী বলিল,—কেও ডাক্তারবাবু, আমাকে চিনিতে পারেন?

আমি উত্তর করিলাম—তোমাকে আমি বিলক্ষণ চিনিতে পারি, কিন্তু তুমি আমাকে চিনিলে কি করিয়া?

বিন্দী বলিল,-আমি। আমিসকলকেই চিনিতে পারি। সেই যে উজিরগড়ের চলাচলতে আপনি ছিলেন! আপনি কে, সে কথা আমি জমাদারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—দিগম্বরবাবু আর তাহার স্ত্রী, এখন কোথায়?

বিন্দী উত্তর করিল,-নাতিনীর বিবাহ দিতে তিনি দেশে আসিয়াছেন; আমিও সেই সঙ্গে দেশে আসিয়াছি। আমি কি সে দেশে থাকতে পারি। আমি সেখোগিরি করি, তাহাতে বেশ দু-পয়সা পাওনা আছে, এই দেখুন কতগুলি লোককে কালীঘাট লইয়া যাইতেছি। আমি কি সেই খোটার দেশে বসিয়া থাকিতে পারি। তাহার পর আমার গিমীমায়ের তেজ দেখিয়া আমি নুতন একটি ফন বাহির করিয়াছি। উদ্ধব দা ঠাকুর আর আমি দুইজনে ভাগে সেই কাজ করি। পাওনা-থোওনা যা হয়, দুইজনে আমরা ভাগ করিয়া লই। উদ্ধব দা-ঠাকুর হইয়াছেন পুরোহিত, আমি হইয়াছি মাইজী স্বামী। সেকাজের জন্য আমার রং করা আলখেল্লা আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—সে আবার কি ফন?

www.bengaliebook.com

বিলী উত্তর করিল,–এই কলিকাতায় মাইজী স্বামী হইয়া আমি টিকিদার বাবুদের বাড়ী যাই। বাবু আর বাবুয়ানীরা আমার খুব আদর করেন। সকলেই বলেন,-মাইজী স্বামী আসিয়াছেন। তাহার পর বাবুরা আফিস চলিয়া গেলে আমি গৃহিণীদের বলি–গিন্নীবাবু! সাবিত্রীব্রত ঘুচিয়া এখন এক নূতন ব্রত উঠিয়াছে, তাহাকরিবেন?গিন্নীবাবুজিজ্ঞাসা করেন, কিত? আমি বলি, ইহার নাম দিগম্বরী-ব্রত। গিন্নীবাবু জিজ্ঞাসা করেন, সে ব্রত করিলে কি হয়? আমি বলি,–সে ব্রত করিলে স্বামী চিরকাল পদানত হইয়া থাকে। অনেকেই এখন সেই ব্রত করিতেছেন। লেখাপড়া শিখিয়া যাঁহাদের মেজাজ গরম হইয়া গিয়াছে, সংসারে কাজকর্ম যাঁহারা কিছুমাত্র করেন না, পঙ্গর মত কেবল বসিয়া থাকেন, আর রং-বেরঙের পোষাক কিনিয়া স্বামীকে যাঁহারা ফতুর করেন, সেইসব মেয়েদের মধ্যে এই দিগম্বরী-ব্রতটি বিলক্ষণ চলন হইয়াছে। লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া আমি গিন্নীবাবুর যোগাড় করি, উদ্ধব দা-ঠাকুর পূজা করেন, আর মন্ত্র পড়ান। এখন হইতে সাবিত্রী-ব্রত আর কাহাকেও করিতে হইবে না, এইনূতন দিগম্বরী-ব্রত করিলেই চলিবে। এই নূতন ব্রতের কথা আপনিও পাঁচজনকে বলিবেন।

আমি উত্তর করিলাম–সেই উজিরগড়ের ঘটনা সম্বন্ধে আমি একখানি বই লিখিতেছি। সেই পুস্তকে এই নূতন ব্রতের কথা লিখিব।

এই সময় উদ্ধব দা-ঠাকুর আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, দিগম্বরী-ব্রতের ফলের কথাটা ভাল করিয়া লিখিবেন। যে কুলকামিনী এ ব্রত করেন, তাহার জীবন সার্থক হয়। এ জনমে পতি তাহার পদানত হইয়া থাকে। গলাভাঙ্গা দিগম্বরীর মত তাহার রূপ হয়, গুণ হয় ও পতিভক্তি হয়, আর ফোক্‌লা দিগম্বরের মত রূপবান্ গুণবান্ স্ত্রীপরায়ণ স্বামী তিনি লাভ করেন।

www.bengaliebook.com

এই কথা বলিয়া যাত্রী লইয়া বিন্দীর সহিত উদ্ধব দা-ঠাকুর প্রস্থান করিলেন। কলিকাতা হইতে স্বগ্রামে আসিয়া আমি এই পুস্তকখানি লিখিলাম।

পুস্তকখানি লিখিয়া ইহার নাম কি দিব, তাহা ভাবিতেছি, এমন সময় পশ্চাল্লিখিত পত্রখানি আমি পাইলাম।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী, ডাক্তার মহাশয় বরাবরেষু। মহাশয়। বিন্দীর মুখে শুনিলাম যে, উজিরগড়ের ঘটনা সম্বন্ধে আপনি একখানি পুস্তক লিখিতেছেন। আমার নাম ইতিপূর্বে কখনও ছাপা হয় নাই। আপনার পুস্তকে আমার নাম ছাপা হইলে, জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিব। সেজন্য আমি বড়ই আনন্দিত হইয়াছি, আর সেজন্য আপনাকে আমি শত শত ধন্যবাদ করি। কিন্তু আপনার নিকট আমার দুইটি নিবেদন আছে। প্রথমত এই যে, আমার নামটি আপনি ভাল স্থানে বড় বড় অক্ষরে ছাপিকেন। তাই যদি করেন, তাহা হইলে আপনাকে আমি ভিজিট দিব। দ্বিতীয়ত এই যে, আমার নাম লইয়া লোকের যাহাতে ভ্রম না হয়, সে বিষয়ে সাবধান হইবেন। কারণ, এ অঞ্চলে অনেকগুলি দিগম্বর আছেন। একজন দীর্ঘ ও স্থূল, সেজন্য সকলে তাহাকে বেড়ে দিগম্বর বলে। একজন খর্ব ও কৃশ, সেজন্য সকলে তাহাকে মর্কট দিগম্বর বলে। একজনের সম্মুখেরদত কিছুউচ্চ, সেজন্য সকলে তাহাকে দাঁতাল দিগম্বর বলে। আর উর্ধকেরদাতুযুক্ত আমার এই যৌবনকালেই দাঁত পড়িয়া গিয়াছে, সেজন্য সকলে আমাকে দন্তহীন দিগম্বর বলে। কথাটি কিন্তু দন্তহীন নয়। প্রকাশ করিয়া না বলিলে লোকে আমাকে চিনিতে পারিবে না, লোকে মনে করিবে এ অন্য দিগম্বর। সেজন্য আপনি প্রকাশ করিয়া ছাপিনে, তাহাতে আমি রাগ করিব না। আসল কথাটি কি, তাহা বোধ হয় আপনার মনে আছে?—সেই ফয়ে ওকার!

ইতি— আপনার বংশবদ-- শ্রীদিগম্বর শর্ম্মা

www.bengaliebook.com

এবার আমি আর ভিজিটের লোভ ছাড়িতে পারিলাম না। সেজন্য পুস্তকখানির নাম এইরূপ হইল।

99

www.bengaliebook.com